বিদ্যাপতির শিবগীত

সংগ্রাহক ও সম্পাদক

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি. এ.

প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামদয়ালু হাই স্কুল

পাঙ্গেয়া (মজঃফরপুর)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬২

ভূমিকা

বিদ্যাপতি

মিথিলাকোকিল মহাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের পরিচয় বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আজ পাঁচ শতাব্দী যাবৎ তাঁহার মধুর গীতলহরী সমস্ত পূর্ব্বভারত প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া আরও কত কবি কাব্যরসে লোকের মনোরঞ্জন করিয়া অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছেন তাহার গণনা নাই। বিদ্যাপতি কেবল কবিই ছিলেন না বরং অগাধ পণ্ডিত ও ভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনকাল সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাতে মণ্ডিত ছিল। মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের জীবনী অবলম্বনে অবহট্ট ভাষায় রচিত 'কীর্ত্তিলতা'-নামক কাব্য তাঁহার প্রথম কীর্ত্তি। সংস্কৃত ভাষাতেও তিনি 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'দানবাক্যাবলী', 'পুরুষপরীক্ষা' আদি গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মাতৃভাষা মৈথিলীতে রচিত অসংখ্য গীত, বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গীতই, বেশী প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। পূর্ব্বে হিন্দুরা লোকভাষায় পুস্তক লিখা পাপ মনে করিতেন। সুতরাং যে যাহা লিখিতেন সংস্কৃতেই লিখিতেন। বিদ্যাপতি সেই কবিদের মধ্যে যাঁহারা কবিতাকে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে গীতিকাব্যের (lyric) রচনা জয়দেব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহা সংস্কৃতে হওয়ায় জনসাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাপতি ঠাকুরই মাতৃভাষায় গীত রচনা আরম্ভ করিয়াছেন এবং নিজের এক নাম 'অভিনব জয়দেব' রাখিয়াছেন।

বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির স্থান

প্রাচীনকালে মিথিলা ন্যায়শাস্ত্র-চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। তখন বঙ্গদেশ হইতে বহু ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার্থ মিথিলা যাইতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের দ্বারাই বিদ্যাপতির মধুর পদাবলী বঙ্গদেশে আনীত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা ও ভাব অনুসরণ করিয়া চণ্ডীদাসাদি কবিরা বহু কৃষ্ণগীতের রচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই সকল গান শুনিয়া মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হইতেন। সুতরাং তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির লোকপ্রিয়তা আরও

বাড়িয়া গেল। এইরূপে ক্রমশঃ জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরোত্তম দাস আদি বহু কবি বিদ্যাপতির অনুসরণ করিয়া পদ্য রচনা করিতে থাকেন। কালক্রমে এখানকার লোকেরা ভুলিয়াই গেলেন যে বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নয় মিথিলাবাসী ছিলেন। আজকাল যদিও এ সংশয় দূর হইয়াছে তবু তাঁহার জনপ্রিয়তা কিছুই কমে নাই। পরবর্তী কালে যখন মিথিলায় তাঁহার অনেক গান বিস্মৃত হইল তখন বঙ্গদেশে কয়েকখানা উৎকৃষ্ট সংগ্রহ-গ্রন্থ হইয়া গিয়াছিল। যখন ডক্টর গ্রীয়র্সন এবং মিথিলার কিছু সজ্জন ইহাদের সংগ্রহকার্য্যে ব্রতী হইলেন তখন বাঙ্গালা পুঁথিগুলি খুব সহায়ক হইল। বাঙ্গালার নিকট এই ঋণ মৈথিলেরা অকপটে স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালীরাই বিদ্যাপতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীদের জন্যই তাঁহারা বিদ্যাপতিকে পুনরায় চিনিতে পারিয়াছেন। ফলে বাঙ্গালা ও মিথিলা উভয় প্রদেশের লোকেরাই বিদ্যাপতিকে নিজ জাতীয় কবি বলিয়া দাবী করেন।

শিবগীত

বিদ্যাপতি বাঙ্গালীদের নিকট সুপরিচিত হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে কেবল 'বৈষ্ণব কবি' বলিয়াই জানেন। কিন্তু বাস্তবিক বিদ্যাপতি অসাম্প্রদায়িক কবি ছিলেন। তাঁহার রাধাকৃষ্ণ-পদ যেরূপ বিশাল হরগৌরী-পদও সেইরূপ বিশাল। তিনি যে দুর্গার ভক্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু বিদ্যাপতির শিবগীতগুলি বাঙ্গালায় বৈষ্ণব-পদের ন্যায় লোকপ্রিয়তা লাভ করে নাই। অনেকে জানেনই না যে তাঁহার রচিত শিবগীত আছে। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বিদ্যাপতি পদাবলীর বিরাট সংগ্রহে সর্ব্বপ্রথম ৪৪টি শিবগীত বাঙ্গালা লিপিতে প্রকাশিত করেন। কিন্তু আমি কিছুকাল মিথিলায় বাস করিয়াই জানিতে পারি যে বিদ্যাপতির এরূপ আরও বহু শিবগীত এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ইহা জানিতে পারিয়া আমি ঐ সকল গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। এই সংগ্রহের কিছু অংশ "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" প্রকাশিতও হইয়াছিল।*

* ৫৩শ ভাগ, ১ম—৪র্থ সংখ্যা।

মিথিলায় শিবগীতগুলি 'নাচারী' ও 'মহেশবাণী' নামে পরিচিত। বিদ্যাপতির পরে সুবংশলাল, জয়মঙ্গল, পুলকিত, কুমর, মূসে প্রভৃতি কবিগণ আরও অনেক নাচারী রচনা করেন। বিবাহাদি উৎসব-উপলক্ষে মিথিলার স্ত্রীলোকেরা এইরূপ অনেক গীত গাহিয়া থাকেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও এরূপ অনেক গান জানেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইয়া এইগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত কতকগুলি আধুনিক নাচারী ও হিন্দী গানও পাওয়া যায়, সুতরাং কোন্‌টি যথার্থ বিদ্যাপতির রচনা, নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

বিদ্যাপতির কৃষ্ণগীত পড়িতে পড়িতে তাহার আদিরসের অতিরিক্ত মাধুর্য্যে যাহাদের মুখ বেশী মিঠা হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের কাছে এই শিবগীতের চাটনী ভাল লাগিবে আশা করি। তাঁহার রাধাকৃষ্ণপদে যেরূপ আদিরস ও করুণরসের প্রাধান্য সেইরূপ তাঁহার হরগৌরীপদে বাৎসল্য, করুণ, হাস্য ও অদ্ভুত রসের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। শিব বিবাহ করিতে আসিয়াছেন বুড়া বলদে চড়িয়া—তাঁহার হাতে ত্রিশূল, গলে রুদ্রমাল, পরণে বাঘছাল, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপিত ও সঙ্গে ভূতপ্রেত। এই অদ্ভুত বর দেখিয়া প্রতিবেশিনীগণ বড়ই কৌতুক অনুভব করিল এবং নানাভাবে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, আবার সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে ভয়ে পলাইয়া গেল। কিন্তু ভোলানাথ আপন ভাবে বিভোর—তাহাদের উপহাসে মোটেই লজ্জিত হইলেন না। কবি মহাদেবের বেশভূষা ও গতিবিধি লইয়া রঙ্গরস করিতেছেন, কিন্তু তিনিই যে গৌরীর আরাধ্য দেবতা ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তাহা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন—"গৌরী উচিত বর পাওল", "ইহো থিকা ত্রিভুবননাথ" ইত্যাদি।

বরের রূপগুণ দেখিয়া এবং আদরের মেয়ে গৌরীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাতা মেনকার বিলাপ বড়ই হৃদয়স্পর্শী—

> কথি লে গৌরী হমর কোখি জনমলি, কথি লে ভেল বিয়াহ গে মাই।
> দুধ পিয়ায় গৌরী ধিয়া পোসলহুঁ, রহতহুঁ আশ লগায় গে মাই॥
> কমলক ফুল সন গৌরী হমর ছথি সভকক প্রাণ আধার গে মাই।
> সো গৌরী কোনা তপোবন জায়তী, মরব জহর বিষ খায় গে মাই॥

শিবের মা, বাপ, ভাই কেহই নাই, গৌরী শ্বশুরালয়ে গিয়া কিরূপে দিন কাটাইবে ?—

> হর কে মায় বাপ নহি থিকইন নহি ছৈন সোদর ভায়।
> মোর ধিয়া জে সাস্থর জায়তী বৈসতী ককর লগ জায়॥
> আবার, ঘর নহি ধন নহি ভাই সহোদর জাতিক কোন বিচার।…
> সাস্থ সস্থর স্থখ নে জানতী উপরাগ স্থনি নিত কানতী।

শঙ্করের ঘরে গিয়া পার্ব্বতীর কিরূপ অবস্থা হইল, তাহা কবি একটি করুণ গানে স্থন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শিব ভিক্ষা মাগিয়া সামান্ত কিছু ধান আনিয়াছিলেন। ব্যাঘ্রচর্ম্মে তাহা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও বৃষ খাইয়া ফেলিয়াছে। ভাতের জল চড়াইয়া দিয়া গৌরী চাউল ধার করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু নগরের লোক এমনই যে কেহ ধারও দিল না। সন্ধ্যার সময় যখন সদাশিব আসিবেন, তখন কি দিয়া বুঝাইবেন ?—

> মাঁগি চাঁগি লায়লা সদাশিব তামা দুই ধান,
> বাঘছাল দেলৈহ্নি পসারি সেহে বসহা খুঁজি খায়ল হে।
> অদহন দেলৈহ্নি চড়ায় পাঁইচ লারয় গেলী হে
> কেহন নগরকের লোক কি পাইচ নহি দেলক হে।
> অদহন দেলৈহ্নি উতারি বৈসলি মন ভারিয়ে হে
> সাঁঝখন আওতা সদাশিব কিলয় বুঝায়ব হে।

সাংসারিক দুরবস্থা দেখিয়া পার্ব্বতী শিবকে কৃষিকর্ম্ম করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সংসারে অনভিজ্ঞ ও নির্লিপ্ত সদাশিব কিরূপে সব কাজ পণ্ড করিয়া ফেলিলেন, তাহাও দুই-একটি হাস্যরসপূর্ণ গানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু কবি ভোলেন নাই যে শঙ্করের এই দারিদ্র্য সম্পূর্ণ তাঁহার নিজেরই ইচ্ছাকৃত। তিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী দাতা,—বাস্তবিক তাঁহার কোনই অভাব নাই।

> মোর নিরধন ভোরা, আপনে ভিখারী বিলহ নহি থোড়া।
> করি কচোরা হর ঈশ্বর বোলাবে ভগত জন সবে কোটি কোটি দেবে।
> সবকেঁ ওঢ়াবে ভোলা সাত সাত দোসালরা আপ ওঢ়ে মৃগছালরা
> সবকেঁ খিলাবে ভোলা পাঁচ পাক বনরা আপ খায় ভাঙ্গ ধতুররা।

ভাষা ও বানান

যে সকল বাঙ্গালী পাঠক বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে পরিচিত আছেন তাঁহারা দেখিবেন যে শিবগীতের ভাষা তাহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ধরনের। কৃষ্ণগীতের ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার মত কিন্তু শিবগীতের ভাষা বিশুদ্ধ মৈথিলী। মৈথিলী ভাষা প্রায় বাঙ্গালার মতই এবং পাঁচশত বৎসর পুর্ব্বে উহাদের পার্থক্য আরও কম ছিল। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির কৃষ্ণগীতের ভাষা অনেকটা বিকৃত ও বঙ্গভাবাপন্ন (Bengalicised) হইয়া গিয়াছে। তবে নগেন্দ্রবাবু মিথিলায় প্রচলিত বিশুদ্ধ পাঠের যে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে বিশেষ প্রভেদ ধরা পড়িবে না। মিথিলায় প্রচলিত পাঠ—'হমর দুখক নহি ওর' বাঙ্গালায় 'আমার দুখের নাহি ওর' হইয়া গিয়াছে। মিথিলায় প্রচলিত কৃষ্ণগীতেরও কিছু শব্দ যথার্থ বাঙ্গালা (যথা, ভাকে ডাহুকী)। ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে—(১) বিদ্যাপতির উপর জয়দেবের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা প্রভাব পড়িয়াছিল; অথবা (২) বর্ত্তমান মৈথিল পাঠ বহুলাংশে বাঙ্গালা পুঁথিদৃষ্টে পুনর্লিখিত। আবার, মৈথিলী লিপি প্রায় বাঙ্গালার সমান হইলেও আজকাল মৈথিলী লিপিতে লিখিত পুঁথি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। আধুনিক মৈথিলী ভাষার পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকে প্রায় দেবনাগরী লিপিই ব্যবহৃত হয়। ফলে শিবগীতগুলির ভাষাও অনেকটা হিন্দী-ভাবাপন্ন (Hindicised) হইয়া গিয়াছে। হিন্দীতে ঈ-কার ও উ-কারের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। তাই 'দুই' স্থলে 'দুঈ', 'নহি' স্থলে 'নহীঁ', 'চললি' স্থলে 'চললী' পাঠ নাগরী পুস্তকে দেখা যায়। 'গঙ্গা', 'কণ্ঠ', 'অন্ত', শম্ভু' প্রভৃতি স্থলে 'গংগা', 'কংঠ', 'অংত', 'শংভু', প্রভৃতি লিখাও নাগরীর রীতি। আবার বাঙ্গালা পুস্তকে সংস্কৃত মূলানুযায়ী 'ভনহিঁ' স্থলে 'ভণহি' বা 'ভণয়ে', 'সুন্ন' স্থলে 'শুন্য', 'রুসল' স্থলে 'রুষল', 'তুঅ' স্থলে 'তুয়', 'জখন' স্থলে 'যখন' পাঠ দেখা যায়। মিথিলার প্রাচীন পুঁথিতে ণ, শ ও ষ-য়ের ব্যবহার অতি বিরল। তাই 'শিব' স্থলে 'সিব', 'নারায়ণ' স্থলে 'নরাএন' দেখা যায়। আবার 'বএস', 'জৌবন', 'সরীর' পাঠও আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সকল পুঁথিতে সামঞ্জস্য নাই। এজন্য এবং উপরোক্ত বানানগুলি বাঙ্গালা লিপিতে অত্যন্ত বিসদৃশ হইবে ভয়ে আমি তৎসম শব্দগুলির রূপ অবিকৃত রাখিলাম। অন্যান্য স্থলে আমি ঐ সকল পুঁথির বানানেরই অনুসরণ

করিয়াছি। **মৈথিলী ভাষাকে চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালা করি নাই।**

বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ-ব (w) নাই সুতরাং অসমীয়া অক্ষর দিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, যথা—বৃঢ়বা। আবার বাঙ্গালায় ন্+হ যুক্তাক্ষর নাই ; ঐ উচ্চারণ 'হ্ন' দিয়া লিখা হয়। ন্+হ যুক্তাক্ষর প্রেসে অপ্রাপ্য হওয়ায় উহার স্থলে 'হ্ন'ই ছাপা হইয়াছে, যথা—'করলন্হি' স্থলে 'করলহ্নি', 'আয়লন্হি' স্থলে 'আয়লহ্নি' ইত্যাদি। আশা করি ইহাতে পড়িতে কোনও অসুবিধা হইবে না।

উপসংহার

"বিদ্যাপতির শিবগীত" প্রস্তাবিত "মিথিলা গীতসংগ্রহ" সিরীজের প্রথম পুস্তক। অন্যান্য কবিদের শিবগীতের সংগ্রহও আমার কাছে আছে যাহা ভবিষ্যতে প্রকাশিত করার ইচ্ছা আছে। বর্ত্তমান পুস্তকের নাম "বিদ্যাপতির শিবগীত" হইলেও ইহাতে কিছু এরূপ গীতেরও সমাবেশ হইয়াছে যাহাতে বিদ্যাপতির নাম তো আছে কিন্তু যাহার ভাষা আধুনিক এবং ভাব নিম্নশ্রেণীর, সুতরাং বিদ্যাপতির রচনা হওয়া খুবই সন্দেহজনক। আবার শুদ্ধ শিবগীতের অতিরিক্ত কিছু গীতও এই সংগ্রহে দৃষ্ট হইবে যথা,—দেবীস্তব, গঙ্গাস্তব, রামগীত, বৃদ্ধাবস্থার গান, যোগ ও উচিতী। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা জামাতাকে বশ করিবার জন্য যে সকল গান গাহে তাহার নাম যোগ (অর্থাৎ জাদু) এবং জামাতার স্তুতির জন্য যে সকল গান গাহে, তাহার নাম উচিতী (অর্থাৎ উক্তি)। বহু যোগ ও উচিতী গানে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিক শিববিবাহ-সম্পর্কিত। লোকসাহিত্য-হিসাবে যে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালায় বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় পদাবলীর উৎকৃষ্ট সংগ্রহ কয়েকখানা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার শিবগীত বাঙ্গালায় প্রায় অজ্ঞাত। বিদ্যাপতির যে সব গান বঙ্গদেশে অজ্ঞাত তাহারই প্রচার করা এই সংগ্রহের মুখ্য উদ্দেশ্য। **তাঁহার আদিরসের বিশাল সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়া বৃদ্ধবয়সের উপযুক্ত এবং মৈথিল জীবনের নানা শুভকার্য্যে ব্যবহৃত বিধি-ব্যবহারের গান প্রচার করা ইহার অপর উদ্দেশ্য।** মৈথিলী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের সুবিধার জন্য কঠিন শব্দ ও বাক্যাংশের জন্য বাঙ্গালায় টীকা দেওয়া হইল।

যখন আমি মধুবনীতে ছিলাম তখনই ৩।৪ বৎসরের পরিশ্রমে আমি এই গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। এই গানগুলির কিছু তো পুরাতন পুঁথিতে পাইয়াছি, কিছু আমার ছাত্রদের সাহায্যে গ্রামের বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোকদের কাছে পাইয়াছি, দুই-একটি গান এক অন্ধ ভিক্ষুকের কাছে পাইয়াছি এবং বাকীগুলি আধুনিক মুদ্রিত পুস্তকে পাইয়াছি। মুদ্রিত পুস্তকগুলি এই—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "মহাকবি বিদ্যাপতি", রামবৃক্ষ বেণীপুরী সম্পাদিত "বিদ্যাপতি", ভোল ঝা সম্পাদিত "মিথিলা গীত সংগ্রহ", রঘুবর সিংহ প্রকাশিত "মহেশবাণী", গঙ্গেশ ঝা সম্পাদিত "মহেশবাণী" এবং কালীকুমার দাস সম্পাদিত "মৈথিলী গীতাঞ্জলি"।*

আমার ইচ্ছা বিদ্যাপতির শিবগীতগুলি তাঁহার কৃষ্ণগীতের মতই বাঙ্গালায় প্রচলিত হয়। কিন্তু উহাদের সুর বাঙ্গালীদের নিকট অপরিচিত। এই সকল গানে নাচারী, ঐজন, তিরহুতি প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ সুর অবলম্বিত হয়। পরিশিষ্টে কয়েকটি গানের স্বরলিপি প্রদত্ত হইল।

গাঙ্গেয়া,
২০ কার্ত্তিক, ১৩৬৬।

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

---

* মধুবনীর নিকটবর্ত্তী ভক্তী গ্রাম নিবাসী ৺কালীকুমার দাস মৈথিলবাচস্পতি মহাশয় আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং "কুমর" ভণিতায় অনেক মৈথিলী গান রচনা করিয়াছেন।

সূচীপত্র

বিদ্যাপতির শিবগীত

১। যুগল স্তব

(১) অর্দ্ধনারীশ্বর স্তব

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি।
জয় অধ পুরুষ জয়তি অধ নারী॥
আধ ধৱল তনু আধা গোরা।
আধ সহজ কুচ আধ কটোরা॥
আধ হাড়মাল আধ গজমোতী।
আধ চানন সোভে আধ ৱিভূতি॥
আধ চেতন মতি আধা ভোরা।
আধ পটোর আধ মুঞ্জ ডোরা॥
আধ যোগ আধ ভোগ ৱিলাসা।
আধ পিধান আধ নগ ৱাসা॥
আধ চন্দ আধ সিন্দুর শোভা।
আধ ৱিরূপ আধ জগ লোভা॥
ভনে কৱিরঞ্জন ৱিধাতা জানে।
দুই কএ বাঁটল এক পরানে॥

(১) অধ = আধ = আধা। কটোরা = বাটী অর্থাৎ বাটীর ন্যায়। চানন = চন্দন। ভোরা = ভোলা, বিভোর। পটোর = পট্টবস্ত্র। মুঞ্জ ডোরা = মুঞ্জ ঘাসের ডোরা বা কটিবন্ধ। ৱিরূপ = বিরূপাক্ষ। কৱিরঞ্জন = বিদ্যাপতির উপাধি। কএ = কায়ে।

(২) হরিহর স্তব

ভল হরি ভল হর ভল তুঅ কলা।
খনে পীতবসন খনহিঁ বঘছলা॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি।
খনে শঙ্কর খনে দেব মুরারি॥
খনে বৃন্দাবন চরাইয় গায়।
খনে ভীখ মাঁগথি ডমরু বজায়॥
খনে যমুনাতট লেথি মহাদান।
খনে ঝাড়ীখণ্ড মেঁ ধরথি ধেয়ান॥*
এক শরীর লেল দুই বাস।
খনে বৈকুণ্ঠ খনহিঁ কৈলাস॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী।
জো নারায়ণ সো শূলপাণি॥

(২) ভল=ভাল। তুঅ=তোমার। কলা=কৌশল, লীলা। খন=ক্ষণে, কখনও। বঘছলা=বাঘছাল। ঝাড়ীখণ্ড=ছোটনাগপুর, ৺বৈদ্যনাথ এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাকে ঝাড়ীখণ্ডনাথ বলে।

২। দেবী স্তব

(৩)

জয় জয় ভৈরবী অসুর ভয়াউনি পশুপতি ভাবিনী মায়া।
সহজ সুমতি বর দিঅও গোসাউনি অনুগতি গতি তুঅ পায়া॥
বাসর রৈনি শবাসন শোভিত চরণ চন্দ্রমণি চূড়া।
কতওক দৈত্য মারি মুঁহ মেলল কতও উগিলি কৈল কূড়া॥

---

* খনে গোবিন্দ ভয় লিয় মহাদান।
খনহিঁ ভসম ভরু কাঁখ বোকান॥ (ইতি পাঠান্তর)
ভয়=হইয়া। কাঁখ=কাঁধ। বোকান=ঝোল।

সাঁবর বরণ নয়ন অনুরঞ্জিত জলদ যোগ ফুল কোকা।
কট কট বিকট ওঠপুট পাঁড়রি লিধুর ফেন উঠ ফোকা॥
ঘন ঘন ঘনয় ঘুঘুর কত বাজয় হন হন কর তুঅ কাতা।
বিদ্যাপতি কবি তুঅ পদ সেবক পুত্র বিসরু জনু মাতা॥

(৩) ভয়াউনি=ভীতিজনক। গোসাউনি=গোস্বামিনী, দেবী। ভাবিনী=পত্নী। সহজ……পায়া=তোমার শরণই আমার গতি, বর দাও যেন স্বাভাবিক সুগতি হয়। রৈনি=রজনী। বাসর রৈনি=দিনরাত। কতওক=কত। মেলল=নিক্ষেপ করিল। উগিলি কৈল কূড়া=উদ্গিরণ করিয়া জড় করিল। সাঁবর=শ্যামল। কোকা=কোকনদ। জলদ……কোকা=যেন মেঘে পদ্ম ফুটিয়াছে। ওঠপুট=ওষ্ঠপুট। পাঁড়রি=পটলবর্ণ। লিধুর=রক্ত। ফোকা=ফোস্কা, বুদ্বুদ। ঘুঘুর=ঘুঙুর। কাতা=খড়্গ। জনু=না। বিসরু জনু=বিস্মৃত হইও না।

(৪)

জয় জয় ভগবতী জয় মহামায়া।
ত্রিপুর সুন্দরি দেবি করু দায়া॥
দালিম কুসুম সম তুঅ তনু ছবি।
তখনে উদিত ভেল জনি রবি॥
ধনুশর পাশ অঙ্কুশ হাথ।
তেতিস কোটি দেব নাবমাথ॥
চন্দিন উপমা ন পাও।
কামরমণী দাসীপদ দাও॥

(৪) দায়া=দয়া। ছবি=রং, ছটা। জনি=যেন। নাবমাথ=নতমস্তক। চন্দিন=চাঁদ। কামরমণী……দাও=(তোমার রূপ) কামপত্নী রতিকে দাসী পদ দান করে।

(৫)

জয় জয় ভগবতী ভীমা ভবানী।
চারি বেদে অবতরু ব্রহ্মবাদিনী॥

হরিহর ব্রহ্মা পুছইত ভরমে।
একও ন জানে তুঅ আদি মরমে॥
ভনই বিদ্যাপতি রায় মুকুটমণি।
জীরও রূপনারায়ণ নৃপতি ধরণী॥

(৫) অবতরু=অবতীর্ণ হইয়াছে। পুছইত ভরমে=জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়। একও=একজনও। মরমে=মর্ম্ম, তত্ত্ব।

(৬)

বিদিতা দেবী বিদিতা হো অবিরল কেশ সোহন্তী।
একানেক সহস কো ধারিণী অরিরঙ্গা পুরনন্তী॥
কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅ উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবিমণ্ডল পরচণ্ড কহিঅ গঙ্গা কহিঅ পানী॥
ব্রহ্মা ঘর ব্রহ্মাণী কহিঅ হর ঘর কহিঅ গোরী।
নারায়ণ ঘর কমলা কহিঅ কে জানে উতপতি তোরী॥
বিদ্যাপতি কবিবর ইহো গাওল যাচক জনকে গতি।
হাসিনী দেবী পতি গরুড় নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি।

(৬) বিদিতা=প্রকাশমানা, জ্ঞাতা। হো=হও। সোহন্তী=শোভমানা। অবিরল=ঘন। একানেক=একে অনেক। সহস=সহস্র। অরিরঙ্গা=শত্রুর যুদ্ধক্ষেত্র। পুরনন্তী=পূর্ণকারিণী। উজ্জল=সাদা। বাণী=সরস্বতী। পরচণ্ড=প্রচণ্ড। উতপতি=উৎপত্তি। যাচক……নরপতি=হাসিনী দেবীর পতি রাজা গরুড় নারায়ণ দেবসিংহ যাচকগণের গতি।

(৭)

আদি ভবানি বন্দি তুঅ পাএ।
তুঅ সুমিরত তুরত দুখ জাএ॥
সিংহ চঢ়লি মৈয়া যোগিনী বেশ।
বাঘছাল পহিরন লেল পরিবেশ॥
সিংহ চঢ়লি মৈয়া পৈসলি রণ ধায়।
তথমুক কহিনী কহল ন জায়॥

বাম লেল খপর দহিন লেল কাঁতি।
বধয় চললি অসুর নিশি রাতি॥
মারল অসুর গাঁথল গ্রিবহার।
বিছি বিছি পহিরল রুণ্ডক মাল॥
রক্তে ভিজলি মৈয়া মারলি অসুর।
জঙ্ঘে পুঞ্জু জাঙ্ঘ সারি পৈর নূপুর॥
চুহ চুহ শোণিত পীউল লক্ষ ধার।
দস্তক শব্দে মহিমা অপার॥
কছনী কাছি মৈয়া ভাউরি দেলি।
অঙ্গুঠাক শব্দ মেদিনী টরি গেলি॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি কালীক কেলি।
সদা রহব মৈয়া দাহিন ভেলি॥

(৭) পাএ = পা। সুমিরত = স্মরণ করিতে। পহিরন = পরিধান।- পরিবেশ = প্রবেশ। পৈসলি = প্রবেশ করিল। খপর = খর্পর। কাঁতি = খড়্গ। গ্রিবহার = গ্রীবার হার। জঙ্ঘে পুঞ্জু জাঙ্ঘ = তোমার জঙ্ঘাদেশে (অসুরদের) জঙ্ঘাসকল পুঞ্জীকৃত (?)। পীউল = পান করিল। কছনী কাছি = কাপড়ের আঁচল কাছিয়া। ভাউরি = যুদ্ধে ভ্রমণ। টরি = টলিয়া। দাহিন ভেলি = কৃপালু হইয়া (দাহিন <দক্ষিণা)।

(৮)

কোন্ ফুল হরিঅর কোন্ ফুল লাল।
কোন ফুল গাঁথব কালী গ্রিবহার॥
বেলি ফুল হরিঅর চামেলী ফুল লাল।
ওঢ়ুল ফুল গাঁথব কালী গ্রিবহার॥
সেহো ফুল পহিরথু কালিকা দেবী।
সেবকে আশীষ দেথু॥
পহিরি ওঢ়িয় মৈয়া ভয় গেলি ঠাম।
সূর্য্যক জ্যোতি মলিন ভেল জায়॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি কালীক কেলি।
সদা রহব মৈয়া দাহিন ভেলি ॥

(৮) হরিস্বর = হরির্বর্ণ। ওড়ুল = রক্তজবা। পহিরথু = পরুন।

(৯)

কনকভূধরশিখরবাসিনি চন্দ্রিকাচয়চারুহাসিনি
দশনকোটিবিকাশবঙ্কিমতুলিতচন্দ্রকলে।
ক্রুদ্ধসুররিপুবলনিপাতিনি মহিষশুম্ভনিশুম্ভঘাতিনি
ভীতভক্তভয়াপনোদনপাটলপ্রবলে ॥
জয় দেবি দুর্গে দুরিতহারিণি দুর্গমারিবিমর্দ্দকারিণি
ভক্তিনম্রসুরাধিপমঙ্গলায়তরে।
গগনমণ্ডলগর্ভগাহিনি সমরভূমিষু সিংহবাহিনি
পরশুপাশকৃপাণশায়কশঙ্খচক্রধরে ॥
অষ্টভৈরবীসঙ্গশালিনি সুকররুত্তকপালকদম্বমালিনি
দনুজশোণিতপিশিতবর্দ্ধিতপারণারভসে।
সংসারবন্ধনিদানমোচিনি চন্দ্রভানুকৃশাণুলোচিনি
যোগিনীগণগীতশোভিতনৃত্যভূমিরসে ॥
জগতপালনজননমারণরূপকার্য্যসহস্রকারণ
হরিবিরিঞ্চিমহেশশেখরচুম্ব্যমানপদে।
সকলপাপকলাপরিচ্যুতি সুকবিবিদ্যাপতিকৃতস্তুতি
তোষিতশিবসিংহভূপতিকামনাফলদে ॥

(৯) কনকভূধর = সুমেরুপর্ব্বত। শায়ক = বাণ। পাটল = পটু। পিশিত = মাংস। দশনকোটি = দন্তপংক্তি। মঙ্গলায়তরে = মঙ্গলের আলয়। কৃশাণু = অগ্নি। বিরিঞ্চি = ব্রহ্মা। পরিচ্যুতি = মুক্তি। ভণিতাতে বিদ্যাপতির নাম থাকিলেও লোচনকৃত "রাগতরঙ্গিণী"তে ইহা বিদ্যাপতির পুত্রবধূ চন্দ্রকলা রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৩। গঙ্গাস্তব

(১০)

কত সুখসার পাওল তুঅ তীরে।
ছোড়ৈত নিকট নয়ন বহ নীরে ॥
কর জোড়ি বিনমওঁ বিমলতরঙ্গে।
পুনি দরসন হোয় পুনমতি গঙ্গে ॥
এক অপরাধ ছমব মোর জানী।
পদ পরসল মাতু তুঅ পানী ॥
কি করব জপ তপ যোগ অরু ধেয়ানে।
জনম কৃতারথ এক হি সনানে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সমদৌ তোহি।
অন্তকালে জনু বিসরব মোহি ॥

(১০) বহ নীরে = জল বহে। বিনমওঁ = বিনয় (প্রার্থনা) করি। ছমব = ক্ষমা করিবে। কৃতারথ = কৃতার্থ। সনানে = স্নানে। সমদৌ = প্রার্থনা করি। জনু = না।

(১১)

সুরসরি সেবি মোর কিছুও ন ভেলা।
পুনমতি গঙ্গা ভগীরথ লয় গেলা ॥
জখন মহাদেব গঙ্গা কয়ল দানে।
সুন ভেল জটা ও মলিন ভেল চানে ॥
উঠবহ বনিয়া তেঁ হাট বজারে।
এহি পথ আওতা সুরসরি ধারে ॥
ছোট মোট ভগীরথ ছিতনী কপারে।
সে কোনা লওতাহ সুরসরি ধারে ॥
বিদ্যাপতি ভন বিমলতরঙ্গে।
অন্তে শরণ দেব পুনমতি গঙ্গে ॥

(১১) সুরসরি = সুরসরিৎ, গঙ্গা। পুনমতি = পবিত্র। কয়ল = করিলেন। সুন = শূন্য। চানে = চন্দ্র। উঠবহ = উঠাও। বনিয়া = বণিক। আওতা = আসিবেন। ধারে = ধারা। ছিতনী কপারে = চেপ্টা মাথা। লওতাহ = লইয়া আসিবে।

(১২)

পুনিত গঙ্গাজী লয় ভগীরথ বেহাল।
জয় জয় গঙ্গাজীক ধার।
কেও নীপে আগুপাছু কেও পছুআর
ভগীরথ নীপৈত ছথি শিবক দুয়ার।
কেও জোহে অক্ষত চন্দন কেও বেলপাত
ভগীরথ জোহৈত ছথি শিবজীক লাত।
কানি কানি ভগীরথ গঙ্গা মাঁগি লেল
হঁসি হঁসি শিবজী জটা ফোলি দেল।
সমটু সমটু বস্ত্র বনিয়া হো বেকাল
এহি বাটে আওতী সুরসরি ধার।
আগাঁ আগাঁ ভগীরথ দৌড়ল জাথি
পাঁছা পাঁছা সুরসরি সসরল জাথি।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু হে মহেশ
একবার হেরহু মিটত কলেশ।

(১২) বেহাল = বিব্রত। নীপে = লেপে। জোহে = জুটায়। লাত = পদ। কানি কানি = কোনরূপে। ফোলি = খুলিয়া। সমটু = সামলাও। বাটে = পথে। কলেশ = ক্লেশ।

(১৩)

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসসুবাসিনি সাগরনাগরগৃহবালে।
পাতকমহিষবিদারণকারণ ধৃতকরবালবীচিমালে॥
জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে শরণাগতভয়ভঙ্গে॥
সুরমুনিমনুজরচিত পূজোচিতকুসুমবিচিত্রিততীরে।
ত্রিনয়নমৌলিজটাচয় চুম্বনভূতিভূষিতসিতনীরে॥
হরিপদকমলজনিতমধুসোদর পুণ্যপুণিতসুরলোকে।
প্রবিলসদমরপুরীপদদান বিধানবিনাশিতশোকে॥

সহজদয়ালুত্যাপাতকীজন নরকবিনাশনিপুণে।

রুদ্রসিংহনরপতিবরদায়ক বিদ্যাপতিকবিভণিতগুণে॥

(১৩) সাগরনাগর = সাগররূপীনাগর। বীচি = ঢেউ। মৌলি = মস্তক। ভূতি = বিভূতি। সিত = শুভ্র। মধুসোদর = মধুর সমান। প্রবিলসদ = বিলাসময়। ভাষা হইতে মনে হয় যে এই গানও চন্দ্রকলার রচিত।

৪। শিবস্তব

(১৪)

শিব হো উতরব পার কোন বিধি।

লোঢ়ব কুসুম তোড়ব বিলুপাত পুজব সদাশিব গৌরীক সাথ।

বসহা চঢ়ল শিব ফিরথি মশান ভঙ্গিয়া জঠর দরদহুঁ ন জান।

জপ তপ নহি কৈলহু নিত দান বীত গেলা তীন পণ করইত আন।

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ মহেশ নিরধন জানি হরহুঁ কলেশ।

(১৪) উতরব = উত্তীর্ণ হইব। লোঢ়ব = তুলিব। তোড়ব = ছিঁড়িব। বসহা = বৃষভ। ভঙ্গিয়া জঠর = পেটে ভাঙ্গ। বীত গেলা = অতীত হইয়া গেল। তীন পণ = তিন ভাগ। আন = অন্য (কাজ)। কলেশ = ক্লেশ।

(১৫) নাচারী

শিবশঙ্কর ভোলা।

দুখ মোরা হরি করু জপব মৈঁ তোরা।

আগরক উখরী চন্দন মুসরা।

গৌরা দাঈ কুটথি ভাঙ্গ ধথুরা॥

বড় রে জতন শিব সেবলহুঁ তোরা।

লছ অপরাধ ছমা করু মোরা॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু জগদম্বা।

এহি কালযুগ মেঁ তোহিঁ অবলম্বা॥

(১৫) অগর = অগুরু। উখরী = উদূখল। মুসরা = মূষল। গৌরা = গৌরী। দাঈ = মেয়ে। ধথুরা = ধুতুরা। লছ = লক্ষ। ছমা = ক্ষমা।

(১৬) মহেশবাণী

কখন হরব দুখ মোর, হে ভোলানাথ।
দুখহি জনম ভেল দুখহি গমায়ব
সুখ সপনহি নহি ভেল, হে ভোলানাথ।
আছত চানন অগর গঙ্গাজল
বেলপাত তোহি দেব, হে ভোলানাথ।
যদি ভবসাগর থাহ্ কতহুঁ নহি
ভৈরব ধরু কর আয়ে, হে ভোলানাথ।
ভন বিদ্যাপতি মোর ভোলানাথ গতি
দেহু অভয় বর মোহি, হে ভোলানাথ।

(১৬) গমায়ব=যাপিব। আছত=অক্ষত। থাহ্=থই। ভৈরব ধরু কর আয়ে=হে ভৈরব, আসিয়া আমার হাত ধর।

(১৭)

বম বৈদ্যনাথ সিংহেশ্বর ঈশ্বর আর্জী লিজে ঝট দৈ।
দাতা দিগম্বর ওঢ়ত বাঘাম্বর চঢ়ত বৈলপর ঝট দৈ।
ব্যাল বিশাল শোভন শির উপর গঙ্গা বহত হৈ লট দৈ।
খাক লপেটত জটা বঢ়াবত ডমরু বজাবত পট দৈ।
কুণ্ডী নিকালত সোঁটেসে কারত পিবত ভাঙ্গ ঘোরি ঘট দৈ।
জো জন তেরা নাম পুকারত রহা চলত হো ঝট দৈ।
কাহু রূপ ভক্তন উপর কাটহু সঙ্কট খট দৈ।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুহু শিবশঙ্কর এক বের হেরহু ঝট দৈ। *

(১৭) আর্জী লিজে=প্রার্থনা লউন। ঝট দৈ=শীঘ্র করিয়া। ওঢ়ত=পরেন। খাক লপেটত=ছাই মাখেন। কুণ্ডী=পাথরের বাটী। সোঁটেসে=ভাঙ্গ ঘোঁটা বেলের ডাল দিয়া। ঘোরি=ঘুঁটিয়া। পুকারত=ডাকে।

* এই গানটি আধুনিক ও নিম্নহস্তের রচনা বলিয়া মনে হয়।

(১৮)

তোঁহ প্রভু ত্রিভুবননাথ।
হম নিরুদেশ অনাথ॥
করম ধরম তপহীনে।
পড়লহ্ পাপ অধীনে॥
বেড় ভাসল মাঝ ধারে।
ভৈরব ধরু করুআরে॥
সায়র সম দুখভারে।
আবহ করিয় প্রতিকারে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভানে।
সঙ্কট করিঅ তরানে॥

(১৮) নিরুদেশ = নিরুদ্দেশ। বেড় = ভেলা, নৌকা। ধার = স্রোত। ভৈরব = হে মহাদেব। করুআর = নৌকার হাল। সায়র = সাগর।

(১৯)

শিব শঙ্কর হে
ভলি অহুগতি ফল ভেলা।
এতয়ে সঙ্গতি এতি পরতর কোন গতি
মনোরথ মনহি রহলা॥
তোঁহে হোয়ব পরসন পাওব অমোল ধন
জনম বহলি এহি আশে।
যমহু সঙ্কট সুহু উপেখি হলহ জহু
সেবলা হে বড় পরয়াসে॥
শ্রবণ নয়ন গেল তনু অরসন ভেল
যদি তোহে হোয়ব পরসনে।
কি করব তহিখনে হয় গজ মণি ধনে
ঝখইতে বেয়াকুল মনে॥
ইন চান গণ হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।

ভকতবছল প্রভু বাণ মহেশ্বর
ঈজানি কইলি তুঅ সেবা ॥
বিদ্যাপতি ভন পুরহ হমর মন
ছাড়ও যমক তরাসে ।
হরহ হমর দুখ তথিহু তোহর সুখ
সব হোয়ত তুঅ পরসাদে ॥

(১৯) এতয়ে=এখানে। এতি=এই। পরতর=পরত্র, পরকালে। পরসন=প্রসন্ন। অমোল=অমূল্য। বহলি=বহিল। যমহু সঙ্কট=মৃত্যুকালে। হলহ=যাইও। উপেখি হলহ জনু=উপেক্ষা করিয়া যাইও না। সেবলা=সেবা করিলাম। পরয়াসে=প্রয়াসে। তহিখনে=তখন। ঝখইতে=শোক করিতে। ইন চান গণ=ইন্দ্র, চন্দ্র ও গণপতি। দেবা=দেবতা। বছল=বৎসল। বাণ মহেশ্বর=বাণেশ্বর মহাদেব (ভেরবা গ্রামস্থিত)। ছাড়ও=ছাড়ুক। তথিহু=তাহাতে।

(২০)

এ হর গোসাএঁ নাথ তোহর শরণ কয়েলওঁ।
কিছু ন ধরব সবে বিসরব পছা জে জত কয়েলওঁ ॥
কপট মহ পড়ু কলেবর গিলল মদন গোহে।
ভাল মন্দ সবে কিছু ন গুনল জনম বহল মোহে ॥
কয়েল উচিত ভেল অনুচিত মনে মনে পছতাবে।
আবে কি করব শির পয় ধুনব গেল দিন নহি আবে ॥
অপথ পথে চরণ চলাবল ভকতি মন ন দেলা।
পরধনী ধন মানস বাঢ়ল জনম নিফলে গেলা ॥
চরিত চাতর মন বেয়াকুল মোর মোর অনুবন্ধা।
পুত কলত্র সহোদর বান্ধব অন্তকাল সবে ধন্ধা ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ শঙ্কর কইলি তোহর সেবা।
এতয়ে জে বরু সে বরু করব ওতয়ে শরণ দেবা ॥*

---

* ভন বিদ্যাপতি শুন্ন মহেসর তৈলক আন ন দেবা।
চন্দন দেবীপতি বৈদ্যনাথ গতি চরণ শরণ মোহি দেবা ॥ ইতি পাঠান্তর। তৈলক=ত্রৈলোক্যে। আন ন দেবা=অন্য দেবতা নাই।

(২০) গোসাএঁ=গোসাঁই। কয়েলওঁ=করিলাম। ন ধরব=ধরিবে না। সব বিসরব=সব বিস্মৃত হইবে। পছা=পূর্ব্বে। মহ=মধ্যে। গোহে=গ্রাহে, হাঙ্গরে। বহল=বহিয়া গেল। কয়েল=করিলাম। পছতাবে=পশ্চাত্তাপ। পয়=পায়ে। ধুনব=খুঁজিব। চলাবল=চালাইলাম। ভকতি=ভক্তিতে। পরধনী=পরস্ত্রী। চাতর=চাতুরীতে। অনুবন্ধা=চেষ্টা। পুত কলত্ত=পুত্রকলত্র। ধন্ধা=সংশয়। এতয়ে=এখানে, ইহকালে। জে বরু সে বরু করব=যাহা ভাল বোঝ করিও। ওতয়ে=ওখানে, পরকালে।

(২১) ঐজন

হর জনি বিসরব মো মমিতা।
হম নর অধম পরম পতিতা॥
তুঅ সন অধম উধার ন দোসর।
হম সন জগ নহি পতিতা॥
যম কে দ্বার জবাব কোন দেব।
জখন বুঝব নিজগুণ কর বতিয়া।
জব যমকিঁকর কোপি উঠাবত
তখন কে হোত ধরহরিয়া॥
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুনিতমতি।
শঙ্কর বিপরীত বাণী।
অশরণ শরণ চরণ শির নাবল।
দয়া করু দিঅ শূলপাণি॥

(২১) জনি=না। মো=আমার প্রতি। মমিতা=মমতা। সন=সমান। অধম উধার=অধমোদ্ধারী। কর বতিয়া=খোঁজ করিয়া। নিজগুণ কর বতিয়া=নিজের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কিঁকর=কিঙ্কর। ধরহরিয়া=রক্ষক। বিপরীত=বিপরীত স্বভাবের। নাবল=নত করিল।

(২২) ঐজন

হে হর জানি নে ভেল গরু দরবার॥
অশরণ শরণ ধয়ল হম তোহি।
তেঁ দিন দিন দুরগতি ভেল মোহি॥

অবলা জানি বিসরল মোর।
ভাঙ্গ খায় সুতলাহ ভোর॥
দাতা হমর সিংহেশ্বর নাথ।
তনিক সেবা কয় ভেলহুঁ সনাথ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ মহেশ।
আপন সেবককের মেটহ কলেস॥

(২২) গরু=গুরু, কঠিন। তেঁ=তাহাতে। খায়=খাইয়া। সুতলাহ ভোর=বিভোর হইয়া শুইলেন। তনিক=তাঁহার।

৫। গৌরীর পূর্ব্বরাগ

(২৩)

মাটি ভলি জোহিকহু আনলি বাণী।
শম্ভু আরাধয় চললি ভবানী॥
আক ধুথুর ফুল দেল মোয় জোহি।
জগত জননি ভব ছাড়ল মোহি॥
যমকিঙ্কর মোর কি করত অঙ্গে।
রহ অপরাধী বলিয় সঙ্গে॥
জে সব কয়ল হর সবে মোর দোষে।
সে সব কয়ল হর তোহরি ভরোসে॥
ভনই বিদ্যাপতি শঙ্কর সুনু।
অন্তকাল মোহি বিসরহ জনু॥

(২৩) মাটি ভলি=ভাল মাটি। জোহিকহু=খুঁজিয়া। বাণী=সরস্বতী। আক=অর্ক, আকন্দ। ধুথুর=ধুতুরা। জোহি=খুঁজিয়া। মোহি=আমাকে। বলিয়=বলী, শিব। ভরোসে=ভরসায়। রহ···সঙ্গে=আমি অপরাধী হইলেও শিবের সঙ্গেই থাকি। জে সব···ভরোসে=যাহা করিলাম সব আমার দোষ, সে সব তোমারই ভরসায় করিলাম।

(২৪)

অঞ্জলি ভরি ফুল তোড়ি লেল আনি।
শম্ভু আরাধয় চললি ভবানী॥
জাতি যূথী তোড়ল আওর বেলপাতে।
উঠিয় মহাদেব ভই গেল পরাতে॥
জখন হেরলি হরে তিনিহু নয়নে।
তাহি অবসর গোরী পীড়লি মদনে॥
করতল কাঁপু কুসুম ছিড়িয়াউ।
বিপুল পুলক তনু বসন ঝপাউ॥
ভল হর ভল গোরী ভল ব্যবহারে।
জপ তপ দূর গেল মদন বিকারে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ঈ রস গাবে।
হর দরসন গোরী মদন সঁতাবে॥

(২৪) তোড়ি=ছিঁড়িয়া। আরাধয়=আরাধনা করিতে। জাতি, যূথী =পুষ্পবিশেষ। তোড়ল=ছিঁড়িলাম। পরাতে=প্রাতঃকাল। তিনিহু= তিন। পীড়লি=পীড়িতা হইলেন। ছিড়িয়াউ=ছড়াইয়া পড়িল। ঝপাউ =ঢাকা দিলেন। গোরী=গৌরী। সঁতাবে=সন্তাপিত করে।

(২৫) নাচারী

মালা গাঁথু হে গৌরী।
বম্ভোলা কে পহিরাবন মালা গাঁথু হে গৌরী॥
নহি ঘর হম সূত চরখা কাটল নহি বাঁটল হম ডোরী।
পৈচ উধার কহাঁ সঁ লায়ব নহি ঘর দাম ন কৌড়ী॥
এক সৌ আঠ রুদ্রক মালা সউঁসে সর্পক ডোরী।
নিগু'ণ বাহু গেঁট দস বাহুল নাগ কেঁচকে ভূরী॥
মালা গাঁথি কয়ল তৈয়ারী লয় চলু শিবক দুয়ারী।
পারবতী পতি থিকা শিবশঙ্কর দেখি মাল মুস্কাই॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুহু এ মনাইন ইহ পদ থিক নিরবাণী। *
জাতি পাঁতি একো নহি হিনকা তীন ভুবন কে দানী॥

(২৫) পহিরাবন=পরাইতে। বাঁটল=পাকাইলাম। পৈচ উধার=ধার কর্জ্জ। কৌড়ী=কড়ি। সউসে=সমস্ত। গেঁট=গ্রন্থি। ফেঁচকে=ফণা। ভূরী=মালার প্রধান গ্রন্থি, যেখানে জপ শেষ হয়। মুস্থকাই=হাসিলেন। ইহ···নিরবাণী=ইহা নির্ব্বাণের বা মোক্ষের পদ। তীন=তিন (ত্রীণি)।

(২৬)

আজ অকামিক আয়ল ভেখধারী।
ভিখি ভুগুতি লয় চললি কুমারী॥
ভিখিয়া ন লেয় বঢ়ারয় রিষি।
বদন নিহারয় বিহুসি হসি॥
এহি ঠাম সখি সঙ্গে নিকহি অছলি।
বহি যোগিয়া দেখি মুরুছি পড়লি॥
দূর কর গুণপন অরে ভেখধারী।
কাঁ দিঠি আওল রাজকুমারী॥
কেও বোল দেখয়ে দেহে জনু কাহু।
কেও বোল ওঝা আনি চাহু॥
কেও বোল যোগী অহি দেহে দহু আনি।
হুনি কি অভয় বরু জীবও ভবানী॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি অভিমত সেবা।
চন্দল দেবীপতি বৈজল দেবা॥

(২৬) অকামিক=অকস্মাৎ। ভুগুতি=উপযোগী। রিষি=ঈর্ষা, রাগ। বিহুসি=মুচকি। নিকহি=ভালই। কাঁ=কেন। দিঠি আওল=দৃষ্টি দিতে আসিল। দেহে জনু=দিও না। হুনি কি অভয় বরু=উহার অভয় বরে। অভিমত সেবা=সেবাই আমার অভিমত। চন্দল=চণ্ডী। বৈজল=বৈদ্যনাথ।

* "ভনহিঁ নান্দীপতি···" ইতি পাঠান্তর।

(২৭)

আগে মাই, আজু আচম্বিত আয়লাহ ভেখধারী ॥
আগে মাই, ভিখিও নে লেয় যোগী মুখ হু নে বাজে।
ঘুমি ঘুমি আরে যোগী ধ্যান লগারে ॥
এহিখন গৌরী হসইত ছলি।
আগে মাই, যোগী মুখ দেখিয়ে খস্থ মূরছলি ॥
আগে মাই, কেও কহে ওঝা গুণী আনি দেখাও।
কেও কহে যোগীয়হি বান্হি নচাও ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি স্থনিয়ে মনাইনি।
ইহো নহি যোগী থিক ত্রিভুবন দানী ॥

(২৭) আগে = ওগো। আগে মাই = মা গো। ভিখি = ভিক্ষা। ঘুমি = ঘুরিয়া। মুখহু নে বাজে = মুখেও (কিছু) বলে না। ধ্যান = মনোযোগ। হসইত ছলি = হাসিতেছিল। খস্থ মূরছলি = মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বান্হি = বাঁধিয়া। মনাইনি = মেনকা। থিক = হন। বোধ হয় ইহা ২৬নং গানের আধুনিক রূপ।

(২৮)

এতয় কতয় আয়ল যতি গোরী অছ তপে।
রাজরে কুমারী বেটী ডরব দেখি সাপে ॥
তোড়ব মোয় জটাজুট ফোড়ব বোকানে।
হটল ন মান যতি হোয়ত অপমানে ॥
তিন্হ নয়ন হর বিষম জর দহন্থ।
উমা মোরি নন্থমি হেরহ জন্থ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি স্থন জগমাতা।
ওনহি উমত ত্রিভুবন দাতা ॥

(২৮) এতয় কতয় = এখানে কোথায়। অছ = আছে। তোড়ব, ফোড়ব = ছিঁড়িয়া দিব। বোকান = ঝুলি। হোয়ত = হইবে। তিন্হ = তিন। জর দহন্থ = জ্বালা জ্বলিতেছে। নন্থমি = ছোট মেয়ে। হেরহ জন্থ = দেখিও না। উমত = উন্মত্ত।

(২৯)

পাহুন আয়ল ভবানী বাঘছাল।
বইসয় দিঅ আনি ॥
বসহা চঢ়ল শিব বূঢ় আবে।
ধথুর গজায় ভোজন হুনি ভাবে ॥
ভসম বিলপিত অঙ্গে।
জটা বসথি শিব স্থরসরি গঙ্গে ॥
হাড়মাল ফণিমাল শোভে।
ডমরু বজাও হর যুবতীক লোভে ॥
বিদ্যাপতি কবি ভানে।
ওনহি বূঢ়বা জগত কিসানে ॥

(২৯) পাহুন=অতিথি। বসহা=বৃষ। চঢ়ল=চড়িয়া। আবে=আসিয়াছে। গজায়=গাঁজা। হুনি=উহার। ভাবে=রুচে। স্থরসরি=গঙ্গা। জগত কিসানে=জগতের কৃষক অর্থাৎ স্থষ্টিকর্তা।

(৩০)

দৌড়ি দৌড়ি ফিরতি ব্যাকুল গৌরী।
ইহি পথ দেখল যোগী দিগম্বর হে ॥
দেখৈত বূঢ় সন বসৈত সভক মন।
হসি হসি ডমরু বজাওত হে ॥
দেখলোঁ মৈঁ দেখলোঁ বহীরে কৈলাস রে।
কি ত্রিশূল গলা রুদ্র মালা হে ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি স্থন্থ গৌরী পারবতী।
শিব জোঁ প্রকট ভেল গৌরীকে ধ্যানে হে ॥

(৩০) বসৈত সভক মন=সকলের মন বসে অর্থাৎ আকৃষ্ট হয়

(৩১)

এ মা কহয়ে মোয় পুছো তোহি।
ওহি তপোবন তপসী ভেটল
কুস্থম তোড়য় দেল মোহি ॥

আঁজলি ভরি কুসুম তোড়ল
জে জত অছল জহা।
তীন নয়নে খনে মোহি নিহারয়
বইসলি রহলি জহা॥
গরা গরল নয়ন অনল
শির সোভইহি শশী।
ডিমি ডিমি কর ডমরু বাজয়
এ হে আয়ল তপসী॥
শির সুরসরি ভ্রমু কপালা
হাথ কমণ্ডলু গোটা।
বসহ চঢ়ল আয়ল দিগম্বর
বিভূতি কয়ল কোঁটা॥
ভন বিদ্যাপতি সামিক নিন্দা
ন কর গৌরী মাতা।
তোহর সামী জগত ঈসর
ভুগুতি মুকুতি দাতা॥

(৩১) কহয়ে=কহ, বল। মোয়=আমি। তোহি=তোমাকে। মোহি=আমাকে। আঁজলি=অঞ্জলি। নিহারয়=দেখে। গরা=গলায়। সোভইহি=শোভা পাইতেছে। বিভূতি=ভস্ম। সামিক=স্বামীর।

(৩২) ঐজন

জোগিয়া এক হম দেখল গে মাই।
অদ্‌ভুত রূপ মোহি কহলো নে জাই॥
পাঁচ বদন তীন নয়ন বিশালা।
বসন বিহুন ওঢ়ন বাঘছালা॥
শির শোভে গঙ্গ তিলক সোভে চন্দা।
হরিয় সরূপ মেটল দুখ দন্দা॥

জাহি জোগিয়া লয় রহলি ভবানী।
সেহ আনল বর কোন গুণ জানি ॥ *
কুল নহি শিল নহি তাত মাহতারী।
বয়স দিনক থিক লছ যুগ চারি ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু মনাইনি।
এহো জোগিয়া থিক ত্রিভুবন দানী ॥

(৩২) কহলো নে জাই = কহা যায় না। বিহন = বিনা। গুচন = পরণে। দন্দা = দ্বন্দ্ব, সংশয়। তাত মাহতারী = পিতামাতা। লছ = লক্ষ। মনাইনি = মেনকা।

(৩৩)

জোগিয়া মন ভাবই হে মনাইনি ॥
আয়লা বসহা চঢ়ি বিভূতি লগায় হে।
মন মোর হরলহ্নি ডমরু বজায় হে ॥
সুন্দর গাত অজরপতি সে নাহে।
চিত সৌঁ নহি ছুটথি জানথি কিছু টোনা হে ॥
তীনি নয়ন এক অগনিক জালা হে।
মাল তিলক চান ফটিক ক মালা হে ॥
ওহে সিংহেশ্বর নাথ থিকা মোর পতি হে।
বিদ্যাপতি কহ মোর গৌরী হর গতি হে ॥

(৩৩) ভাবই = ভাল লাগে। গাত = গাত্র। অজরপতি = দেবপতি, মহাদেব। নাহে = নাথ। টোনা = গুণ, জাদু। চিত সৌঁ…টোনা হে = চিত্ত হইতে ছুটিতেছে না, সে কি কিছু জাদু জানে? তীনি = তিন (ত্রীণি)। অগনিক = আগুনের।

---

* এই পংক্তির কয়েকটি পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—
(১) মন আনল বর কোন গুণ জানি। (মন = মৈনাক)
(২) সেহ জোগিয়া মাই আহি তুলানী। (অর্থাৎ আসিয়া হাজির)
(৩) সেহ জোগিয়া কে আয়ল জানি।
"সুনু মনাইনি" স্থলে "সুনু ভবানী" পাঠও আছে।

(৩৪)

বসি ভেলী ভবানী জোগিয়া সঁ নৌরঙ্গিয়া সঁ ॥
ছোটী মোরি গৌরী কহল নহি মানথি।
হাসথি খেলথি সঙ্গ সাথিয়া সঁ।
কানথি খিজথি মায় মনাইনি।
কোন যোগ লাগল তপসিয়া সঁ ॥
অন্নো নহি খাথি নিন্দো নহি স্থতথি।
কিয়ে বিধি লিখল মোরা ধিয়া সঁ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি স্থনিয়ে মনাইনি। *
গৌরীকে মন বসি বুঢ়বা সঁ ॥

(৩৪) বসি ভেলি = মন বসিয়া গেল। নৌরঙ্গিয়া = নবরঙ্গী, রসিক। সঁ = সহিত। কানথি = কাঁদে। খিজথি = শোক করে। নিন্দ = নিদ্রা। নিন্দো নহি স্থতথি = নিদ্রাও যায় না। ধিয়া = মেয়ে (আদরে), দুলালী। মনাইনি = মেনকা।

(৩৫)

আগে মাই, স্বরসরি তীর যোগী এক বৈসল
নাম ছৈহ্নি তনিক মহেশ।
তনিকর ঘটনা বেরি বেরি অবইন
কহইত বর বর ভেষ ॥
আই হে মাইগণ হে পড়োসিন
নারদ লাইয় বজায়।
কি আই হুনকর কুল মূল থিকহ্নি
সে সব কহথ্ বুঝায় ॥
সম্পতি মেঁ এক বুঢ় বড়দ ছৈহ্নি
তুজে ছৈহ্নু ভাঙ্গক ঝোরি।
কে নহি জানথি মহীতল হর থিকা
নহি ছৈহ্নু তাত মাহতারী ॥

* "স্ববংশলাল ভন···" ইতি পাঠান্তর।

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুহু এ মনাইনি
গাইনী লারিয় বজায়।
শুভ শুভ কয় গৌরী বিবাহিঅ
গাইয় মঙ্গল জায়॥

(৩৫) সুরসরি=গঙ্গা। বৈসল=বাস করে, বসতি স্থাপন করিয়াছে। ছৈহ্নি=হয়। ঘটনা=ঘটকালী, বিবাহের সম্বন্ধ। বেরি বেরি=বার বার। অবইন=আসিতেছে। বর=সুন্দর। ভেষ=বেশ। পড়োসিন=প্রতি-বেশিনী। বজায়=ডাকিয়া। হুনকর=উহার। থিকহ্নি=হয়। কহথু=বলুক। দুজে=দ্বিতীয়, দুই নম্বর। ঝোরি=ঝুলি। গাইনী=গ্রামিণী বা গায়িকা। লারিয় বজায়=ডাকিয়া আন। জায়=যাইয়া।

৬। শিব-বিবাহ

(৩৬) মহেশবাণী

বিবাহ চলল শিব শঙ্কর হর বঙ্কর।
ডমরু লেল কর লায় বিভূতি ভূঅঙ্কর॥
নগর নিকট হর আওল সুনি পাওল।
দেখয় চলল সব ভূপ রূপ দেখি লুবধল॥
পরিছয় চললি মনাইনি সব গাইনী।
নাগ ছোড়ল ফুফুকার দুরহি পড়াইলি॥
এহন উমত বর কেকর উর বিষধর।
গৌরী বরু রহথু কুমারী করব বর দোসর॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গাযি সুনাওল।
তুরত করিয় সব কাজ হর বড় সুন্দর॥

(৩৬) বঙ্কর=বিচিত্র। ভূঅঙ্কর=ভয়ঙ্কর। লুবধল=লুব্ধ হইল। পরিছয়=বরণ করিতে। গাইনী=গায়িকা। ফুফুকার=ফোঁস-ফোঁসানি। পড়াইলি=পলাইল। উর=বুকে। বরু=বরং।

(৩৭)

জটাজুট দহ দিশ দএ হলু নমায়ে।
বসহ চঢ়ল উপগত ভেল আয়ে ॥
দূর সয়ে মনাইন হুলিয় পুছায়।
কে বরিয়াতী কে ছথি জমায় ॥
কণ্ঠে আয়ল ছহ্নি বাসুকি রায়।
সে হে বরিয়াতী ঈসর জমায় ॥
অইসন ঠাকুর সম্পতি থোড়ী।
ভরি উঠি আয়ল ছহ্নি ভসম ক ঝোরী ॥
বিধি ন করয় হর খেলয় পাশাসারি।
সাপক সঙ্গে শিরে রচলি ধমারি ॥
খিরি ন খায় হর চুকতি গজায়।
এহ উমাক কোনা জোটল জমায় ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি এহো রস ভান।
ও নহি উমতা জগত কিসান ॥

(৩৭) দহ দিশ=দশ দিক্, চতুর্দ্দিকে। দএ হলু নমায়ে=নামাইয়া বা ঝুলাইয়া দিলেন। উপগত ভেল আয়ে=আসিয়া হাজির হইলেন। সয়ে=হইতে। হুলিয়=ঠিকানা, তত্ত্ব। পুছায়=জিজ্ঞাসা করেন। ছথি=হন। বরিয়াতী=বরযাত্রী। জমায়=জামাই। রায়=রাজা। অইসন=এমন। ভরি······ঝোরী=ভস্মের ঝুলি ভরিয়া আনিয়াছেন। পাশাসারি=পাশা। রচলি ধমারি=হল্লোর আরম্ভ করিলেন। খিরি=ক্ষীর, পায়স। চুকতি গজায়=গাঁজা পাইলেই হইল। জোহল=জুটাইল। ভান=কথা। উমতা=উন্মত্ত।

(৩৮) ঐজন

দেখল দিগম্বর গুণনিধি।
পুরল মনোরথ সব বিধি ॥
বসহা চঢ়ল শিব বূঢ় যোগী।
কান কুণ্ডল সোভ গর ভোগী।

বেদী চঢ়ি বৈসলাহ বূঢ় যতি।
জটা ছিটকাওল মণ্ডপ অতি ॥
বিধি করৈত হর ঘুমি খস্থ।
সসরি খসল ফণী গৌরী হস্থ ॥
কেও জন্থ কিছু কহউ হিন কহ।
পুবিল লিখল ছল হম রহ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল।
গৌরী উচিত বর পাওল ॥

(৩৮) গর=গলায়। ভোগী=সাপ। বিধি=বিবাহের বিধি বা আচার। ঘুমি খস্থ=ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন। হস্থ=হাসিলেন। কেও……হিন কহ=কেহ ইহাকে কিছু বলিও না।

(৩৯) ঐ অন্য পাঠ

জখন দেখল হর গুণনিধি।
পুরল মনোরথ সব বিধি ॥
বসহা চঢ়ল হর বূঢ় যতি।
কানে কুণ্ডল সোভে গলে গজমোতী ॥
বৈসল মহাদেব চৌকা চড়ি।
জটা ছিড়িয়াওল মাড়ব ভরি ॥
বিধি করু বিধি করু বিধি করু করু।
বিধি ন করইসে হর হঠ ধরু ॥
বিধি এ করইত হর ঘুমি খস্থ।
সসরি খসল ফণী সিরি গৌরী হস্থ ॥
কেওনহি কিছু কহইল হিনকহু।
পুরবিল লিখল ছল মোর পহু ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওল।
গৌরী উচিত বর পাওল ॥

(৩৯) মাড়ব=বিবাহের মণ্ডপ। হঠ=রাগ। সিরি=শ্রী। পুরবিল লিখল ছল=পূর্ব্বেই লেখা ছিল। পহু=প্রভু। এই গান নং ৩৮-এরই পাঠান্তর।

(৪০) নচারী

চলু সখি দেখন জায়।
কেহন হেমন্ত ঋষি লায়লা জমায়॥
হস্তিগমনী সনি গৌরী কুমারী।
জোহি লাগি লায়লা তপসী ভিখারী॥
দশ পাঁচ সখি সব গেলি আগুয়ায়।
সব সুখি ভূলি গেল গহনা হেরায়॥
কিঙ্কিনি ধুনি সুনি ফণী ফুফুয়ায়।
নাগ ফুফুকারে দীপ গেলহি মিঝায়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব গেলাহ খিসিয়ায়।
পহিলে পরিছিলিয় তখন পরিছায়॥
কিয়ো সখী দেলথিন চানন লগায়।
উমত মহাদেব ভসম লগায়॥
কিয়ো সখী দেলথিন পান লগায়।
উমত মহাদেব ধতুর চবায়॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুহু কন্যা মায়।
ইহো বর থিকা ত্রিভুবন রায়॥

(৪০) হেমন্ত=হিমবন্ত (হিমালয়)*। লায়লা=আনিলেন। জমায়=জামাই। সুখি=কথা, জিজ্ঞাস্য কথা। হেরায়=হারায়। ধুনি=ধ্বনি। ফুফুয়ায়=ফোঁস ফোঁস করে। মিঝায়=নিভিয়া। খিসিয়ায়=রাগিয়া। পহিলে……পরিছায়=পূর্ব্বে পরিছন (বরণ) করিয়া লও পরে পরীক্ষা করিবে (?)। দেলথিন=দিল। কন্যা মায়=কন্যার মাতা, মেনকা। রায়=রাজা, ঈশ্বর।

(৪১)

সুনিয়হি হর বড় সুন্দর আগে দেখিয়হি বিভূতি ভূঅঙ্কর।
সুনিয়হি হর আওতা রথ পর আগে দেখিয়হি বুঢ়বা বড়দ পর।
সুনিয়হি পাট পটম্বর আগে দেখিয়হি ফাটল বাঘাম্বর।

* কোন পুরাণে নাকি গৌরীকে হিমালয়ের পরিবর্ত্তে হেমন্ত নামক ঋষির কন্যা বলা হইয়াছে

সুনিয়হি গর মোতী মালালয় আগে দেখিয়হি রুদ্রক হারালয়।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল আগে গৌরী উচিত বর পাওল।

(৪১) সুনিয়হি = শুনিয়াছিলাম। আগে = পরে। বড়দ = বলদ। পাট = রেশম। পটম্বর = পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। ফাটল = ছেঁড়া।

(৪২) নচারী

জটা মেঁ অঙ্কুসী লগাউ।
ধ্যান মেঁ মগন যোগিরাজ কে জগাউ॥
উমা প্রীত নিত গীত নেহ সে সুনাউ।
পারবতী মহেশ কে অভেদ মিলাউ॥
চন্দ্রমা তিলক পর চন্দন লগাউ।
বিধি বিধিসুত ঘটকে মঁগাউ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি জন মিলি গাউ।
বিধি ত বিনোদ মহাদেব কে হাসাউ॥

(৪২) অঙ্কুসী = আঁকসী। মিথিলায় প্রথা আছে যে বিবাহের সময় স্ত্রীলোকেরা বরের শিখায় মৃন্ময় আঁকসী বিদ্ধ করিয়া টানে। নিত = নিত্য। নেহ = স্নেহ। বিধি = বিধিপূর্ব্বক। বিধিসুত = ব্রহ্মার পুত্র (নারদ)।

(৪৩)

হে মনাইনি দেখহ জমায়।
শিরকে মাথ ফুটল জটা তাহি উপর নাগ ঘটা।
জটা দেল অঁকুসী লগায় ঝিকিতহিঁ সুরসরি গেলি বহরায়।
বেদী দেল লাবা ছিড়িয়ায় ভুখল বাসুকি বিছি বিছি খায়।
গুহা ভরি ছোড়ল কসায় উমত মহাদেব ভসম লগায়।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গায় গৌরী সহিত বর কোবর জায়।

(৪৩) নাগ ঘটা = সাপের ফণা। ফুটল = বাহির হইল। অঁকুসী = আঁকসী, (৪২নং গান দেখ)। ঝিকিতহি = ঝাঁকি দিতেই। লাবা = খই, বিবাহের বেদীতে খই ছড়াইবার নিয়ম আছে। ভুখল = ক্ষুধার্ত্ত। গুহা = বাসন। কসায় = স্নানীয় চূর্ণ (শরীরে মাখিবার)। কোবর = বাসর ঘর।

(৪৪)

শিবকে দেখিঔন গে মাই।
অঙ্গনে অঙ্গনে ভিখ মাঁগইছথি ডিমি ডিমি ডমরু বজায়।
ময়না সহিত চললি সব সখী হরকে দেখন জায়।
নগ্ন ভেষ তন ভসম লগাওল নাগ গলে লপেটায়।
ঘর ঘর ময়না পুছল লাগি কবর মৈঁ কোন উপায়।
সবসখী কহ সুন্থ এ ময়না ইন হরকে দিঅ বৈলায়।
ভনহিঁ বিত্থাপতি সুন্থ এ ময়না ইহো থিকা ত্রিভুবন রায়।
এহি যোগিয়া লয় গৌরী তপ কয়লৈন বেল ক পাত চবায়।

(৪৪) ময়না = মেনকা। দিঅ বৈলায় = তাড়াইয়া দাও। বেলক পাত চবায় = বেলের পাতা চাবাইয়া অর্থাৎ প্রায় নিরাহারে।

(৪৫)

ইহি বিধি ব্যাহন আয়ো এহেন বাউর যোগী॥
টপর টপর কয় বসহা আয়ল খটর খটর রুণ্ডমাল।
ভকর ভকর শির ভাঙ্গ ভকোসথি ডমরু লেল করলাল॥
অরিপন নিপলহিঁ পুরহর ফোড়লহিঁ ফেকলহিঁ চৌমুখ দীপ।
ধিয়া লে মনাইনি মণ্ডপ পৈসলি গাওয়ে জন্থ সখী গীত॥
ভন বিত্থাপতি সুন্থ এ মনাইনি ই থিকা ত্রিভুবন ঈশ।

(৪৫) ব্যাহন = বিবাহ করিতে। রুণ্ডমাল = রুদ্রমালা ('মুণ্ডলাল' পাঠও আছে)। ভকোসথি = গিলেন। করলাল = হাতে। অরিপন = আলপনা। নিপলহিঁ = মুছিয়া ফেলিলেন। পুরহর = মঙ্গল ঘট। ফোড়লহিঁ = ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ধিয়া = মেয়ে, দুলালী। জন্থ = না।

(৪৬)

আগে মাই, এ হন উমত বর লায়লা হিমগিরি
দেখি দেখি লাগইত রঙ্গ।
এহন উমত বর ঘোড়ও ন চঢ়ইক
জোহি ঘোড় রঙ্গ রঙ্গ জঙ্গ॥

বাঘছাল জে বসহা পলানল
সাপক লাগল তঙ্গ।
ডিমিক ডিমিক জে ডমরু বজাইন
খটর খটর করু অঙ্গ ॥
ভকর ভকর জে ভাঙ্গ ভকোসথি
ছটর পটর করু বঙ্গ।
চানন সেঁ৷ অনুরাগ ন থিকইন
ভসম চঢ়াবথি অঙ্গ ॥
ভূত পিশাচ অনেক দল সিরিজল
শিরসেঁ৷ বহি গেল গঙ্গ।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয়ে মনাইনি
থিকাহ্ দিগম্বর ভঙ্গ ॥

(৪৬) লায়লা = আনিয়াছেন। রঙ্গ = হাসি। ঘোড়ও = ঘোড়াও, অশ্বারোহণে বিবাহ করিতে যাওয়ার রীতি মিথিলায় অদ্যাপি বর্ত্তমান। রঙ্গ রঙ্গ জঙ্গ = বহুবিধ রং বেরঙ্গের। পলানল = জিন করিয়াছে। লাগল = লাগাইল। তঙ্গ = জিন বাঁধা রজ্জু। ভকর ভকর = ঢক্ ঢক্ করিয়া। ভকোসথি = ঘোঁটেন, গিলিয়া ফেলেন। ছটর পটর = মড় মড় শব্দ। বঙ্গ = পাঁজর। চানন = চন্দন। সেঁ৷ = সহিত, হইতে। থিকইন = আছে। চঢ়াবথি = চড়ান, মাখেন। থিকাহ্ = হন। ভঙ্গ = পাগল।

(৪৭) নচারী

দেখু দুলহা কে রঙ্গ।
জটাজুট বীচ গঙ্গা দেবীকে তরঙ্গ ॥
চিতা কে বিভূতি কে লগায় লেখি অঙ্গ।
বিষ তিষ খাথি ও পিবথি ঘোরি ভঙ্গ ॥
ভূত প্রেত যোগী পিশাচগণ সঙ্গ।
গীত রীতি এহন সুনল মৃদঙ্গ ॥

বাল চন্দ ভাল মেঁ তিলক বর টঙ্ক।
মহাদেব ভোলানাথ জিতল অনঙ্গ॥

(৪৭) দুলহা = বর। বীচ = মধ্যে। ঘোরি = ঘুঁটিয়া। ভঙ্গ = ভাঙ্গ। বাল চন্দ ভাল মেঁ = কপালে চন্দ্রকলা। টঙ্ক = ফোঁটা।

(৪৮) নচারী

শোভা দেখু সখিয়া।
বরকে বদন পাঁচ তীন আঁখিয়া॥
অমৃত রুচি নহি বিষ চাখিয়া।
গলা মেঁ নাগরাজ ভাঙ্গ ভঙ্গিয়া॥
চন্দ্রমা ললাট জটাজুট লিখিয়া।
চন্দ্র ভাল বীচ মেঁ তিলক বিখিয়া॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু সখিয়া।
শিবকে সেবক সব কতো নে দুখিয়া॥

(৪৮) অমৃত……চাখিয়া = অমৃতে রুচি নাই বিষ চাখেন। লিখিয়া = লিখিত, চিহ্নিত, অঙ্কিত। বিখিয়া = বিকীর্ণ।

(৪৯) নচারী

বিধি কেকরো ন সক।
বর দেখি সবকে লাগে টকাটক॥
কোই জন মোট সোট কোই লকালক।
সঙ্গহি ভূতপ্রেত নাচে থকাথক॥
তীন নয়ন পাঁচ মুখ আগি ভকাভক।
চন্দ্রমা ললাটে সোভে গঙ্গা ঝকাঝক॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি আয়লা মহা ভট।
বড় তপ কৈলহি পায়লহি অলবৎ॥

(৪৯) বিধি……সক = বিধি (অদৃষ্ট) কাহারও খণ্ডাইতে পারা যায় না। টকাটক = আশ্চর্য্য। লকালক = লিকলিকে। থকাথক = ধেই ধেই। আগি = অগ্নি। ভট = ভট্ট, পণ্ডিত।

(৫০)

মঙ্গল বিলুরয় সিন্দুর পিঠারে।
তোহে ভলি সোপলি সাজলি ছারে ॥
চলহ চল হর পলটি দিগম্বর।
হমরি গোসাউনি তোহন যোগ বর ॥
হর চাহ গুরু গৌরবে গোরী।
কি করব তবে জয়মালী তোরী ॥
নয়নে নিহারব সম্ভ্রম লাগি।
হিমগিরি ধীয়ে সহব কইসে আগি।
ভাল বরই নয়নানল রাশি।
ঝরকত মউল জারথি পটরাসী ॥
বড় সুখে সাসু চুমওবাহ মাথা।
ওঠ বুড়ত সুরসুরিকে সথা ॥
করব সখীজন কেলি অলাপে।
বিলগ হোয়ত ফুফুয়ায়ত সাপে ॥
বিদ্যাপতি ভন বুঝহ জুকতি।
মেলি করাউবি হমে শিব শকতি ॥

(৫০) মঙ্গল = মাঙ্গলিক দ্রব্য। বিলুরয় = সাজাইলাম। পিঠারে = পিটুলী (তণ্ডুল চুর্ণ)। ভলি সোপলি = ভাল সমর্পণ করিলাম। সাজলি = সাজিলে। ছারে = ক্ষারে, ছাইয়ে। চলহ চল = যাও যাও। পলটি = ফিরিয়া। গোসাউনি = গোস্বামিনী, গৌরী। হর চাহ······গোরী = হরের চেয়ে গৌরীর গৌরব বেশী। ভাল = ললাটে। বরই = বর্ষে। ঝরকত মউল = মুকুট ঝলসিয়া যাইবে। জারথি = পুড়িবে। পটরাসী = পট্টবস্ত্র। সাসু = শ্বশ্রূ। চুমওবাহ = চুম্বন করিবে। বুড়ত = ডুবিয়া যাইবে। সথা = স্রোতে। বিলগ হোয়ত = বিলগ্ন হইলেই, নিকটে গেলেই। ফুফুয়ায়ত = ফোঁস করিয়া উঠিবে

(৫১) নচারী

বাজয়ে বাজনা।
চলু সখি দেখুগ হেমত অঙ্গনা ॥

বূঢ় বর লায়ল নারদ বাভনা।
ধয় খিসিয়ায়ব ভরি অঙ্গনা।
হেমত কহল উমত বর করব কোনা।
ইহো বর নহি করু কয়ল মনা॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় মহেশ।
এহন সুবুধি গৌরী কোনা সহতী কলেশ॥

(৫১) বাজয়ে=চেঁচাইতেছে। বাভনা=ব্রাহ্মণ (নারদ)। অঙ্গনা=আঙ্গিনা। ধয় খিসিয়ায়ব=ধরিয়া তাড়না করিব।

(৫২)

উতরহি রাজ সঁ আয়লা এক যোগী
বৈস গেলা রাজদ্বার।
কিয়ে দেখি আহে শিব বসহা খড়া কমলহুঁ
কিয়ে দেখি কয়লহুঁ ধ্যান।
জব তুম আহে শিব গৌরী বিবাহব
লাউ গয় বাজন অনেক।
হম রহি রাজ মে বাজ নহি উপজে
ডমরু বজায় হোবে ব্যাহ।
জব তুম আহে শিব গৌরী বিবাহব
লাউ গয় সিন্দুর অনেক।
হমরহুঁ রাজ মেঁ সিন্দুর নহি উপজে
ভসম লগায় হোবে ব্যাহ।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
ইহো থিকা ত্রিভুবননাথ।

(৫২) উতরহি রাজ সঁ=উত্তর দেশ হইতে। লাউ গয়=নিয়ে এস গে। ব্যাহ=বিবাহ। এই গানটি আধুনিক ও নিম্নহস্তের রচনা বলিয়া মনে হয়।

(৫৩)

দেখু হে মাই আই অজগুত।
হিমত জোটল বর অবধূত॥

কর ধয় শীস লবারিয় ।
তইও নে মটুকী পারিয় ॥
নাক ধয় বেদী ঘুমারিয় ।
শুভ শুভ মাড়ব বৈসারিয় ॥
বিধিকে বেরি জখন ভেল ।
শিরসঁ সর্প সসরি গেল ॥
একসর হর ধয়লন্হি মুসর ।
কে সঙ্গ কুটত ওঠঙ্গর ॥
নহি ছন সঙ্গ সহোদর ।
কে সঙ্গ কুটত ওঠঙ্গর ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল ।
গৌরী উচিত বর পাওল ॥

(৫৩) আই = আজ। অজগুত = অদ্ভুত। জোটল = জুটাইল। অবধূত = সন্ন্যাসী। শীস = শীর্ষ, মাথা। লবারিয় = নামাই। মটুকী = মুকুট। ধয় = ধরিয়া। ঘুমারিয় = ঘুরাই। বেরি = সময়। সসরি = পিছলিয়া। একসর = একেলা। মুসর = মুষল। ওঠঙ্গর = ধান্যাদি আট প্রকার শস্যের মিশ্রণ। মিথিলাতে নিয়ম আছে যে বিবাহের সময় বরসহ তাহার ভাইবান্ধব আটজনকে মুষল ধরিয়া উদুখলে ওঠঙ্গর কুটিতে হয়। বরের টিকি টানা ও নাক ধরিয়া ঘোরানেরও প্রথা আছে।

(৫৪)

জখনে শঙ্কর গৌরী করে ধরি
আনলি মণ্ডপ মাঝ।
শরদ সঁপুন জনি শশধর
উগল সময় সাঁঝ ॥
চৌদহ ভুঅন শিব সোহাওন
গৌরী রাজকুমারী।
হেরি হরখিত ভেল মনাইন
আয়ল জনি জভারি ॥

হেমত শরীর পুলকে পূরল
সফল জনম মোরি।
হরি বিরঞ্চি তুহুঁ জন বৈসল
হরকে দেল মোয় গোরী॥
নারদ তুম্বুর মঙ্গল গাবথি
আওর কতন নারী।
কৌতুক কোবর কৌশলে কামিনী
সবে সবে দেয় গারি॥
ভন বিদ্যাপতি গৌরী পরিণয়
কৌতুক কহয় ন জায়।
সাপ ফুফ্‌কারে নারী পড়াইলি
বসন ঠাম নড়ায়॥

(৫৫) সঁপূন = সম্পূর্ণ, পূর্ণ। জনি = যেন। উগল = উদিত হইল। চৌদহ ভুঅন = চৌদ্দ ভুবন। সোহাওন = শোভন। হরখিত = হর্ষিত। জভারি = জম্ভারি, ইন্দ্র। বিরঞ্চি = ব্রহ্মা। দেল = দিলাম। কৌতুক কোবর = কৌতুকাগার, বাসরগৃহ। গারি = গালি। পড়াইলি = পলাইল। ঠাম = স্থান, সেই স্থানে। নড়ায় = ফেলিয়া।

(৫৫)

গোত্রাধ্যায় ক জখন বের ভেল — দ্বার হি হঁকার পঠায় দেল।
জাজিম ঝারি বিছা দেল — দ্বার সঁ ভূপ সভ আবি গেল।
দ্বার সঁ ভূপ সভ আরথ্‌ — জাজিম চঢ়ি সভ ক্যো বৈসথ্‌।
ধুপ দীপ লেসি আনল — অবীর গুলাব সঁচল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল — গৌরী উচিত বর পাওল।

(৫৫) গোত্রাধ্যায় = কন্যাদানের পূর্ব্বে বর ও কনের তিন পুরুষের নাম উচ্চারণ। হঁকার = নিমন্ত্রণ। লেসি = জ্বালাইয়া।

(৫৬)

হর গৌরী বৈসল মাড়ব চঢ়ি — ঋষি ধরু তিল কুশ হে।
বিধি দেল বেদ ভনায় — পঢ়থি শিব শঙ্কর হে।

ঋষি পুছু হর গোত্র মোর ব্যাহ করু বর হে।
হর কাহ ঋষি গোত্র মোর ব্যাহ করয়িহ বর হে।
দুহু পুরোহিত বেদ ভাখল একো পুরোহিত নহি হারল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল ঋষিক পুরোহিত জীতল।

(৫৬) মাড়ব = মণ্ডপ, বিবাহ-মণ্ডপ। বিধি = ব্রহ্মা। ভনায় = উচ্চারণ করিয়া। করয়িহ = করাও। ভাখল = উচ্চারণ করিল। কন্যাদান কার্য্যে এই গানের বিনিয়োগ হয়।

(৫৭) সমদাউনি

রাজা হেমত ঘর গৌরী জনম লেল শিব লেল অঙ্গুরী ধরায়।
বসহা কে পিঠ শিব ডোরিয়া ফনাওল বাঘছাল দেলৈন্হি ওড়ায়।
ঘর সঁ বাহর ভেলি মাই মনাইন দেহরী ধয়নে ভেলি ঠায়।
চিন্তা অনেক বিধি করৈছথি মন মেঁ ইহো থিকা তপসী ভিখারী।
হম নহি সখী সব গৌরী বিদা করব বরু গৌরী রহথু কুমারী।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইন ইহো থিকা ত্রিভুবননাথ।
শুভ শুভ করি কয় গৌরী বিদা করু ইহো বর লিখল ললাট।

(৫৭) অঙ্গুরী ধরায় = অঙ্গুলি ধরিয়া। ডোরিয়া ফনাওল = দড়ি নিক্ষেপ করিল। ওড়ায় = পরাইয়া বা ঢাকিয়া। দেহরী = দুয়ার, চৌকাঠ। ধয় = ধরিয়া। ভেলি ঠায় = দাঁড়াইয়া রহিলেন। বরু = বরং।

৭। মেনকা-বিলাপ

(৫৮)

বর বউরাহ উমাকের সোচথি নারি নিহারি।
ফণি মণি মৌলি বিরাজিত শির সুরসরি বহ ধার।
ভাল বিশাল সুধাকর কর ত্রিশূল ত্রিপুরারি।
বাহন বসহা দিগম্বর পরিজন ভূত বেতাল।

আক ধথুর বিষ ভোজন বিজয়া প্রাণ আধার।
কহ ঋষিরানী রাজা সৌ কন্যা রহলি কুমারী।
দুলহিনি যোগ বর দুলহ নহি দুলহিনি বড়ি সুকুমারী।
কহ জগজননী জননী সৌ চিন্তা ছারু হমারি।
জতয় জায়ব ততয় দুখ সুখ লিখল মেটল নহি জায়।
শিব শঙ্কর বর ঈশ্বর নাথ চরণ চিত্ত লায়।
গিরিজা মনহিঁ আনন্দিত বিদ্যাপতি কবি গায়।

(৫৮) বউরাহ = পাগল। সোচথি = ভাবেন। মৌলি = মস্তক। পরিজন = সাথী। বিজয়া = ভাঙ্গ। প্রাণ আধার = অত্যন্ত প্রিয়। ঋষিরানী = মেনকা। দুলহিনি = কনে। লিখল……জায় = যাহা লেখা আছে তাহা মোছা যায় না। লায় = নত হয়।

(৫৯)

ঘর ঘর ভরমি জনমি নিত
তনিকা কেহন বিবাহ।
সে অব করব গৌরী বর
হোয় কতয় নিরবাহ॥
কতয় ভবন কত আঁগন
বাপ কতয় কত মায়।
কতহু ঠহোর নহি ঠেহর
কে কর এহন জমায়॥
কোন কয়ল এহন অসুজন
কেও নহ হিনক পরিবার।
জে কয়ল হিনক নিবন্ধন
ধিক ধিক সে পজিয়ার॥
কুল পরিবার একো নহি জনিকা
পরিজন ভূত বেতাল।
দেখি দেখি ঝুর হোয় তন
কে সহয় হৃদয়ক সাল॥

বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী
ধৈরজ মন অবগাহ।
জে অছি জনিক বিবাহিনী
তনিকা সেহ পয় নাহ॥

(৫৯) ভরমি=ভ্রমণ করিয়া। জনমি=জন্মাবধি। নিত=নিত্য। তনিকা=তাঁহার। কেহন=কেমন। নিরবাহ=নির্ব্বাহ। কতহু...ঠেহর =কোথাও থাকিবার স্থান নাই। অসুজন=দুর্জ্জন। হিনক=উঁহার। নিবন্ধন=সম্বন্ধ। পঞ্জিয়ার=পঞ্জিকাকার, ঘটক। ঝুর=অবসন্ন। সাল= কাঁটা। অবগাহ=দৃঢ় কর। বিবাহিনী=বধূ। নাহ=নাথ।

(৬০) নচারী

সখি বড় দুখ ভেল।
গৌরী দাঈ ক বর দেখি বড় দুখ ভেল॥
এক ত উমত বর দোসর বকলেল।
ভাঙ্গ ধথুর পীই রহথি আলবেল॥
ভাই নহি বাপ ছৈহু রহথি একেল।
ভূত প্রেত সঙ্গ রচথি রাতি দিন খেল॥
গৌরী মোর নহি ছথি বতাহী বকলেল।
তনিকা এহন বর কিএ আনি দেল॥
নারদ বাভনা রচল সব খেল।
ধিয়া ক জে বাপ ছথিহু সে হো বৈরি ভেল॥
ময়না কহইথ শির আগি লাগি গেল।
এহন জমায় ত ককরো নহি ভেল॥
ভনহি বিদ্যাপতি গীত গাবি দেল।
ত্রিভুবন নাথ ছথি নহি বকলেল॥

(৬০) দাঈ=মেয়ে। বকলেল=বোকা। আলবেল=বিভোর। ছথি= হয়। বতাহী=পাগলী। ছথিহু=হন। ময়না=মেনকা।

(৬১)

নহি করব বর হর নিরমোহিয়া ॥
বিত্তা ভরি তন বসন ন তিনকা।
বাঘছাল কাঁথ তর রহিয়া ॥
বন বন ফিরিথি মসান জগারথি।
ঘর আঙ্গন ও বনাওলহিন কহিয়া ॥
সাস সসুর নহি ননদ জেঠৌনী।
জায় বৈসতি ধিয়া কেকর ঠহিয়া ॥
বূঢ় বড়দ ঝকরোল গেল এক।
সম্পত্তি ভাঙ্গক ঝেরিয়া ॥
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইনি।
শিব সম দানী জগত কে কহিয়া ॥

(৬১) নিরমোহিয়া = নির্মোহী, উদাসীন। বিত্তা ভরি = বিঘৎ পরিমাণ। কাঁথ = কক্ষ, বগল। মসান = শ্মশান। বনাওলহিন = বানাইলেন। কহিয়া = কবে। জেঠৌনী = জ্যেঠশাশুড়ী। ঠহিয়া = স্থানে, কাছে। ঝকরোল = জীর্ণ। কহিয়া = কোথায়।

(৬২)

শিব সঁ হম নহি গৌরী বিআহব
গিরি হুঁক যদপি বিচার।
ভাঙ্গ খাথি ভাঙ্গহি নিত ছাঁকথি
ভাঙ্গহি খেত পথার ॥
বিত্তা ভরি বস্ত্র জুরহি নহি তনিকা
ছহি নহি আপন পরার।
ঘর নহি ধন নহি ভাই সহোদর
জাতিক কোন বিচার ॥
তনিক উমা ঘরনী ভয় রহতি
থিক হমরা ধিক্কার।
সাপ বাঘ ভূষণ বাহন লখি
বাচতি কোন প্রকার ॥

ঘুরি ঘর জাথু লগাৱথু ঘরপর
প্রেতক সঙ্গ দরবার।
শিৱ অনাদি বিশ্বম্ভর দানী
ৱিদিত সকল সংসার॥
কহে ৱিত্যাপতি ঝট গৌরী ৱিৱাহিঅ
ত্রিভুবন পালনিহার॥

(৬২) বিআহব = বিবাহ দিব। পথার = প্রান্তর। জুরহি = জোটে। পরার = কুটুম্ব। ভয় = হইয়া। লখি = দেখি। জাথু = যাউক। ঝট = শীঘ্র। পালনিহার = পালনকর্ত্তা।

(৬৩)

হম নহি আজ রহব এহি আঙ্গন
জো বূঢ় হোয়ত জমাই, গে মাই॥
এক ত বৈরি ভেলা বিধি ৱিধাতা
দোসর দিয়া কের বাপ
তেসর বৈরি ভেলা নারদ বাভন
জে বূঢ় আনল জমাই, গে মাই॥
পহিলুক বাজন ডমরু তোড়ব
দোসরে তোড়ব রুণ্ডমাল।
বড়দ হাঁকি বরিয়াত বেলায়ব
ধিয়া লে জায়ব পড়াই, গে মাই॥
ধোতী লোটা পোথী পতড়া
এহো সব লেবৈহ্নি ছিনায়।
জে কিছু বাজতা নারদ বাভন
দাঢ়ী ধয় ধিসিয়ায়ব, গে মাই॥
ভনহিঁ বিত্যাপতি সুন্থ গে মনাইনি
দৃঢ় করু আপন গেয়ান।
শুভ শুভ করি কয় সিরি গৌরী ৱিৱাহিঅ
গৌরী হর এক সমান, গে মাই

(৬৩) আঙ্গন=আঙ্গিনা (ঘর)। বাভন=ব্রাহ্মণ (অনাদরে)। বড়দ=বলদ। বেলায়ব=তাড়াইব। বাজতা=বলিবে। খিসিয়ায়ব=তাড়না করিব। গেয়ান=জ্ঞান। দৃঢ়······গেয়ান=মতি স্থির কর। সিরি=শ্রী।

(৬৪)

এসো রে বৌরাহ সে কোন করি হে ব্যাহ হো।
দাঁত টুটল কেশ পাকল পৈর ফাটল বেমায় হো।
কোন সুখ দুলহিন পায় হে এসো দুলহ পায় হো।
লাল সাড়ী জড়িত লহঙ্গা চোলিয়া বুটেদার হো।
কুসুম রঙ্গ দুলহিন পৈহু দুলহ ওঢ়ে মৃগছাল হো।
ছাল ওঢ়ন নাগ ভূষণ বৈল পর অসরার হো।
ত্রিশূল ডমরু হাথ মেঁ চন্দ্রমা লিলাট হো।
কহত ময়না ময় ন জানোঁ আয়ো মহাদেব হো।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু এ ময়না ইহো থিকা জগনাথ হো।

(৬৪) এসো=এরূপ। বৌরাহ=পাগল। কোন=কিরূপে। বেমায়=পায়ের ফাট রোগ। লহঙ্গা=শাড়ী। পৈহু=ওঢ়ে=পরে। অসরার=সওয়ার। লিলাট=ললাট। এই গান আধুনিক ও রচনা নিম্ন হস্তের মনে হয়।

(৬৫) সমদৌনি

এত জপ তপ হম কিঅ লাগি কৈলহু
কথি লা কয়লি নিত দান।
হমরি ধিয়া কে এহো বর হোয়তা
অব নহি রহত পরান॥
হরকে মায় বাপ নহি থিকৈন
নহি ছৈন সোদর ভায়।
মোর ধিয়া জে সাসুর জায়তী
বৈসতী ককর লগ জায়॥

ঘাস কাটি লাবতী বসহ চরৈতী
কুটতী ভাঙ্গ ধতুর।
একো পল গৌরা বৈসহ ন পায়তী
রহতী ঠায় হজুর ॥
ভন বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
দৃঢ় করু আপন গেয়ান।
তীনি লোক কে এহো ছথি ঠাকুর
গৌরী দেবী জান ॥

(৬৫) কিএ লাগি = কিসের জন্য। ভায় = ভাই। সাসুর = শ্বশুরালয়। বৈসতী……জায় = কাহার কাছে গিয়া বসিবে?

(৬৬) নচারী

গৌরা দুখ ভোগতী।
ভঙ্গিয়া কে সঙ্গ গৌরা দুখ ভোগতী ॥
নিত দিন ভাঙ্গিয়া লয় ভাঙ্গ পীসতী।
ছন নহি ফুরসথি কখন সুততী।
মাঁগি চাঁগি লাউথিন ধান কুটতী।
মার সন গীল ভাত কোনা খায়তী।
ফুজতন বসহাক ডোরা ধরতী।
অসকর ঘর মেঁ কোনা রহতী।
সাস সাসুর সুখ নে জানতী।
উপরাগ সুনি সুনি নিত কানতী।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু হে সতী।
বিনু শিবশঙ্কর কোন গতি।

(৬৬) ছন = ক্ষণকাল। লাউথিন = আনিবে। মার সন = মাড়ের সঙ্গে। গীল = গলিত। কোনা = কিরূপে। ফুজতন = ছাড়া, দড়ি ছাড়া। ডোরা = দড়ি। অসকর = একেলা। সাস = শাশুড়ী। উপরাগ = গঞ্জনা। কানতী = কাঁদিবে। বিনু = বিনা।

(৬৭) সমদাউনি

মন ছল মনোরথ করব প্রথম বর
পণ্ডিত করব জমায়, গে মাই।
হমর মনোরথ দেরো নে বুঝলহি
বুঢ়বা আবি তুলায়, গে মাই।
জো ইহো ঘটনা বর জোহি আনল
তনিকহু দেব বনিসার, গে মাই।
কথি লে গৌরী কঠিন ব্রত কয়লহি
কথি লে সেবল বনখণ্ড, গে মাই।
গৌরী কে লিখল ছল বুঢ় বর হোয়তহি
ঘটক ক কোন অপরাধ, গে মাই।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় মনাইনি
দৃঢ় করু আপন গেয়ান, গে মাই।
শুভ শুভ করি কয় গৌরী বিবাহিঅ
ইহো বর লিখল লিলাট, গে মাই।

(৬৭) আবি তুলায়=আসিয়া হাজির। ঘটনা=ঘটকালী, সম্বন্ধ। জোহি=জুটাইয়া। তনিকহু=তাঁহাকেও। বনিসার=বনবাস, দেশ হইতে বিতাড়িত। বনখণ্ড=বনবাসী। লিলাট=ললাট।

(৬৮) সমদাউনি

জহিয়া সঁ ধিয়া গৌরী জনম লেল
নারদ কহল বুঝায়।
ধিয়া লয় তাকব জগত প্রথম বর
পণ্ডিত করব জমায়॥
সে সভ নারদ একহু নে গুনলহি
লায়লা বুঢ় ভিখারী।
কোন চুকি হম কয়ল বিধাতা
কি ভেল করমক মোরি॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় মনাইন
লিখল মেটল নহি জায়।
হমরো লিখল ছল তপসী ভিখারী
কি হোয়ত ককরহু তায়॥

(৬৮) জহিয়া সঁ=যখন হইতে। লয়=লাগি, জন্য। চুকি=অপরাধ। মেটল=মোছা। কি…তায়=তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইবে?

(৬৯) ঐজন

গৌরী অউরী ককরা পর করতী
বর ভেল তপসী ভিখারী।
হিমক শিখর পর বসথি এক ঘর
নহিঁ ছন আপন পরার।
সে গৌরী কোনা সাসুর বসতী
কে মুখ করত দুলার।
তেল ফুলেল লয় কেশ বহ্নাওথি
নিত দিন উগারথি আঁগ।
সে গৌরী কোনা ভসম রমৌতী
নিত উঠি কুটতী ভাগ।
রাজদুলারী অতি সুকুমারী
নৃপ কের প্রাণ আধার।
সে গৌরী কোনা দিবস বিতৌতী
কি বিধি লিখল লিলাট।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
ইহো থিকা ত্রিভুবন নাথ।
জাহি লাগি গৌরী কঠিন ব্রত ঠানল
ইহো বর করতা সনাথ।

(৬৯) অউরী=প্রেম। হিমক শিখর=কৈলাস। পরার=কুটুম্ব। দুলার=আদর। উগারথি আঁগ=অঙ্গে গন্ধদ্রব্য মাখে। রমৌতী=মাখিবে। বিতৌতী=যাপন করিবে। ঠানল=পণ করিল।

(৭০)

ক্যা রে বিগাড়ৌ হম নারদ মুনি কে
জানি বুঢ় লায়ল জমায় ।
পরিছন চললীহ মাই মনাইন
হাথ লেল কাঞ্চন থার ।
খিড়কী কে ওট সঁ অরজ করথি গৌরী
শিবজী সঁ বিনতি হমার ।
এক বের আহে নাথ রূপ বদলিতৌ
নৈহরা লোক প্রতিয়ায় ।
এক হাথে শিবজী বিভূতি উতারথি
দুজো হাথে তিলক রমায় ।
কহা গেলৌ কিয়ে ভেলৌঁ মাই মনাইন
দেখি লিয় রূপ হমার ।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু এ মনাইনি
ইহো থিকা ত্রিভুবন নাথ ।
এহি যোগী জার লয় গৌরী তপ কয়লন্হি
হিন সঁ হোয়তী সনাথ ।

(৭০) ক্যা রে বিগাড়ৌ = আমি কি ক্ষতি করিয়াছি ? থার = থালি । ওট সঁ = আড়াল হইতে । নৈহরা = নৈহরের (পিত্রালয়ের) লোক । প্রতিয়ায় = প্রত্যয় করে । দুজো = দ্বিতীয় । রমায় = ঘষে । হিন সঁ = ইহার দ্বারা, ইহার সঙ্গে ।

(৭১) সমাদাউনি

জানিতহি ছলহুঁ বাবা পর ঘর মারব
কিয়ৈ বাবা কয়ল দুলার ।*
জৌ হম জানিতহুঁ ধিয়া অবতরতী
খাইতহুঁ মরিচ পচাস ॥

* এই পংক্তির পরে আর ২ পংক্তি ছিল যাহা এই গানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলে না—
এক দিশ বৈসলা নারদ বাভন দোসরে ধিয়াকের বাপ ।
মাঝঠাম বৈসলি রাধা রুকমিনি কর গয় কন্যাদান ।

মরিচ ক দৌক সঁ ধিয়া দুরি জাইতথি
ছুটি জাইত ধিয়া ক সন্তাপ।
বিকল বিখিন ভেল ফিরথি
হিমত কানথি ধিয়া কের বাপ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইনি
বাবা কে কহু সমুঝায়।
জন্ম দেল অম্মা কর্ম্ম আপন ভেল
লিখল মেটল নহি জায়॥

(৭১) জানিতহি ছলহুঁ=আগেই জানিতাম। পর ঘর মারব=পরের ঘরে পাঠাইবে। দুলার=স্নেহ। অবতরতী=অবতীর্ণ হইবে, জন্মিবে। খাইতহুঁ=খাইতাম। দৌক=তেজ। দুরি জাইতথি=দূর হইত, নষ্ট হইত। জৌ=যদি। জৌ...সন্তাপ=যদি আমি জানিতাম যে কন্যা জন্মিবে তো আমি গোটা পঞ্চাশ মরিচ খাইয়া লইতাম; মরিচের তেজে গর্ভ নষ্ট হইয়া যাইত; গৌরীর এই দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। বিখিন=দুঃখিত। সমুঝায়=বুঝাইয়া। অম্মা=মা। কর্ম্ম আপন ভেল=আপন কর্ম্মের ফল ফলিল।

(৭২) সমদাউনি

কথি লে গৌরী হমর কোখি জনমলি
কথি লে ভেল বিবাহ গে মাই।
দুধ পিয়ায় গৌরী ধিয়া পোসলহুঁ
রহতহু আশ লগায় গে মাই।
কমলক ফুল সন গৌরী হমর ছথি
সভক ক প্রাণ আধার গে মাই।
সে গৌরী কোনা তপোবন জায়তী
মরব জহর বিষ খায় গে মাই।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় মনাইন
দৃঢ় করু আপন গেয়ান গে মাই।

পারবতী দেবীকে ইহো বর হোয়তহি
জগ ভরি কে নহি জান গে মাই।

(৭২) কথি লে = কিসের লাগি। কোখি = কুক্ষি, গর্ভ। পোসলহুঁ = পুষিলাম।

(৭৩) সমদাউনি

এহন রতন গৌরী ধিয়া ছথি
তপসী কইা লেনে জায়।
ঝাখথি তপথি মায় মনাইনি
সোচথি হেমত ঋষি বাপ।
ধিয়া ক করম সঁ ইহো বর ভেলা
কি বিধি লিখল লিলাট।
বিভূতি দেখি গৌরী থুবুধি ভেলীহ
ডমরু দেখি সে কাঁপ।
সৌতিনি দেখি গৌরী তুরহি পড়াইলি
কি লয় ভোগব রাজ।
বিভূতি মোর লেখে অগর চানন
ডমরু সে হো সিঙ্গার।
সৌতিনি হোয়তীহ সখি সহিলো নহি
শিব লয় ভোগব রাজ।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ মনাইনি
দৃঢ় করু আপন গেয়ান।
ইহো বর থিকা মাই ত্রিভুবন দানী
জগ ভরি কে নহি জান।

(৭৩) ঝাখথি = শোক করে। করম = ভাগ্য। থুবুধি = স্তব্ধ। সৌতিনি = সতীন, গঙ্গা। সিঙ্গার = বেশভূষা। সহিলো নহি = সহিল না।

৮। যোগ ও উচিতী

(৭৪) যোগ

পড়ল পুরুখ মুরুখ ভেল গাইন সহিত কোবর গেল।
ঝারি ঝুরি পটিয়া ওছায় দেল তাহি পর দুহুকে বৈসায় দেল।
পাকল পান খোয়ায় দেল বিন বিধি ক বিধি করায় দেল।
সুন্দর চীর ওঢ়ায় দেল বিন বিধিক বিধি করায় দেল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গৌরী উচিত বর পাওল।

(৭৪) মুরুখ = মূর্খ। ওছায় = বিছাইয়া। পাটী ঝাড়ার কার্য্যে এই গানের বিনিয়োগ।

(৭৫)

লাল ডোলিয়া ফনা দেল তাহি পর গৌরীকে বৈসায় দেল।
গৌরী সঁ পান পসারল হর সঁ পান বিছাওল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গৌরী উচিত বর পাওল।

(৭৫) ডোলিয়া = ডুরি। পান পসারল = বিবাহের পর কন্যা পান ছুঁড়িয়া দেয় এবং বরকে তাহা বাছিয়া সাজাইতে হয়। তদুপলক্ষে এই গীত।

(৭৬)

ডালী কনক পসারল নয়না যোগ বেসাহল।
নয়না কোনা আইলি সকল যোগ সন লাইলি।
হেমত আনল পশুপতি একো নে বাজথি দৃঢ় মতি।
শুভ শুভ কয় সব ভাখীয় গৌরী বশি হরকে রাখিয়।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল যোগনিক অন্ত নহি পাওল।

(৭৬) ডালী কনক পসারল = স্বর্ণময় ডালী সাজান হইল। বাসর শয্যার চারি কোণে চার সখী ডালা লইয়া দাঁড়ায় এবং বর তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করে। ইহাকে নয়না যোগিনী বিধি বলে। বেসাহল = ভাড়া করিয়া আনিল। কোনা আইলি = কিরূপে আসিল। সন = সঙ্গে। একো নে বাজথি = কেহই বলিতেছে না। ভাখীয় = বলুন। বশি = বশ করিয়া।

(৭৭)

ডালী কনক পসারল নয়না যোগ বেসাহল।
নারদ পুছল হেমত বর পরিচয় কহু কতেক ঘর।
নাম হমর থিক নারদ সুনি বর কাঁপথি থর থর।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গৌরী উচিত বর পাওল।

(৭৭) পসারল = প্রসারিত করিল বা সাজাইল। নয়না যোগ = গীত নং ৭৬ দেখুন। কথিত আছে নয়না নামে চারি (বা সাত) যোগিনী গৌরীর সখী ছিলেন। তাঁহারা গান গাহিয়া হর-গৌরীর প্রেম বর্দ্ধন করিতেন। ডাকিনী ও যোগিনীরা জাদুবিদ্যায় নিপুণ বলিয়া কথিত আছে। থিক = হয়।

(৭৮)

এক ধিয়া মোরি গৌরী কতেক সঁ মাগব অউরী।
সিকি অহি দোলিয়া ফনাওল তাহি চঢ়ি কামরু জায়ব।
কামরু সঁ যোগ আনল দুলহা দুলহিনি কেঁ লগাওল।
তখনহি যোগিনি কহাওল পিপরক পাত দুধ আনল।
তরহথি দহি জমাওল তখনহি যোগিনি কহাওল।
আঁগনহি কুইয়াঁ খনাওল রেশমহিঁ ডোরী বটাওল।
ওহি মেঁ অগিনি পজারল তখনহিঁ যোগিনি কহাওল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল যোগিনিক অন্ত নহি পাওল।

(৭৮) অউরী = প্রেম। সিকি অহি···ফনাওল = সিকি ঘাসের ডুলিতে বিছাইয়া। কামরু = কামরূপ, কামাখ্যা। পিপরক···আনল = পিপলের পাতায় দুধ আনিলাম (এরূপ অসাধ্য কাজ)। কুইয়াঁ = কূপ। যোগিনি = যোগগায়িকা অথবা যোগ (জাদু বিদ্যা) শালিনী। তরহথি = করতলে।

(৭৯)

জগত যোগ হম জানিয় মোহি মগন করি আনিয়।
কর ধয় শশি কে নারিয় তৈ জগ যোগিনি কহাবিয়।

গাঁগ মেঁ পথ সকারিয় পানি সৌ আগি পজারিয়।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল শুভ শুভ সকল মনাওল।

(৭৯) মোহি মগন করি=আমাকে মাগিয়া। গাঁগ=গঙ্গা। আগি পজারিয়=আগুন জ্বাল।

(৮০)

সাত বহিনি হম যোগিনি নয়না থিকি জেঠি বহিনি।
তনিকা সৌ যোগ সীখল চৌদহ ভুবন হম হাঁকল।
ইন্দ্র হমর ডর মানথি বিনু মেঘ পানি বরিসাবথি।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল যোগিনিক অন্ত নহি পাওল।

(৮০) থিকি=হয়। জেঠি=জ্যেষ্ঠা। তনিকা সৌ=তাঁহার কাছে। হাঁকল=জিতিলাম।

(৮১)

হম যোগিনি তিরহুত কে যোগ দেবৈহি লগায়
নয়না হমরি পঢ়াওলি রে জগমোহিনী নাম।
আরসি কাজর পারব আঁখি আঁজল
তাহি আঁজল দুই আঁখি জমৈয়া অপনাওল।
ঝুহকি ঝুহকি ধিয়া চলিতথি জমৈয়া দেখিতথি
পাগক পেঁচ উঘারি হৃদয় বিচ রখিতথি।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল ফল পাওল
যোগ হমর বড় তেজ সেজ ধয় রহতাহ।

(৮১) নয়না···নাম=নয়না আমাকে পড়াইয়াছে বা শিখাইয়াছে, আমার নাম জগমোহিনী। আরসি কাজর পারব=আরসিতে কাজল পারিব। আঁজল=অঞ্জন। উঘারি=খুলিয়া। তেজ=প্রভাবশালী। সেজ ধয় রহতাহ=শয্যা ধরিয়া থাকিবে অর্থাৎ শয্যা ছাড়িয়া যাইবে না।

(৮২)

কইা সঁ চল অয়লহ নেহ লয়লহুঁ
সাতখণ্ড নবদিপ সে জীতি অয়লহুঁ।
কামরূ সঁ চল অয়লহুঁ যোগ লয়লহুঁ
সাতখণ্ড নবদিপ সেহো জীতি অয়লহুঁ।
রুনুক ঝুনুক ধনি চলিতথি পহু দেখিতথি
নাগর হৈত অধীন হৃদয় বিচ রখিতথি।
পৈর পরল পহু রহিতথি কিছু কহিতথি
নাগর হোয়ত অধীর মধুর বোল সুনিতথি।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল যোগ লাগল
যুবতি যোগক যোগ কোবর ঘর গাওল।

(৮২) নেহ=স্নেহ। নবদিপ, কামরূ=নবদ্বীপও কামরূপের ন্যায় বশীকরণ মন্ত্রের কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। পহু=প্রভু। পৈর পরল= পায়ে পড়িয়া।

(৮৩)

কইা সঁ সুগা আয়ল নেহ লায়ল
কোন গাম লেল বসেরা অমৃতফল ভোজন।
ফলাঁ গাম সঁ সুগা আয়ল নেহ লায়ল
ফলাঁ গাম লেল বসেরা অমৃতফল ভোজন।
কে ইহো পিঁজরা গঢ়াওল সুগা পোসল
কে তাহি দেত অহার অমৃতফল ভোজন।
ফলাঁ বাবা পিঁজরা গঢ়াওল সুগা পোসল
ফলাঁ সাসু দেথি অহার অমৃতফল ভোজন।
এহন সুগা নহি পোসিয় নেহ লগাবিয়
সুগা হৈত উড়িয়াত অপন গৃহ জায়ত।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল যোগ লাগল
যোগিনি ছল বড় পৈঘ অন্ত নহি পাওল।

(৮৩) সুগা=শুক বা টিয়াপাখী, এখানে জামাই। বসেরা=বাসস্থান। হৈত উড়িযাত=হয়ত উড়িয়া যাইবে। পৈঘ=উচা। ফলাঁ=অমুক (এখানে জামাতাদির নাম বলা হয়)। জামাইয়ের ভোজনকালে এই গান গীত হয়।

(৮৪)

রচনা অধিক পদকে পীঢ়ন বৈঠাবে সব ভাঈ জী।
কঞ্চন থায় মৃদুল সোহারী পরসী বিবিধ মিঠাঈজী।
রুচি অনুকূল ভূপসুত জেবত পরন ভোলাবে সাসু জী।
সারি হমরি অতি বেবহারী নিত উঠি পান লগাবে জী।
সরহজি মোরি অতি বেবহারী নিত উঠি পলঙ্গা ওছাবে জী।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ডহকন গাবে সুন্দরি ফুল ছিরিআবে জী।

(৮৪) রচনা…পীঢ়ন=সুন্দর সুচিত্রিত পীড়িতে। মৃদুল সোহারী=নরম পুরী। ভূপসুত=রাজপুত্র। জেবত=খাইবে। সারি=শালী। সরহজি=শ্যালজায়া (শালাজ)। ডহকন=জামাতাকে পরিহাস করিয়া যে গান করা হয়। এই গানটিও জামাতার ভোজনকালে গীত হয়।

(৮৫)

হমরা কৈঁ জঁ তেজব গুণ বুঝব
যোগহিঁ দেব বনিসার, অধিন কৈ রাখব।
একো পলক জঁ তেজব গুণ বুঝব
এহন যোগ মোর তেজ, সেজ নহি ছোড়ব।
আরসি কাজর পারব নিশি ভারব
নয়নহি নয়ন লগায়ব, প্রেম মিলায়ব।
কখনহু কী সে ত্যাগব হিঅ রাখব
করব মোর গ্রিবহার, হৃদয় বিচ রাখব।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল যোগ লাগল
দুলহ দুলহিন সমাধান, অধীন কৈ রাখব।

(৮৫) জঁ=যদি। বনিসার=কয়েদ। ভারব=কাটাইব। গ্রিবহার=গ্রীবার (গলার) হার। সমাধান=বিবাহান্তে।

(৮৬) উচিতী

আজ হমর বিহ বাম হে সখি মোহি তেজি পহু গেল গাম।
পহু ভেল হৃদয় কঠোর হে সখি ঘুরি নে হেরল মুখ মোর।
জাহি বন সিকিও নে ডোল হে সখি তাহি বন পিয়া হসি বোল।
ধরব যোগিনিয়া ক বেশ হে সখি করব মৈঁ পহু ক উদেশ।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান হে সখি পুরুষ ক নহি পরমান।

(৮৬) বিহ=বিধি। পহু=প্রভু। গাম=গ্রাম, স্বদেশ। জাহি…ডোল=যে বনে 'সিকি' ঘাসও দোলে না। পরমান=প্রমাণ, বিশ্বাস।

(৮৭)

দছিন পবন বহে লহ লহ পহু সঁ মিলন হৈত কবহুঁ।
আম মঁজরি মহু তুঅল তৈয়ো নে পহু মোর ঘুরল।
দীপ জরিয় বাতী জরল তৈয়ো নে পহু মোর আয়ল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল যোগিনি ক অন্ত নহি পাওল।

(৮৭) লহ=লঘু, মৃদু। পহু সঁ…কবহুঁ=প্রভুর সঙ্গে কখন মিলন হইবে? মহু—মধু। তুঅল=শেষ হইল। জরল=জ্বলিয়া শেষ হইল।

(৮৮)

হম অবলা নিরজনি রে শশি সেবল গুণ জানি রে।
হম সঁ কতেক কুরীতি রে সুপুরুষ তেজথি নে প্রীতি রে।
ডেঙ্গি বুড়ল মঝধারে লৈ জহাজ করু পার রে।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে সুপুরুষ বসথি সুঠাম রে।

(৮৮) নিরজনি=একাকিনী। কুরীতি=অপরাধ। বুড়ল=ডুবিল। সুঠাম=সুস্থানে।

(৮৯)

তোঁহে প্রভু সুরসরি ধার রে পতিত ক করিয় উধার রে।
তুর সঁ দেখল গাঁগ রে পাপ রহল নহি আঁগ রে।

সুরসরি সেবল জানি রে এহন পরস মানি রে।
ভনহিঁ বিস্তাপতি ভান রে সুপুরুষ গুণ ক নিধান রে।

(৮৯) তোঁহে…ধার রে=প্রভু তুমি গঙ্গার ধারা। গাঁগ=গঙ্গা আঁগ=অঙ্গ। মানি=পাইব বলিয়া।

(৯০)

সুজন অরজ কত দন্দ রে অবসর নে করিয় মন্দ রে।
ইহো থিক সুজনক রীত রে কতহু নে তেজথি প্রীত রে।
নারিক জঁ থিক দোষ রে নাগর কে হসি লোক রে।
ছমিয় হমর অপরাধ রে বচন কয়ল নহি আধ রে।
সাতখণ্ডি কুসিআর রে রস দৈ নিকস পোআর রে।
ভনহিঁ বিস্তাপতি গাব রে জলধর জলনিধি পাব রে।

(৯০) সুজন…দন্দ রে=হে সুজন, প্রার্থনা পুরণের আর দেরী কত? অবসর…মন্দ রে=অবসর নষ্ট করিও না। নাগর…লোক রে=লোকে স্বামীকে উপহাস করে। ছমিয়=ক্ষমা কর। কুসিআর=আখ। রস দৈ… রে=রস দিয়া শুষ্ক খড়ে পরিণত।

(৯১)

সুজন অরজ কত দন্দ রে অবসর নে করি মন্দ রে।
সাতখণ্ড কুসিআর রে নিকসল প্রেম পোআর রে।
নব কামিনি নব নেহ রে তেজলহি হমর সিনেহ রে।
ওতহি রহথু দৃগ ফেরি রে দর্শন দেথু এক বেরি রে।
ভনহিঁ বিস্তাপতি ভান রে সুপুরুষ গুণক নিধান রে।

(৯১) নিকসল=নিষ্কাশিত (squeezed out)। নেহ, সিনেহ=স্নেহ। দৃগ ফেরি=দৃষ্টি ফিরাইয়া।

(৯২)

এতদিন ছল নবনীত রে জল মিন জেহন পিরীত রে।
একহি শয়ন ছল কান রে মোরা লেখে দুর দেশ ভান রে।

একহি বচন বিচ ভেল রে ইঁসি প্রভু উতরো ন দেল রে।
ওত জায় রহল লোভায় রে কেও নহি কহয় বুঝায় রে।
জাহি বন সিকিওনে ডোলরে তাহি বন পিয়া ইঁসি বোল রে।
হেম হরদি কত বীচ রে সুপুরুষ চিহ্নল উঁচ নীচ রে।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে পুরুষ ক নহি পরমান রে।

(৯২) নবনীত=নব প্রেম। জল মিন…রে=মীন অর্থাৎ মাছের যেরূপ জলের প্রতি প্রেম। বচন=বাদ বিবাদ। জাহি বন…রে=যে বনে শরবনও নড়ে না অর্থাৎ নির্ব্বাত নীরব স্থান। সিকি এক প্রকার ঘাস যদ্দ্বারা খসখস প্রস্তুত হয় এবং স্ত্রীলোকেরা মাদুর ডালী প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

(৯৩)

কোন বন বসথি মহেশ কেও নহি কহথি উদেশ।
তপোবন বসথি মহেশ ভৈরব করথি কলেস।
কান কুণ্ডল হাথ গোল তাহি বন পিআ মিঠি বোল।
জাহি বন সিকিওন ডোল তাহি বন পিআ ইঁসি বোল।
এক হি বচন বিচ ভেল পহু উঠি পরদেশ গেল।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাব রাধাকৃষ্ণ বনাব।

(৯৩) কলেস=ক্লেশ, তপস্যা। গোল=চক্র। বনাব=লীলা।

(৯৪)

মধুপুর গেল ভগবান রে হুনি বিনু ত্যাগব প্রাণ রে।
জইতথি তীন ফল আন রে মধু মিসরী পকবান রে।
হুনকা কে কহ আন রে অপনহি চতুর সয়ান রে।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে সুপুরুষ বসথি সুঠাম রে।

(৯৪) হুনি বিনু=তিনি বিনা। আন=আনিল। আন=অন্য। সুঠাম=উত্তম স্থান।

(৯৫)

মোহন মধুপুর বাস রে হম হুঁ জায়ব তনি পাস রে।
কুবুজিক কয়ক সিনেহ রে তেজলহি হমর পিরীত রে।
অলি কৈ কুসুম অনেক রে কুসুম কে ত অলি এক রে।
ওতহি রহথু মুখ ফেরি রে দর্শন দেথু এক বেরি রে।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান রে সুপুরুষ বসথি সুঠাম রে।

(৯৫) তনি = তাঁহার। কুবুজিক = কুব্জাকে। অলি···রে = ভ্রমরের অনেক পুষ্প আছে, কিন্তু পুষ্পের তো একই ভ্রমর। ওতহি = ওখানেই।

(৯৬)

তোঁহে জলধর সহজহি জলরাজ।
হমে চাতক জলবিন্দু ক কাজ॥
জল দএ জলদ জীব মোর রাখ।
অবসর দেলে সহস হো লাখ॥
তহু দেখ চাঁদ রাহু কর পান।
কবহু কলা নহি হোঅ মলান॥
বৈভব গেলে রহ এ বিবেক।
তইসন পুরুখ লাখ থিক এক॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি দূতী সে।
দুই মন মেল করায় এ জে॥

(৯৬) সহজহি = স্বভাবতঃই। দএ = দিয়া। অবসর = সময় মত। সহস = সহস্র। মলান = ম্লান।

(৯৭)

আজু পড়ল মোরা কোন অপরাধে।
কি এ নে হেরিয় হরি লোচন আধে॥
আন দিন গহি গ্রীব আনিয়ে দেহে।
বহুবিধ বচন বঢ়াবিয় নেহে॥

মন দৈ রুসি রহল প্রভু সোয়।
পুরুষ হৃদয় এহন নহি হোয় ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভানে।
সুপুরুষ গুণ ক নিধানে ॥

(৯৭) গহি গ্রীব = গ্রীবা (গলা) গ্রহণ করিয়া (?)। নেহে = স্নেহ, প্রেম।

৯। শিবের শ্বশুরালয়

(৯৮) সমদৌনি

অথন মহাদেব কোবরা সঁ চলল সখি সব ছেকল দুআর।
খিড়কী ক ওট সোঁ কহথি গৌরা দাঈ স্বামীজী সঁ অরজী হমার ॥
এক বের আহে স্বামী রূপ বদলি লিয় নৈহরক লোক পতিয়ায়।
নাগ সসরি গেল বাঘ গুজরি গেল সরহোজি চলল পড়ায় ॥
জটা সম্হারল বিভূতি উতারল জায় কয়ল অসনান।
অষ্ট অঙ্গ শিব বিভূতি রমাওল দেখইত সুন্দর শ্যাম ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনিয় মনাইন ইহো থিকা ত্রিভুবন নাথ।
এহি যোগী জার লয় গৌরী তপ কয়লহি হিন সঁ হোয়তী সনাথ ॥

(৯৮) ছেকল দুআর = দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। গুজরি গেল = চলিয়া গেল। পতিয়ায় = প্রত্যয় করে। অসনান = স্নান। অরজী = প্রার্থনা।
এই গানের শেষাংশ নং ৭০ গানের অনুরূপ।

(৯৯)

আগে মাঈ গৌরী মহাদেব মহুঅক বৈসলা গামক গোপী গাবে গীত ॥
এক অজগুত হম পহিলহিঁ দেখলহুঁ শিব ধোয়ল গৌরীক পৈর।
দোসর অজগুত হম আওরো দেখলহুঁ গৌরী আগা বরক থার ॥
অনল বদল করি শিব আপনাওল গৌরী বৈসল হিয় হারি।
তেসর অজগুত হম আওরো দেখলহুঁ গৌরী মারু শিবকে চাট ॥

ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইন ইহো থিকা ত্রিভুবন রায়।
পারবতী কে ইহো বর লিখল লিখল মেটল নহি জায়॥

(৯৯) মহুঅক=বিবাহের পরবর্ত্তী এক বিধি। বিবাহের চতুর্থ দিনে কন্যা পায়স রাঁধিয়া বরকে খাওয়ায়, তদুপলক্ষে এই গান গীত হয়। গামক= গ্রামের। অজগুত=অদ্ভুত। আগা=সম্মুখে। থার=থাল। হিয় হারি=হৃদয় অর্থাৎ সাহস হারাইয়া।

---

(১০০)

প্রথম হি শঙ্কর সাসুর গেলা।
বিনু পরিচয়ে উপহাস পড়লা॥
পুছিও ন পুছল কে বৈসল যহাঁ।
নিরধন আদর কে কর কহাঁ॥
হিমগিরি মণ্ডপ কৌতুক বসি।
হেরি হসল বুঢ় তপসী॥
সে সুনি গৌরী রহলি শির লায়ে।
কে কহত মাকে তোহর জমায়ে॥
সাপ শরীর কাঁথ বোকানে।
প্রকৃত ঔষধ কে দহ জানে॥
ভনই বিদ্যাপতি সহজ কহ।
আড়মুরে আদর হো সব তহ॥

(১০০) সাসুর=শ্বশুরালয়। পুছিও ন পুছল=পুছিয়াও পুছিল না। বৈসল=বসিলেন। লায়ে=নোয়াইয়া। কাঁথ বোকানে=কাঁধে ঝুলি। কে দহ=কে? আড়মুরে=ধনী ব্যক্তি। সব তহ=সর্ব্বত্র।

(১০১)

হর বাহু জটা শির বাহু জটা পাগ পহিরু তন ওঢ়ু লোপটা।
আপন হি মন শির এতয় চলল কিএ কোবরাক চালি চলু নে ছটা॥
দশ পাঁচ সখি সব কোবরা ক ঘর সঁ হমর কহল শির করু একটা।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন্ এ মনাইন বর ছাড় ভাঙ্গ ঝোরি ঝটা।

(১০০) ওঢ়ু = পরুন। তন…দোপটা = শরীরে দুপট্টা বা পট্টবস্ত্র পরুন। ঝটা = শীঘ্র।

(১০২)

চলু শিব কোবরা রীতিয়ে	দোপটা ওঢ়ু ভোলা।
অছি ভরি নগর হকার হে	ভল মানুষ টোলা॥
পহিরব নহি জে পাগ হে	মর্য্যাদা হানি।
কৈলহুঁ বূঢ় জমায় হে	ভল মানুষ জানি॥
হরক হার নিহারি হে	হেরথি বাঘক ছালা।
হসথি বৈসথি সতী আজ হে	জত আইলি বালা॥
ভূধর রাজ জমায় হে ট	ছাউর করু ত্যাগে।
বহুবিধ আতর সুগন্ধ হে	লাগত অনুরাগে॥
প্রণত কহত বিদ্যাপতি হে	সুন্ শম্ভু নিহোরা।
শুভ শুভ করু গুণ গান হে	জগ জন শুভ লীলা॥*

(১০২) কোবরা = বাসর, শ্বশুরালয় (বিবাহের পর ত্রিরাত্র শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হয়)। দোপটা = পট্টবস্ত্র। হকার = নিমন্ত্রণ। টোলা = পাড়া। ছাউর = ছাই।

(১০৩)

মেনকা :— কতহু সমসধর কতহু পয়োধর
ভল বর মিলল সুশোভে।
অধঙ্গ ধইলি নারি ন গুনলি নিজ গারি
গরুয় গৌরী গুণ লোভে॥

---

* অন্তিম দুই পংক্তির বদলে কোন পুঁথিতে নিম্নলিখিত পাঠ পাইয়াছি।

প্রণত কহত কবি চন্দ হে সুন্ শম্ভু নিহোরা।
এখনো ধবি নে সুধায় হে রানীক দীর্ঘ লোরা॥

চন্দ কবি বা চণ্ডা ঝা ১৯০৮ সনে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার রচিত "মিথিলা ভাষা রামায়ণ" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। লোরা = অশ্রু।

আলো শিব শম্ভু তুমি শিব শম্ভু
তুমি জে বধিলে পঁচবানে ॥

শিব :— গাঙ্গ লাগি গিরিজাক মনাউলি হে
কাহে দেবী বোলহ মন্দা।
চরণ নমিত ফণী মণিময় ভূষণ
ঘর খিখিয়ায়ল চন্দা ॥

কবি :— ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ ত্রিলোচন
পদ পঙ্কজ মোরি সেবা।
চন্দল দেবীপতি বৈদ্যনাথ গতি
নীলকণ্ঠ হর দেবা ॥

(১০৩) কতহু = কোথায়। সমসধর = জটাধর (?)। পয়োধর = গৌরীর সুগঠিত দেহ (?)। সুশোভে = সুশোভিনী। অধঙ্গ = অর্দ্ধাঙ্গ। ধইলি = ধরিল। গুনলি = গণিল। নিজ গারি = নিজের কুলের গালি বা নিন্দা। গরুয় = গুরু। বধিলে পঁচবানে = মদনকে বধ করিয়াছ। গাঙ্গ = গঙ্গা। গিরিজা = পার্ব্বতী, গৌরী। মনাউলি = মানাইলাম। বোলহ = বলিতেছ। মন্দা = মন্দ, কটু। খিখিয়ায়ল = রাগ করিল।

(১০৪)

উমতা ন তেজয়ে অপনি বানি।
বস সম্বরা কত কর উবানি ॥
গঙ্গাজল সিচু রঙ্গভূমি।
পিছড়ি খসল হর ঘুমি ঘুমি ॥
অবলম্বনে গৌরী তোরয় জায়।
করকঙ্কণ ফণী উঠ ফঁফায় ॥
সবে সবতহ বোল গিরি জমায়।
বসহ চঢ়ল হর রুসল জায় ॥
জমাইক পহিরণ বাঘছাল।
চরণ ঘাঘর বাজয় মুণ্ডমাল ॥

ভনই বিদ্যাপতি শিব বিলাস।
গৌরী সহিত হর পুরথু আস॥

(১০৪) উমতা=উন্মত্ত। বানি=চাল, ব্যবহার। বস=বাস করিয়া। সসুরা=শ্বশুরালয়ে। উবানি=বিপরীত ব্যবহার। সিচু=সেচন করে। রঙ্গভূমি=নৃত্যভূমি। পিছড়ি=পিছলাইয়া। খসল=পড়িয়া গেল। ঘুমি=ঘুরিয়া। অবলম্বনে=ধরিবার জন্য। তোরয়=ত্বরায়। ফঁফায়=ফোঁস করিয়া। রুসল=রুষ্ট হইয়া। পহিরণ=পরিধান। ঘাঘর=ঘুঙুর।

(১০৫)

কিধর গেল ভোলা ডমরু বজাকে কিধর গেল ভোলা।
অঙ্গ বিভূতি গলে রুদ্রমাল বন বন ফিরত অকেলা।
খোজন চললি সাস্থ মনাইন খোজি আইলি ভরি টোলা।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইন ভোলা ভেলা অনমোলা।

(১০৫) অকেলা=একেলা। খোজন=খুঁজিতে। ভেলা=হইলেন। অনমোলা=বিভ্রান্ত।

(১০৬)

কবি :— মচিয়া বৈসল গৌরী হেরথি বাটিয়া
কব আই হে তপসী হমার।
উতরহিঁ রাজ সঁ আয়লা মহাদেব
বৈস গেলা রাজদ্বার॥

গৌরী :— জল লিঅ পাব ধোউ ঈশ্বর মহাদেব
কহু মুনি কুশল সংবাদ।

নারদ :— এক কুশল গৌরী দোসরে জে কুশল
কুশল মঁয় কুল পরিবার।
এক কুশল গৌরী কহলো নে জায়
শিব কয়লৈন দোসর ব্যাহ।

গৌরী :— নহি হম আহে শিব ভাঙ্গ কে চোরনী
নহি হম কোখিয়া বিহীন ॥
নহি হম আহে শিব সেবা মেঁ চুকলহুঁ
কিয়ে কৈলহুঁ দোসর ব্যাহ।

নারদ :— তোহর সন গৌরী পতরি ছিতরি
তোহর সন সুকুমারী।
বত্তিসো দাঁত হুনকর বিজুলী চমকৈন
সন্ধ্যা হুনকর নাম।

গৌরী :— মরি হোগে সন্ধ্যা তোহর জেঠ ভৈয়া
মরি হো মঁয় কুল পরিবার।
তীন ভুবন বর কতহুঁ ন ভেটল
ভেলে সৌতীন হমার।
সৌতীন সৌতীন জনু করি গৌরী
হোয়ব মঁয় চেড়িয়া তুমহার ॥
কাত্তিক গণপতি গোদ খেলায়ব
কাটব বসহা ক ঘাস।

কবি :— ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন্ মহেশ্বর
হমর সুধি কছু ভুলি গয়ো ॥

(১০৬) মচিয়া = মাচা, খাটিয়া। বাটিয়া = রাস্তা। আই = আসিবে। উতরহি রাজ সঁ = উত্তর দেশ হইতে। মুনি = নারদ (যিনি সঙ্গে ছিলেন)। কহলো ন জায় = বলা যায় না। কোখিয়া = কুক্ষি, গর্ভ। কোখিয়া বিহীন = নিঃসন্তান। চুকলহুঁ = ত্রুটি করিয়াছি। সন = সমান। পতরি ছিতরি = কৃশাঙ্গী। বিজুলী চমকৈন = বিদ্যুতের মত চমকায়। হুনকর = তাঁহার। জেঠ ভৈয়া = বড় ভাই (অনাদরে)। জনু করি = করিও না। চেড়িয়া—দাসী। গোদ = কোলে। সুধি = খোঁজ, তত্ত্ব তালাশ। ভাষা হইতে মনে হয় এই গীতের এবং ৫২ নং গীতের রচয়িতা একই ব্যক্তি।

১০। শিবের সংসার

(১০৭) ঐজন

পাহুন নন্দী ভবানী আজ পাহুন নন্দী ভবানী।
মাই হে বৈসক দেলৈহি বাঘাম্বর আনি॥
ঘর নহি সম্পতি ঘৃত নহি গোরস।
পাহুন আনল মাই হে কোন ভরোস॥
হর মালা লয় ধরথি ধ্যান।
পাহুন জময় মাই হে পহিলে সাঁঝ॥
মাঁগি চাঁগি লায়লাহ মাই হে তামা দুই ভিখিয়া।
হরক চরিত্র দেখি হাসয় পড়োসিয়া॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন্থ এ ভবানী।
এহন পাহুন মাই হে নিত দিন আনি।

(১০৭) পাহুন = অতিথি। নন্দী = হে নন্দী। বৈসক = বসিতে। সম্পতি = সম্পত্তি। গোরস = দুধ। তামা = শস্যাদি মাপিবার কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র। জময় = খায়। পহিলে সাঁঝ = সন্ধ্যার পূর্ব্বভাগ।

(১০৮) সোহর

টুটলী ফটলী মড়ইয়া
দেখৈত সেহায়ন হে।
তাহি তর গৌরী দাঈ ঠারি
মনহি মন সোচথি হে॥
মাঁগি চাঁগি লায়লাহ সদাশিব
তামা দুই ধান।
বাঘছাল দেলৈহি পসারি
বসহা খোজি খায়ল হে॥
অদহন দেলৈহি চঢ়ায়
পাইচ নাবয় গেলি হে।
কেহন নগরকের লোক
কি পাইচ নহি দেলক হে॥

অদহন দেলৈন্হি উতারি
বৈসলি মন ভারিয়ে হে।
সাঝথন আওতা সদাশিব
কি লয় বুঝায়ব হে॥
কেহন নির্দয় ভেল মায় বাপ
কি দেখি ভুলল হে।
কয় দেল তপসী ভিখারী
তকর ফল পাওল হে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল
গায়ি সুনাওল হে।
এহ যোগিয়া থিক দানী
জগত ভরমাওল হে॥*

(১০৮) টুটলী ফটলী = ভাঙ্গাচুরা। মড়াইয়া = মাচা বা কুড়ে ঘর। সোহায়ন = শোভন, সুন্দর। তর = তলে। ঠাঢ়ি = দাঁড়াইয়া। মনহি মন সোচথি = মনে মনে চিন্তা করিতেছেন। লায়লাহ = আনিলেন। পসারি = বিছাইয়া। অদহন = ভাতের জল। পাইচ = ধার। লাবয় = আনিতে। উতারি = নামাইয়া। ভারিয়ে = ভার করিয়া।

(১০৯)

বেরি বেরি অরে শিব মোঁয় তোয় বোলো
কিরিষি করিয় মন লাই।
বিনু শরমে হর ভীখ পএ মাগিয়
গুণ গৌরব দূর জাই॥
নিরধন জন বোলি সবে উপহাসয়
নহি আদর অনুকম্পা।
তোঁহে শিব আক ধথুর ফুল পাওল
হরি পাওল ফুল চম্পা॥

* রাখল গৌরীকের মান অমৃত ফল ভোজন হে।—ইতি পাঠান্তর।

খটাঙ্গ কাঠি হর হল জে বনাবিয়
ত্রিশূল তোড়িয় করু ফার।
বসহা ধুরন্ধর হর লয় জোতিয়
পাটয় সুরসরি ধার॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনহ মহেশর
ঈ লাগি কয়ল তুঅ সেবা।
এতয় জে বরু সে বরু হোয়ল
ওতয় শরণ জনি দেবা॥

(১০৯) কিরিষি = কৃষি। মন লাই = মন দিয়া। আক = অর্ক। বিনু···মাঁগিয় = লজ্জাহীন হইয়া ভিক্ষা মাগ। খটাঙ্গ = খট্টাঙ্গ। তোড়িয় = ভাঙ্গিয়া। ফার = ফাল। পাটয় = সেচ। এতয় = এখানে, ইহকালে। ওতয় = ওখানে, পরকালে।

(১১০)

নিত উঠি গৌরী শিবকে মনাওথি
করু বিঘা দুই খেত।
ত্রিশূল ছোড়ায় শিব ফার বনৌলহি
ভাঙ্গ ঘোটনা কে হরীস॥
জটা তোড়ি শিব হরলধা বনৌলহি
হর কয়লহি সমতুল।
এক দিশ জোতলহি বসহা বড়দ শিব
এক দিশ জোতলহি বাঘ॥
পুব পছিম কে আঁতর ধয়লহি
ধয়লহি খেতক চাস।
এক কোলা বোয়লহি আক ধথুর শিব
এক কোলা বোয়লহি ভাঙ্গ॥
এক দিন গৌরী মনহিঁ সোচথি
কেহন ভেল শিবকের জ্ঞান।

ভনহিঁ বিস্থাপতি সুন্থ এ ভবানী
ইহো থিকা ত্রিভুবন নাথ।
তীনি ভুবনকের ইহো ছথি ঠাকুর
দাতা ত্রিপুরারি ভোলানাথ ॥

(১১০) মনাওথি = বুঝান। বনৌলহ্নি = বানাইলেন। ভাঙ্গ ঘোটনা = ভাঙ্গ ঘোঁটা, বিষদণ্ড। হরীস = হলকাষ্ঠ। হরলধা = বন্ধন রজ্জু। আঁতর = হলরেখা বা সীতা (furrow)। কোলা = জমীর অংশ (plot)। বোয়লহ্নি = বুনিলেন।

(১১১)

বুঢ়হ বয়স হর বেসন ন ছোড়লে
কী ফল বসহ ধবাই।
ভাগ ভেল শির চোট ন লগলে
কে জানে কী হোই আই ॥
বসহ পলায়ল কে জানে কতয় গেল
হাড়মাল কী ভেলা।
ফুটি গেল ডমরু ভসম ছিড়িয়াওল
অপথে সঁপতি দূর গেলা।
হমর হটল শির তোঁহ হি ন মানহ
অপন হঠ বেবহারে।
সকল জগত সবহঁ কায় সুনিয়
ঘরনীক বোল নহি টারে ॥
ভনই বিস্থাপতি সুনহ মহেসর
ঈ জানি অয়লহুঁ তুঅ পাসে।
তোহরা লগ শির বিঘনি বিনাসয়
অনেক কোন তরাসে ॥

(১১১) বেসন = ব্যসন, নেশা। ধবাই = ধাবিত করিয়া। ভাগ = ভাগ্য। আই = আজ। সঁপতি = সম্পত্তি। হটল = বারণ, নিষেধ। হঠ = জিদ। সবহঁ কায় = সকলের কাছে। ঘরনী = গৃহিণী। বোল = কথা। টারে = ঠেলে। লগ = নিকটে। তরাসে = ত্রাস।

(১১২)

বুঢ়রা বড় রঙ্গরসিয়া।
জতয় গৌরী দেখু ততয় বিহসিয়া ॥
বুঢারী বয়স হরকে বালক ভেল।
নহি ঘর উবটন নহি ঘর তেল ॥
মাগনী ক সাড়ী দেলহি ওছায়।
চান সূর্য দেল দেহরি বৈসায় ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় মহেশিয়া।
হরকে চরিত্র দেখি হসথি পরোসিয়া ॥

(১১২) রঙ্গরসিয়া=রসিক। জতয়=যেখানে। ততয়=সেখানে। বিহসিয়া=বেহঁস। উবটন=স্নানীয় চূর্ণ। ওছায়=বিছাইয়া। চান=চন্দ্র। দেহরি=দ্বারে।

(১১৩) নচারী

সবটা খায়ে গেল ভাঙ্গ।
ফুজি গেল বসহা সব চবায় গেল ভাঙ্গ ॥
পুজা কয়ল পাঠ কয়ল কয়ল কত দান।
বারি মেঁ জব দেখল গেল একোটানে ভাঙ্গ ॥
কাত্তিক গণপতি বালক দোনো ছথি বান।
বসহা কে বাছা বাছা পারে কোনা ভাঙ্গ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু গৌরা দাঈ।
ভোলা কে বসহা ছন ভাঙ্গ মেঁ পরান ॥

(১১৩) ফুজি গেল=খোলা, দড়ি ছাড়া। চবায়=চিবাইয়া। বারি মেঁ=সময় মত। বান=অল্পবয়স্ক।

(১১৪) নচারী

বড়দাকে বাহু হে ভোলা।
অঙ্গনে অঙ্গনে খায় পথার
উলহন দেত ভরি টোলা।

দানা ঘাস একো নহি জুরে
নহি জুরে সুতরীক ডোরা।
খাক লপেটে জটা বঢ়াবে
ঘুমি ঘুমি আরে ভরি টোলা।
সগর বদন মেঁ অজগর লপটে
দেখি দেখি ডর লগোলা।
মোর ভোলাজী ছথি মত ৱালা
পিৱত ভাঙ্গ কা গোলা।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু শিৱশঙ্কর
জে ৱর মাঁগে সে মিলোলা।

(১১৪) বাহু = বাঁধুন। অঙ্গনে অঙ্গনে = বাড়ী বাড়ী বা মাঠে মাঠে। পথার = শুষ্ক শস্য। উলহন = উপরাগ, গঞ্জনা, নিন্দা। টোলা = পাড়া। জুরে = জোটে। সুতরীক ডোরা = সুতলীর দড়ি। খাক লপেটে = ছাই মাখে। সগর = সমস্ত।

(১১৫) নচারী

গৌরা তোর ভাঙ্গিয়া।
বড়লো নে বাহে গৌরা তোর ভাঙ্গিয়া॥
অঙ্গনে অঙ্গনে খায়ত পাথার।
রোময় গেলহুঁ ত ঝুকি ঝুকি মার॥ *

---

* কোন কোন পুঁথিতে চতুর্থ পংক্তির পরে অন্য প্রকার পাঠ পাওয়া যায়—

ঘর অঙ্গন কে একো নাহি ভার।
আক ধথুর ফল করথি আহার॥
দেখু ঈ পুরুষ কে কেহন ছন কাজ।
নহি ছন গৌরব নহি ছন লাজ।
নহি দিঅ উলহন নহি দিঅ গারি।
হম ছী বিরহিন মানলি হারি।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু নর নারী।
এহন পুরুষ কে কেহন ছন নারী॥

ছন = হয়। নহি…মানল হারি = (গৌরীর উক্তি)।

একমন হোইয়ে শিবকে দিয়েন উপরাগ।
দেহরী বৈসল ছথি বাসুকি নাগ ॥
কাতিক গণপতি দুই চরবাহ।
ইহো দুন্ বালক বড়দো হরাহ ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয়ে সমাজ।
ইহো দুন্ বেকতি কৈঁ একো কে নে লাজ ॥

(১১৫) গৌরা = গৌরী। ভাঙ্গিয়া = ভাঙ্গখোর। নে বান্হে = বাঁধে না। রোময় = নিবারণ করিতে। ঝুকি ঝুকি মার = মাথা নীচু করিয়া মারিতে আসে। দেহরী = দ্বারে। একমন···নাগ = ভাবিলাম এক সঙ্গে গিয়া শিবকে গঞ্জনা দিয়া আসি, (কিন্তু দেখি), দ্বারে বাসুকি নাগ বসিয়া আছে। চরবাহ = রাখাল। হরাহ = বদমাশ। বেকতি = ব্যক্তি।

(১১৬) নচারী

গৌরা তোর অঙ্গনা।
বড় অজগুত দেখল তোর অঙ্গনা ॥
এক দিশ বাঘ সিংহ করে হুলনা।
দোসর বড়দ ছোহ সে হো বৌনা ॥
কাতিক গণপতি দুই চেঙ্গনা।
এক চঢ়ে মোর পর এক মূস লাদনা ॥
পাইচ উধার মাঁগয় গেলহুঁ অঙ্গনা।
সম্পতি মধা দেখল এক ভাঙ্গ ঘোটনা ॥
খেতীনে পাথারী শিবকে গুজর কোনা।
মাঁগনী কে আশ ছৈহ্নি বর্খো দিনা ॥ *
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন্ উগনা।
দারিদ্র হরণ করু ধৈল শরণা ॥

* খেতী নে পাথারী করু ভাঙ্গ অপনা।
জগত কে দানী খিক্ষা তীনো ভুবনা ॥ ইতি পাঠান্তর।

(১১৬) অঙ্গনা = আঙ্গিনা, ঘর। অজগুত = অদ্ভুত। দিশ = দিকে। হলনা = হুটোপাটী। ছোহ = আছে। বৌনা = খর্ব্বকায়। চেঙ্গনা = চেংড়া, ছোঁড়া। মোর = ময়ূর। মূস লাদনা = ইঁদুরে চড়ে। মাঁগনী…দিনা = সারা বৎসর ভিক্ষার উপর আশা। গুজর = নির্ব্বাহ। উগনা = উন্মত্ত। ধৈল = ধরিলাম।

(১১৭)

জনিকা এতেক আটন পাটন
সে কোনা সুতথি নিশ্চিন্ত, হে মাই।
খেত ন করথি ভীখ ন মাঁগথি
বালক ভোজন মাঁগে, হে মাই।
সেরেক কোদো আনি গৌরা দাঙ্গ
বাঘছাল দেলৈন পসার, হে মাই।
গৌরা মনাইনি পানি লয় গেলি
ফুজল বসহা খায়লক, হে মাই।
পাচ মুখ লয় অপন হি জেহথি
ছয় মুখ লয় কয় বেটা, গে মাই।
সহস্র ফণা লয় বাসুকি জেহথি
কো ন কহথি ভরি পেট, গে মাই।
নহি ঘর অম্বর নহি ঘর সামর
নহি মোর পাইচ উধার, গে মাই।
এক দিন ভুখ সহল ন জায়
মাসক মাস উপাস, গে মাই।
বাসুকি জীরথি পবন জে পীবথি
শিব জহর বিষ খাথি, গে মাই।
স্বামী সেবক ইহি বিধি খেপথি
হমরা কোন উপায়, গে মাই।
ভনহি বিদ্যাপতি সুনু গৌরী পারবতী
তুহঁ জে বড় তপ কৈলহি, গে মাই।

এতহু জো বিধি খেপল

ওতহু শরণ দিহ, গে মাই।

(১১৭) আটন পাটন = অনটন। সুতথি = ঘুমায়। কোদো = এক প্রকার শস্য। মনাইন = দেবী। পানি লয় = জলের জন্য। ফুজল = ছাড়া। জেম্বথি = খায়। বেটা = ষড়ানন কার্ত্তিক। কো = কেহ। ভরি = ভরিয়াছে। অম্বর = বস্ত্র। স্বামী সেবক = প্রভু ও ভৃত্য। ইহি বিধি খেপথি = এইরূপে (সময়) ক্ষেপণ করে। এতহু জো বিধি খেপল = ইহকালে যে কোনরূপে কাটিল।

১১। হর-গৌরীর কন্দল

(১১৮)

পঞ্চবদন হর ভসমে ধবলা।
তীনি নয়ন এক বরয় অনলা॥
দুখে বোলয় ভবানী।
জগত ভিখারী হমে মিলল স্বামী॥
বিষধর ভূষণ দিগ পরিধানা।
বিনু বিত্তে ঈশ্বর নাম উগনা॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ ভবানী।
হর নহি নিধন জগত স্বামী॥

(১১৮) ধবলা = ধবল। বরয় অনলা = অনল বর্ষে। দিগ পরিধানা = উলঙ্গ, দিগম্বর। বিনু বিত্তে = বিনা ধনে। উগনা = উন্মত্ত।

(১১৯)

বাঁধয় বিকট জটা।
তঁই থিহু চাঁদক ফোটা॥
কত যুগ সহস বয়স বীতি গেলা।
উগত মহাদেব সুমত ন ভেলা॥

মৌলি মেলয় ছার।
সহজই ন তেজয় পার ॥
সুকবি বিদ্যাপতি গাউ।
জীব শিবসিংহ রাউ ॥

(১১৯) তঁই থিহ=তাহাতে আছে। চাঁদক ফোঁটা=চন্দ্রকলা। সহস=সহস্র। মেলয়=মিলাইয়াছে। ছার=ছাই। মৌলি···পার=মাথায় ভস্ম মিশিয়াছে, সহজে ছাড়াইতে পারিবে না। গাউ=গায়। রাউ=রাজা।

---

(১২০)

কওনে উমতওলা হে তৈলোকনাথ।
নিতে উগারিয় নিতে ভসম সাথ ॥
পাট পটম্বর ধর উতারি।
বাঘছাল নিতে পহিরহ ঝারি ॥
তুরয় ছাড়ি চঢ় বসহ পীঠি।
লাজে মরিয় জাও হেরিয় দীঠি ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুনহ গোরী।
হর নহি উমতা তোঁহ হি ভোরী ॥

(১২০) কওনে=কেন। উমতওলা=উন্মত্ত। নিতে=নিত্য। উগারিয়=
=অঙ্গে লেপন কর। ভসম সাথ=ভস্ম মাখ। ধর উতারি=খুলিয়া রাখ। ঝারি=ঝাড়িয়া। তুরয়=তুরঙ্গ। দীঠি=দৃষ্টিতে, চোখে। ভোরী=মুগ্ধা, বিহ্বলা।

(১২১)

তোঁহি কোন বুধি দেল হে উমতা ॥
ললিত ধাম তেজি বসথি মসানে হে।
অমিয় নহি পিবথি করথি বিষ পানে হে ॥

চানন নহি হিত ৱিভূতি ভূষণে হে।
মণি নহি ধরহ ফণী কওন ভূষণ হে ॥
হয় গজ রথ তেজি বসহা পলানে হে ॥
পলঙ্গা নহি স্থতথি ও ভূমি শয়ানে হে ॥
ভনই ৱিদ্যাপতি ৱিপরীত কাজে হে।
অপনই ভিখারী সেরক দিয় রাজে হে ॥

(১২১) বুধি=বুদ্ধি। পিরথি=পান করে। কওন=কিরূপ। হয়=ঘোড়া। পলানে=আরোহণ। পলঙ্গা=পালঙ্ক। রাজে=রাজ্য।

(১২২)

আই তাঁ স্থনিয় উমা ভল পরিপাটী।
উমগল ফিরে মূস ঝোরি মোর কাটি ॥
ঝোরিরে কাটিয়ে মূস জটা কাটি জীবে।
শির মেঁ বৈসল স্থরসরি জল পীবে ॥
বেটারে কাতিক এক পোসল ময়ূর।
সেহো দেখি ডর মোর ফণিপতি ঝূর ॥
তোহ জে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা।
সেহ দেখি ডর মোর বসহা গোটা ॥
ভনহিঁ ৱিদ্যাপতি বাঁসক শিঙ্গা।
তপবন নাচথি ধাতিঙ্গা তিঙ্গা ॥

(১২২) আই তাঁ=আজি তো। স্থনিয়=শুনিলাম। পরিপাটী=পূর্ব্বাপর। উমগল=উচ্ছৃঙ্খল, দৌড়াদৌড়ি করিয়া। মূস=মূষিক। জীবে=বাঁচে। ফণিপতি=নাগরাজ, বাস্থকি। ঝূর=অবসন্ন। ধাতিঙ্গা তিঙ্গা=ধেই ধেই করিয়া।

(১২৩)

গৌরী :— আনে বোলব কুল অথিকহ হীন।
তেঁহি কুমার অছল এত দিন ॥

তোহর হমর শিব রয়স ভেল আয়।
আবহু ন চিন্তহ বিআহ উপায়॥
ভল শিব ভল শিব ভল বেরহার।
চিতে চিন্তা নহি বেটা কুমার॥

শিব :— হসি হর বোলথি স্থনহ ভবানী।
কাহে জনিতহু দেবী হোহ অগেয়ানী॥
দেশ বুলিয়ে বুলি খোজয়োঁ কুমারী।
হুহ্নিক সরিস মোহি ন মিলয় নারী॥

কাত্তিক :— এত স্থনি কাতিক মনে ভেল লাজ।
হম ন হে মায় বিবাহ ক কাজ॥
নহি বিবাহব হম রহব কুমার।
ন কর কন্দল অমা শপথ হমার॥

কবি :— ভনই বিদ্যাপতি এহে ভল ভেল।
কাতিক বচনে কন্দল দূর গেল॥
হে হর জগত বুলিয়ে দিঅ অভয় বর।
জগ জনি জীবথ্ মহথ মহেশ্বর॥

(১২৩) অথিকহ = হয়। ভেল আয় = হইয়াছে। আবহু = এখনও। জনিতহু = জানিয়াও। হোহ = হও। অগেয়ানী = অজ্ঞানী। বুলিয়ে বুলি = ভ্রমণ করিয়া। হুহ্নিক = উহার। সরিস = সদৃশ। কাতিক = কাত্তিক। কন্দল = কোঁদল, ঝগড়া। ভল ভেল = ভাল হইল। বুলিয়ে = ভ্রমণ করিয়া। মহথ মহেশ্বর = মহত্তর মহেশ্বর (রাজমন্ত্রী)।

(১২৪)

শিব :— নিতে মোয়ঁ জাওঁ ভীখি আনওঁ মাগি।
কবহু ন গেল মোরা সঙ্গ হু লাগি॥
ঝোরি আছ লেবাক নহি উসাস।
উপোসী হোয়ত পরতরক আশ॥
এহে গউরি মোর কওন দোষ।
বইসলে জেম গণ কওন ভরোস॥

গৌরী :— থ্‌ুল পেট তুমি লড়য় ন পার।
শিব দেখয় ন পারহ হমর বার॥
খেদি দেহে বরু নিকলি জাউ।
মেরে নামে ভীখি মাগি খাউ॥
দেখহ লোক আইসনি জোয়।
মনুস উপর কইসে মাউগ হোয়॥
অপনা পুত কে ন জানয় কাজ।
নিঠুর ভই কত মোহ সঙ্গো বাজ॥

কবি :— ভনই বিদ্যাপতি দেবহি দেও।
করিঅ বকম জইসে হস ন কেও॥
গণপতি দেখলে হোয় সব কাজ।
রাজা শিবসিংহ একছত্র রাজ॥

(১২৪) লেবাক = লওয়ার। উসাস = উৎসাহ। বইসলে জেম গণ = গণেশ বসিয়া খাইতে। থ্‌ুল = স্থূল, মোটা। লড়য় ন পার = নড়িতে পারে না। বার = বালক। খেদি দেহে = তাড়াইয়া দাও। নিকলি জাউ = বাহির হইয়া যাউক। জোয় = খুঁজিয়া। মাউগ = স্ত্রী। ন জানয় = জানাও না। ভই = হইয়া। মোহ সঙ্গো বাজ = আমার সঙ্গে বকাবকি। দেবহি দেও = দেবাদিদেব। করিঅ···কেও = এরূপ কাজ কর যাহাতে কেহ না হাসে।

(১২৫)

কবি :— রুসি চললি ভবানী তেজি মহেশ।
কর ধয় কাতিক গোদ গণেশ॥

শিব :— তোহেঁ গৌরী জনু নৈহর জাহ।
ত্রিশূল বাঘাম্বর বেচি করি খাহ॥

গৌরী :— ত্রিশূল বাঘাম্বর রহ বর পায়।
হম দুখ কাটব নৈহর জায়॥

শিব :— দেখি অয়লহু নৈহর তোর।
সভকে পহিরণ বঞ্চল ডোর॥

গৌরী :— জন্থ উকটী শিব নৈহর মোর।
নাঙ্গট সঁ ভল বন্ধল তোর ॥
কবি :— ভনহিঁ বিস্তাপতি স্থনিয় মহেশ।
নীলকণ্ঠ ভয় হরথু কলেস ॥

(১২৫) রুসি=রাগিয়া। ধয়=ধরিয়া। গোদ=কোলে। নৈহর=পিত্রালয়। জন্থ নৈহর জাহ=নৈহর যাইও না। বেচি করু খাহ=বেচিয়া খাও। রহ বর পায়=স্থরক্ষিত থাকুক। তুখ কাটব=তুঃখে কাল কাটাইব। জায়=যাইয়া। পহিরণ=পরিধান। জন্থ উকটী=নিন্দা করিও না। নাঙ্গট=নেংটি। ভয়=হইয়া।

১২। কলহান্তরিত

(১২৬)

হম সৌ রুসল মহেশ
গৌরী বিকল মন করথি উদেস ॥
তন আভরণ ভেল ভারে।
নয়ন বহে জল নিরমল ধারে ॥
পুছিয় পথিক জন তোহি।
ইহো বাটে দেখল বুঢ় বটোহী ॥
অঙ্গ মেঁ বিভূতি অন্থপে।
কী কহব প্রভুক স্থন্দর রূপে ॥ *
ভনহিঁ বিস্তাপতি তাহি।
গৌরী হর বিন্থ পরম বতাহী ॥

(১২৬) হম সৌ=আমার প্রতি। উদেস=উদ্দেশ, খোঁজ। ভারে=ভার। পুছিয়=জিজ্ঞাসা করি। তোহি=তোমাকে। বাটে=পথে। বটোহী=পথিক। অন্থপে=অন্থপম। বতাহী=উন্মাদিনী।

* কতেক কহব হনি যোগিকে সরূপে। ইতি পাঠান্তর।
হনি=তিনি। সরূপে=স্বরূপ, আকৃতি।

(১২৭)

মোর বউরা দেখল কেও কতহুঁ জাত।
বসহা চঢ়ল বিষ ভাঙ্গ খাত ॥
আঁখি নিচল মুঁহ বুয়ই লার।
পথকে চলত বউরা বিসম্ভার ॥
বাট জাওত কেও হলব ঠেলি।
অব শুনি বউরা বিনু মোয়ঁ অকেলী ॥
হাথ ডমরু কর লোইয়া সাথ।
যোগ যুগুতি কৃমি ভরল মাথ ॥
অজগর চটাইয় আঠো আঙ্গ।
শির সুরসরি জটা বোল গাঙ্গ ॥
ভনই বিদ্যাপতি সুন্ শম্ভু দেব।
অবসর অবস হমর সুধি লেব ॥

(১২৭) বউরা=পাগল। কতহুঁ=কোথাও। জাত=যাইতে। নিচল=নিশ্চল, স্থির। বুয়ই লার=লালা বহিতেছে। বিসম্ভার=বিশ্বম্ভর। হলব ঠেলি=ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে। অকেলী=একা। লোইয়া=চিমটা। যুগুতি=যুগব্যাপী। কৃমি=কীট। চটাইয়=চাটিতেছে। আঠো আঙ্গ=অষ্টাঙ্গ। বোল=বেড়াইতেছে। অবসর=অবসর কালে। অবস=অবশ্য। সুধি=খোঁজ, তত্ত্বতালাশ।

(১২৮) নচারী

কেহু দেখল নগনা।
ভিখিয়া মাঁগইত বুলে অঙ্গনে অঙ্গনা ॥
উগন উমত কেহু দেখল বিধাতা।
গৌরী ক নাহ অভয় বরদাতা ॥
বিভূতি ভূষণ কর বিষ অহারে।
কণ্ঠ বাসুকি শির সুরসরি ধারে ॥
কেলি ভূত সঙ্গে রহথি মসানে।
তৈলোক ঈসর হরকে নহি জানে।

(১২৮) নগনা=নগ্ন, উলঙ্গ। ভিখিয়া=ভিক্ষা। বুলে অঙ্গনে অঙ্গনা=অঙ্গনে অঙ্গনে (ঘরে ঘরে) বেড়ায়। উগন=পাগল। উমত=উন্মত্ত। নাহ=নাথ। অহারে=আহারে। সুরসরি ধারে=গঙ্গার ধারা। কেলি=খেলে। মসানে=শ্মশানে।

(১২৯)

বিকট জটাচয় কিছু নই লোকভয়
উর ফণিপতি দিগবাস।
কওন পথে ভেটতাহ হে আগে মাই
আইত উমত হমার॥
ত্রিপুর দহন কর ছারই খাল ভরু হে
বসহ চঢ়ল বর বূঢ়।
তীনি নয়ন হর এক অনল ভরল
শিরে সুরসরি জলধার॥
ভনই বিদ্যাপতি গৌরী বিকল মতি হে
ওহি উমতাক উদেশ॥

(১২৯) লোকভয়=লোকলজ্জা। উর=বক্ষে। ভেটতাহ=মিলিবে। আগে মাই=মা গো (পথে কোন রমণীকে দেখিয়া)। আইত=আসিতে। ত্রিপুর দহন কর=অসুরদের তিনটি নগর দগ্ধ করিয়া (শিবের নাম ত্রিপুরারি হইয়াছে)। ছারই=ছাইয়ে। খাল=চামড়ার থলি অথবা দেহের চামড়া। চঢ়ল=আরূঢ়। বর=সুন্দর।

(১৩০)

পীসল ভাঙ্গ রহল এহি গতি।
কথি লয় মনায়ব উমতা যতি॥
আন দিন নিকহি ছলাহ মোর পতি।
আই বঢ়ায়ে দেল কোন উদমতী॥
আনক নীক অপন হো ছতি।
ঠামে এক ঠেসতা পড়ত বিপতি॥

ভনহি বিদ্যাপতি সুনু হে সতি।
ঈ থীক বাউর ত্রিভুবনপতি ॥*

(১৩০) পীসল=পিষ্ট, পেষা। কথি লয়=কি লইয়া। মনায়ব=শান্ত করিব। নিকহি=ভালই। উদমতী=উন্মত্ততা। আনক=অন্যের। নীক=ভাল, মঙ্গল। ঠামে=স্থানে। ঠামে এক=কোন স্থানে। ঠেসতা =পড়িয়া যাইবেন। বিপতি=বিপত্তি। ঈ থীক=ইনি হন। বাউর= বাতুল।

(১৩১)

উগনা রে মোর কতয় গেলা।
কতয় গেলা শিব কীদহু ভেলা ॥
ভাঙ্গ নহি বটুআ রুসি বৈসলাহ।
জোহি হেরি আনি দেল হসি উঠলাহ ॥
জে মোর কহ্তা উগনা উদেস।
তাহি দেবওঁ কর কঙ্গনা বেশ ॥
নন্দন বন মেঁ ভেটল মহেশ।
গৌরী মন হরখিত মেটল কলেস ॥
বিদ্যাপতি ভন উগনা সঁ কাজ।
নহি হিতকর মোর ত্রিভুবন রাজ। †

---

* কোন কোন পুঁথিতে এই গানের অন্যরূপ পাঠ আছে—
প্রথম দুই পংক্তির স্থলে—

কতয় গেলা মোর বুঢ়া যতি।
পীসল ভাঙ্গ রহল সেহ গতি ॥

আবার ৫।৬ পংক্তির স্থলে—

একসর জো হয় আয়ব কোন গতি।
ঠেসি খসব মোর হোত দুরগতি ॥

একসর=একা। কোন গতি=কি উপায়ে। ঠেসি খসব=হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবে।

† সর্বত্র 'উগনা' স্থলে 'উদনা' পাঠ আছে এবং ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "তনিকা দেব হম কঙ্গনা বেশ" পাঠান্তর আছে।

মিথিলায় প্রবাদ আছে যে স্বয়ং মহাদেব ছদ্মবেশে উদনা বা উগনা নামে ধারণ করিয়া তাঁহার ভক্ত বিদ্যাপতির ভৃত্যরূপে বাস করিতেন। একদিন বিদ্যাপতির শিব পূজায় গঙ্গাজলের প্রয়োজন হইলে উদনাকে গঙ্গাজল আনিতে আদেশ করেন। উদনা কিছুদূর যাইয়া নিজ জটা হইতে গঙ্গাজল বাহির করিয়া আনিয়া দেয়। এই দৃশ্য দেখিয়া বিদ্যাপতি বুঝিতে পারেন যে স্বয়ং

(১৩২) উগনা = উন্মত্ত, পাগল। কতয় = কোথায়। কীদহ = কি ? বটুআ = থলিতে। জোহি = খুঁজিয়া। কহতা = কহিবে। তনিকা = তাহাকে। দেবঙ = দিব। কঙ্গনা বেশ = কঙ্কন ভূষণ। ভেটল = মিলিল। হরখিত = হর্ষিত। মেটল = মিটিল। কলেস = ক্লেশ।

১৩। উৎসবানন্দ

(১৩২) মহেশবাণী

আজু নাথ এক ব্রত	মহাসুখ লাগত হে।
তোহেঁ শিব ধরু নট ভেষ	ডমরু বজায়ব হে।
ভল তো গৌরী কহৈছহ	নাচয় হম কোনা নাচব হে।
চারি সোচ মোহি হোয়	কোন বিধি বাচব হে।
অমিয় চুবিয় ভূমি খসত	বাঘাম্বর জাগত হে।
হোয়ত বাঘাম্বর বাঘ	বসহা কেঁ খায়ত হে।
শির সঁ সসরত সাপ	দহো দিশি জায়ত হে।
কাতিক পোসল ময়ুর	সে হো ধরি খায়ত হে।
জটা সঁ ছিলকত গঙ্গ	ভূমি ভরি পাটত হে।
হোয়ত সহস্রমুখ ধার	সমেটলো নে জায়ত হে।
মুণ্ডমাল টুটি খসত	মসানী জাগত হে।
তোহেঁ গৌরী জায়বহ পড়ায়	নাচ কে দেখত হে।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল	নাচি দেখাওল হে।
রাখল গৌরীকের মান	চারু বচাওল হে।*

মহাদেব তাঁহার ভৃত্যরূপে বাস করিতেছেন। কিন্তু ভৃত্যরূপী শিব তাঁহাকে বলেন যে একথা প্রকাশ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। কিছুদিন পরে বিদ্যাপতির পত্নী কোন কারণে উগনাকে তিরস্কার করিলে বিদ্যাপতি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলেন, "তুমি কাহাকে মন্দ বলিতেছ? তুমি জান না, উগনা মনুষ্য নয়—স্বয়ং মহাদেব।" উগনা তৎক্ষণাৎ বিদ্যাপতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হয়। কথিত আছে উপর্যুক্ত গানটি এই ঘটনার পরেই রচিত হয়। আরও কয়েকটি গানে উগনা বা উগনার নামোল্লেখ আছে।

* (ক) 'বজায়ব' স্থলে 'বজাবহ' (বাজাও) পাঠান্তর আছে।
(খ) 'ভূমি ভরি' স্থলে 'রঙ্গভূমি' পাঠান্তর আছে।
(গ) 'নাচি দেখাওল' স্থলে 'গারি শুনাওল' পাঠ আছে।

(১৩২) আজু নাথ…হে=হে নাথ, আজ এক ব্রত আছে, আমার বড় সুখ বা শখ হইতেছে। নট ভেষ=নর্ত্তকের রূপ। বজায়ব=বাজাইব। কহৈছহ=বলিতেছ। নাচয়=নাচিতে। কোনা=কিরূপে। চারি সোচ মোহি হোয়=আমার চারিটি চিন্তা বা শঙ্কা হইতেছে। অমিয়=অমৃত (ললাটস্থ চন্দ্রের)। চুবিয়=চুয়াইয়া। খসত=পড়িবে। জাগত=জাগিবে বা বাঁচিয়া উঠিবে। সসরত=পিছলিয়া পড়িবে। দহো=দশ। ছিলকত =উছলিয়া পড়িবে। পাটত=সিক্ত করিবে। সমেটলো নে জায়ত=সামলান যাইবে না। মসানী=শ্মশান দেবী, কালী। জায়বহ পড়ায়=পলাইয়া যাইবে। চারু বচাওল=চারিটি শঙ্কা হইতেই বাঁচাইল।

(১৩৩)

গৌরী কর ধারিত রঙ্গ হোরী খেলথি মহেশ।
বৃষভ বাহন রুদ্রমাল বিরাজিত্ তাপর শেষ নাগেশ॥
গৌরী কহ শিবজী রঙ্গ দেলৈহ্নি শিব শির রঙ্গ দেল গোরী।
উড়ত অবীর ভূতগণ উপর সবহি খেলত হোরী॥
পিচকারী ক ধার বহত অছি বরসত অছি ঘনঘটা।
বাজত ডমরু ঝাল মৃদঙ্গ তাধৈ নাচত প্রেতা॥
কুকরম কত কৈল বহু অনুখন পাপ নিকুঞ্জ ভরে।
কহ বিদ্যাপতি কোন বিধি তরিহৌ লচ অপরাধ পরে॥

(১৩৩) ধারিত=ধরিয়া। হোরী=হোলী। শেষ=শেষনাগ। ঝাল= করতাল। লছ=লক্ষ।

(১৩৪)

কঞ্চনে ঝোরি সিন্দুর ভরলি
ভসমে ভরু বোকান।
বসহা কেশরী ময়ূর মূষা
চারিহু পলু পলান॥

ডিমিকি ডিমিকি ডমরু বাজই
ঈসর খেলই ফাগু।
ভসমে সিন্দুরে দুঅও খেলা
এক হি দিবস লাগু॥
সন্ধায় সিন্দুর ভরু সরস্বতী
লছিহি ভরলি গোরী।
ঈসর ভসমে ভরু নারায়ণ
পীত বসন বোরী॥
এক তৌ নাগট অওকে তৌ উমত
ঈসর ধুথুর খায়।
আওকে উমতি খেলি খেলায়ব
কিছু ন বোলই জায়॥
গরুড় বাহন দেব নারায়ণ
বসহা চঢ় মহেশ।
ভনই বিদ্যাপতি কৌতুক গাওল
সঙ্গ হি ফিরথু দেশ॥

(১৩৪) কঙ্কনে=কাঞ্চন-নিম্মিত। বোকান=থলি। পলু পলান=পিঠে জিন লাগাইল। সন্ধায়=সন্ধ্যাকালে। সরস্বতী=ব্রহ্মা-পত্নী। লছিহি =লক্ষ্মী। বোরী=ঢাকিয়া। এক তৌ নাগট=একে তো নেংটা। অওকে তৌ=তাহাতে আবার। উমতি=উন্মত্ত হইয়া।

(১৩৫)

কবি :— খেলে লখমী ভবানী ঋতু বসন্ত।
গৌরী ভ্রুকুটিল দেবী করে অনন্ত॥
লক্ষ্মী :— ঈশ্বর নাম ধরু কোন অজ্ঞান।
ছাড়ি তুরগ বসহা পলান॥
জটা ভুজঙ্গম অঙ্গ চাহ।
এহন উমত তোহর নাহ॥

গৌরী :— মাছ কছ বাধা বরাহ।
বামন কুঁরড়া তোহর নাহ॥
দছিনা যাচথি বলিক থান।
তব ন বরজলহ অপন কাহ্ন॥

লক্ষ্মী :— কুলবিহীন তপসীক বেশ।
সঙ্গ লাগি গৌরী ফিরহ দেশ॥
তোহর নহি সুর মুনিক লাজ।
স্বামী নচৌলহ কোন কাজ॥

গৌরী :— উদধিতনয়া হরু তোহর জ্ঞান।
খোজি বিঅহলহ অহীর কান॥
সদা বসথি যমুনা ক তীর।
পর যুবতী কের হরথি চীর॥

কবি :— ভন শিরশঙ্কর ও মুরারি।
দুহু জনিকে ভল হোইছ গারি॥
ভন জয়দেব হরিহর ক দাস।
নীলকণ্ঠ হরি পুরথু আশ॥

(১০৫) লথমী=লক্ষ্মী। ঋতু বসন্ত=বসন্তোৎসব, হোলী। অনন্ত =অবিরাম। গৌরী···অনন্ত=দেবী ভ্রূকুটি করিয়া গৌরীকে অনবরত বিদ্রূপ করিতেছেন। চাহ=চায়। নাহ=নাথ। কছ=কচ্ছপ। দছিনা=দক্ষিণা। যাচথি=চাহে। বলিক থান=বলির কাছে। বরজলহ=বর্জ্জন করিলে। কাহ্ন=কৃষ্ণ। নচৌলহ=নাচাইলে। উদধিতনয়া=সাগরকন্যা, লক্ষ্মী *। বিঅহলহ=বিবাহ করিয়াছ। অহীর=গোয়ালা। চীর=বস্ত্র। গারি =গালি। জয়দেব=বিদ্যাপতির এক উপাধি। পুরথু=পূর্ণ করুন।

উপরের তিনটি গান হোলী উপলক্ষে গীত হয়।

* বঙ্গদেশে ইহাই প্রচলিত যে দুর্গা লক্ষ্মী-সরস্বতীর মাতা। কিন্তু উত্তর ভারতে প্রচলিত যে লক্ষ্মী-সরস্বতী ও সাগরের কন্যা, (দুর্গার নহে) ও যথাক্রমে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার গৃহিণী।

(১৩৬)

নৈহর হম জায়ব
সদাশিব নৈহর জায়ব ॥
পড়িবা তিথি হম যাত্রা কয়ক
দ্বিতীয়া গমন করায়ব ।
তৃতীয়া মেঁ হম পথ হি বিতায়ব
চৌথী কাজর লগায়ব ॥
পঞ্চমী চন্দন অঙ্গ লগায়ব
ষষ্ঠী বেল তরু জায়ব ।
সপ্তমী প্রাত মেঁ নবপত্রী সঙ্গ
ভক্তক ঘর হম আয়ব ॥
অষ্টমী দিন মহাপূজা নিশি
বলি লয় ভক্ত জগায়ব ।
নবমী মেঁ তিরশূল ক পূজা
বহুবিধ বলি চঢ়বায়ব ॥
নবো বিধি সেবক কৈঁ দয়ক
দশমী কলস উঠায়ব ।
ভন বিদ্যাপতি জননী কহল শিবে
ফেরি আপন গৃহ আয়ব ॥

(১৩৬) নৈহর=পিত্রালয়। পড়িবা=প্রতিপদ। বিতায়ব=কাটাইব। নবপত্রী=কলা, ধান, মান আদি নয় প্রকার গাছ। নিশি=রাত্রিতে। তিরশূল=ত্রিশূল (কোথাও নবমীতে যূপকাষ্ঠের পূজা হয়)। ফেরি=পুনরায়। জননী=জগজ্জননী।

নবরাত্রিতে (বিজয়া দশমী পর্যান্ত) এই গান গীত হয়।

১৪। বিবিধ শিবগীত

(১৩৭)

জোগিয়া মোর জগত সুখদায়ক
দুখ ককরো নহি দেল।
ইহ জোগিয়া কে ভাঙ্গ ভুলৈলক
ধতুর খোআই ধন লেল॥
সোনা রূপ আনকা সুত আভরণ
আপন রুদ্রক মাল।
অপনা সুত লা কিছুও ন জুরইনি
আনকা লা জঞ্জাল॥
কাতিক গণপতি দুইজন বালক
জগ ভরি কে নহি জান।
তিনকা আভরণ কিছুও ন থিকইন
রতিয়ক সোন নহি কান॥*
ছন মেঁ হেরথি কোটি ধন বকসথি
তাহি দেবা নহি থোর।
ভন বিদ্যাপতি সুনু মনাইনি
থিকা দিগম্বর ভোর॥

(১৩৭) ককরো = কাহাকেও। আনকা = অন্যের। লা = লাগি। রতিয়ক সোন নহি কান = কানে এক রতিও সোনা নাই। ছন = ক্ষণ। বকসথি = বাঁটে। থোর = কম।

(১৩৮)

যোগী ভাঙ্গরা খাইত ভেল রঙ্গিয়া
ভোলা বৌড়হরা।

---

* তিনকা আভরণ কিছু নহি জুরলৈন্হি
রতিয়োক সুন দুহ কান। (ইতি পাঠান্তর)
রতিয়ো…কান = রতিরও দুই কান শূন্য। রতি = মদন-পত্নী, কিন্তু এখানে শিবের কন্যা।

সবকেঁ ওঢ়াবে ভোলা সাত সাত দোশালরা
আপ ওঢ়য় মৃগছালরা।
সবকেঁ খিয়াবে ভোলা পাঁচ পাক বনরা
আপ খায় ভাঙ্গ ধতুররা।
কোঈ চঢ়াবে ভোলা অচ্ছত চানন
কোঈ চঢ়াবে বেতপাতরা।
যোগিন ভূতিন শিরকে সংঘতিয়া
ভৈরো বজাবে মিরদঙ্গিয়া।
ভন বিদ্যাপতি জয় জয় শঙ্কর
পারবতী রৌরি সঙ্গিয়া।

(১৩৮) রঙ্গিয়া=সদানন্দ। বৌড়হরা=পাগল, বিভোর। ওঢ়াবে= পরাইবে। দোশালরা=দোশালা। খিয়াবে=খাওয়াইবে। অচ্ছত= অক্ষত। সংঘতিয়া=সাথী। ভৈরো=ভৈরব। মিরদঙ্গিয়া=মৃদঙ্গ। রৌরি= আপনার (এই শব্দটি এবং আরও কতিপয় শব্দের ঢঙ ছাপরা জিলার অনুরূপ)।

(১৩৯) নচারী

মোর নিরধন ভোরা।
অপনে ভিখারী বিলহ নহি থোরা॥
ধরি কচোটা হর ঈশ্বর বোলাবে।
ভগত জনা সবে কোটি কোটি দেবে॥
সবে বোল হনি হর জগত কিসানে।
বূঢ় বড়দ কূট কাথ বোকানে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি পুছু হনি দহ।
কী লয় পোসব পরিজন পুতবহু॥

(১৩৯) ভোরা=ভোলা। বিলহ=বিলাইয়াছেন। কচোটা=কৌপীন। ভগত=ভক্ত, 'মগত' (প্রার্থী) পাঠও আছে। হনি=তিনি, ঐ। কূট= কুকুদ। পুছু হনি দহ=উহাকে তো জিজ্ঞাসা কর। পোসব=পুষিব। পুত্রবহু=পুত্রবধূ।

(১৪০)

জোঁ হম জনি তহ্ঁ ভোলা মোরা ঠগতা
হোইতহ্ঁ রাম গুলাম, গে মাই।
ভাঈ বিভীষণ বড় তপ কৈলহ্নি
জপলহ্নি রাম ক নাম, গে মাই।
পূরব পচ্ছিম একো নহি গেলা
অচল ভেলা ইহি ঠাম, গে মাই।
বীস ভুজা দস মাথ চঢ়াওলি
ভরি মুখ খোয়ারল ভাঙ্গ, গে মাই। *
নীচ উঁচ শির কিছু নহি গুণলহ্নি
হরখি দেলহ্নি রুণ্ডমাল, গে মাই।
এক লাখ পূত সবা লাখ নাতী
কোটি সুবরণক দান, গে মাই।
গুণ অবগুণ শিব একো নহি বুঝলহ্নি
রাখল নে রাবণক নাম, গে মাই।
ভন বিদ্যাপতি সুকবি পুনিত মতি
কর জোরি বিনয়োঁ মহেশ, গে মাই।
গুণ অবগুণ হর মন নহি আনথি
সেবক হরখি কলেশ, গে মাই।

(১৪০) ঠগতা=ঠকাইবেন। গুলাম=গোলাম, ভৃত্য। ঠাম=স্থান। হরখি=হর্ষিত হইয়া। বিনয়োঁ=বিনয় বা প্রার্থনা করি। এই গান রাবণের উক্তি।

---

* এই ৮ পংক্তির পর অন্যবিধ পাঠ আছে; কিন্তু তাহাতে 'তুলসীদাস' ভণিতা আছে বলিয়া এই পুস্তকে পরিত্যক্ত হইল। ইহা রামচরিতমানস-প্রণেতা গোস্বামী তুলসীদাসের রচনা হওয়াও সন্দেহজনক, কারণ তাঁহার ভাষা অবধী ও ব্রজভাষার মিশ্রণ, আর ইহার ভাষা মৈথিলী। মিথিলাতে তুলসীদাস নামে কোন কবি ছিলেন কিনা জানি না যদিও তুলসীদাস ভণিতাযুক্ত আরও কিছু মৈথিলী গান আমি দেখিয়াছি। এই গানটি রাবণের উক্তি।

(১৪১)

গৌরী মোর নৈহর গেলি
পূছলো নে একে বেরি
ভেলি থামিয়া ধয় ঠারি
মনহिँ মন সোচথি রে।
শিবকে বচন টারকে
অয়লহুँ এহি বেরি
ভেলি ওলতী ধয় ঠারি
মনহिँ মন সোচথি রে।
যজ্ঞ কয়েত দক্ষ
শিব ভেলা পরতক্ষ
মারলক্হি ত্রিশূল ঘুমায়
তীন্থ লোক ডোলল রে।
শিবকে বিকল মন
গৌরী লয় ফিরথি বন
বণ বন ফিরথি বেহাল
তীন্থ লোক ডরল রে।
ভনহिँ বিদ্যাপতি গাওল
গাবি স্থনাওল
ইহো থিকা ত্রিভুবননাথ
অনাথ থামিন রে।

(১৪১) গৌরী = সতী। নৈহর = পিত্রালয়। থামিয়া = থাম, খুঁটি। ঠারি = দণ্ডায়মানা। টারকে = ঠেলিয়া। ওলতী = ছক্কা (eaves)। পরতক্ষ = প্রত্যক্ষ, আবির্ভূত। ঘুমায় = ঘুরাইয়া। তীন্থ = তিন। ডোলল = দুলিয়া উঠিল। বেহাল = বিকল। থামিন = স্বামী।

(১৪২) তিরহুতি

রুসলাহ বম ভোলা কোনা মনায়ব না।
আক ধথুর পীসি গোলিয়া বনায়ব
তোরে খিলায়ব না।
আছত চানন আওর বেলপাত
তোরে চঢ়ায়ব না।
গঙ্গাজল ভরি ভরি শিবকে চঢ়ায়ব না।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল শিবকে রিঝাওল না।

(১৪২) রুসলাহ=রুষ্ট। কোনা=কিরূপে। মনায়ব=মানাইব, প্রসন্ন করিব। না=(পদ পূরণে)। রিঝাওল=প্রসন্ন করিল।

(১৪৩) তিরহুতি

সখী হে দানী শঙ্কর কৈলাসে বিরাজে না।
অঙ্গ বিভূতি গল রুণ্ডমাল
জটা গঙ্গ বিরাজে না।
বসহা চঢ়ল শিব ডমরু বজাওথি
শিব নাচৈত আবথি না।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনু হে মনাইনি
শিব ঝট দ দৌরিয়ৌ না।

(১৪৩) না=(পদপূরণে)। ঝট দ=শীঘ্র করিয়া।

(১৪৪) তিরহুতি

শিবজী খোলো হো কিবারিয়া হম দরশন করব না।
ভক্ত কো জো করবে কো আতুর দাস মোঁয় বনব না।
অক্ষত চন্দন ধূপ দীপ নৈবেদ্য চঢ়াওব না।
খুলে দ্বার সুন্দর দরবাজা দরশন পাওব না।
দেখ জটা গঙ্গাজীক ধারা নয়ন জুরাওব না।

জয়দেব গারি কহথি কর জোড়ি এহি রিধি রহব না।
নিত্য দ্বার মেঁ ঝাড়ু লগাওব সেরা করব না ।

(১৪৪) কিৱারিয়া=দ্বার। না=(পদপূরণে)। দেখ=দেখিয়া। জয়দেব=বিদ্যাপতির এক উপাধি।

(১৪৫)

শিব হে সেরয়ে অয়লহুঁ সুখ লাগি।
বিষম নয়ন অনুখনে বর আগি ॥
বসহা পলায়ল আগে।
পৈসি পাতাল নুকায়ল নাগে ॥
শশী উঠি চলল আকাশে।
গৌরী চললি গিরিরাজক পাসে ॥
উচিত বোলয় নহি জাই।
উমত বুঝাওব কওনে উপাই ॥
ভনই বিদ্যাপতি দাসে।
গৌরী শঙ্কর পুরাবথু আশে।

(১৪৫) অয়লহুঁ=আসিলাম। বর=বর্ষে, জলে। আগি=অগ্নি। পৈসি=প্রবেশ করিয়া। নুকায়ল=লুকাইল। নাগে=শেষ নাগ। উপাই=উপায়। উচিত......উপাই=উচিত কথা বলা যায় না, উন্মত্তকে কি উপায়ে বুঝাইব। পুরাবথু=পূর্ণ করুন।

(১৪৬)

ববং বং বাজে ডমরু।
নাচথি সদাশিব আদি গুরু ॥
এখনো বিজয়া নহি খায়লনি ধথুর।
যোগিনীক সঙ্গ নাচে লঙ্গা অবধূত ॥
জখন ভোলা গৌরী সঙ্গ আওথি।
তখন সদাশিব নাচি গাওথি ॥

সেরক ব্রহ্মাদিক যশ গাওথি।
তখন বিদ্যাপতি চারু ফল বতাথি।

(১৪৬) বিজয়া = ভাঙ্গ। লঙ্গা = উলঙ্গ। অবধূত = যোগী। চারু ফল = চতুর্ব্বর্গ ফল।

১৫। রামগীত

(১৪৭)

ছল নে এহন ঘড়ি দেখব নয়ন ভরি
অযোধ্যা মেঁ আওতাহ শ্রীরাম।
কোন ফুল পুজব কালী গোসাউনি
কোন ফুল সীতা শ্রীরাম॥
অরহুল পুজব কালী গোসাউনি
চম্পা ফুল সীতা শ্রীরাম।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় জগদীশ্বরী
সেবক দিঅ বরদান॥

(১৪৭) ঘড়ি = সময়। ছল নে এহন ঘড়ি = এরূপ আশা ছিল না। আওতাহ = আসিবেন। গোসাউনি = গোস্বামিনী, দেবী। অরহুল = রক্তজবা।

(১৪৮) পহেলী

রে নরনাহ সতত ভজু তাহি।
তাহি নহি জননি জনক নহি জাহি॥
বহু নইহরা সসুরা কে নাম।
জননিক শির চঢ়ি গেল রহি গাম॥
সাসু কে কোর মেঁ সুতল জমায়।
সমধি বিলহ তৌ বিলহল জায়॥

জাহি উদর সँ বাহর ভেলি।
সে পুনি পলটি এতয় চলি গেলি॥
ভন বিদ্যাপতি সুকবি ভান।
কবি কে কবি কহ কবি পহচান॥

(১৪৮) নরনাহ=নরনাথ, রাজন্। তাহি…জাহি=যাহার জনক জননী নাই, সীতা। বসু নইহরা=পিত্রালয়ে অর্থাৎ পৃথিবীর উপর বাস করেন। কোর=ক্রোড়। সাসু…জমায়=শ্বাশুড়ীর অর্থাৎ পৃথিবীর কোলে জামাই শুইল। সমধি=সম্বন্ধ। সমধি…জায়=সম্বন্ধ যাহাকে বিলায় তাহার সহিত সম্বন্ধ হয়। পলটি=ফিরিয়া। জাহি…গেলি=যে উদর হইতে বাহির হইলেন তাহাতেই ফিরিয়া গেলেন। পহচান=পরিচয়। কবি…পহচান=কবিকে কবি বলাই কবির পরিচয়। এই কবিতাটি এক প্রহেলিকা।

(১৪৯)

রঘুপতি চলল জনকপুর চলু ভূপর।
হুনকহ দোসর বিবাহ হোয়ত নিকসন।
তউনি এঁঠি গরা দেল শিবকেঁ মৌর মথা দেল।
ভালরি আনি দেখা দেল বিধি সৌ ধারি ছুআ দেল।
ঠক বক দেখি বর হসথি নাগ সসরি ভূমি খসথি।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গৌরী উচিত বর পাওল।

(১৪৯) ভূপর=পৃথিবীতে। হুনকহ দোসর=তাঁহারই সমান। নিকসন=উত্তমরূপে। তউনি=চাদর। এঁঠি গরা দেল=গলায় জড়াইয়া দিল। ভালরি=কলার পাত। মৌর=মুকুট। ঠক বক=থালিতে নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজান থাকে; তন্মধ্যে ঠক ও বক নামে দুইটি অদ্ভুত মৃন্ময় মূর্ত্তিও বসান থাকে।

(১৫০)

বিবাহি আয়ল রাজঘর সँ হর্ষিত ভেলি বেটাক মায়।
আঙ্গন চানন নীপু কৌশিল্যা গজমোতী চৌক পুরায়।

সোনক কলস লয় পুরহর বৈসাওল মণিক দীপ লেস্থ প্রহ্লাদহে।
দশ অইহব মিলি পুত চুমাওল দহিন বৈসাওল ছোট ভায় হে।
অঞ্চল কামনি ওতহি নেরাওল শুভ শুভ দেল ছুবি ধান হে।
যুগে যুগে জীব্ বাব্ অমৃত পীব্ যুগে যুগে বাঢ়ত প্রেম।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুনিয় উমাপতি ঘুরি ঘুরি জাউ সম্বরারি।

(১৫০) বিবাহি = বিবাহ করিয়া। ভেলি = হইলেন। আঙ্গন = আঙ্গিনায়। চানন = চন্দন। নীপু = লেপেন। চৌক পুরায় = চৌকী পূর্ণ করিলেন। পুরহর = মঙ্গল ঘট। লেস্থ = জ্বালিলেন। প্রহ্লাদহে = সানন্দে। অইহব = আয়ুষ্মতী (সধবা) স্ত্রীলোক। পুত = পুত্র। চুমাওল = বরণ করিলেন। ছোট ভায় = লক্ষ্মণ। ওতহি = ওখানেই। নেরাওল = ছাড়িয়া দিল। ছুবি = দূর্ব্বা। উমাপতি = বিদ্যাপতির সমকালীন এক কবি বা পণ্ডিত (বোধ হয় ইনিই 'পারিজাত-হরণ' নামক নাটকের রচয়িতা। এই গীত 'চুমাওন' বা বরণ কালে গীত হয়)।

(১৫১) সমদৌনি

জখন অবধ সঁ চলল রঘুনন্দন সঙ্গ হথি লছুমন ভায়।
কানথি খোজথি মাতু কৌশিল্যা দশরথ ত্যাগল প্রাণ।
এক তো বইরি ভেল বিধি বিধাতা দোসর কৈকয়ী মায়।
তেসর বইরি ভেলা পিতা দশরথ জো মোরা দেল বনবাস।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন্ হে রমাপতি লেখল মেটল নহি জায়।

(১৫১) অবধ = অযোধ্যা। লছুমন ভায় = লক্ষ্মণ ভাই। কানথি = কাঁদেন। খোজথি = শোক করেন। বইরি = বৈরি, শত্রু। রমাপতি = বিদ্যাপতির সমকালীন আর এক পণ্ডিত বা কবি (বোধ হয় ইনিই "রুক্মিনী-স্বয়ংবর" নাটকের রচয়িতা)।

(১৫২)

তাত বচনে বেকলে বন খেপল
জনম দুখ হি দুখ গেলা।
সীতক সোগে স্বামি সন্তাপল
বিরহে বিখিন তন ভেলা॥

মন রাঘব জাগে রামচরণ চিত লাগে ॥
কনক মিরিগ মারি বিরাধ বধল বালি
বানর সেন বটুরাঈ।
সেতুবন্ধ দিঅ রাম লঙ্কা লিঅ
রাবণ মারি নড়াঈ ॥
দশরথ নন্দন দশশির খণ্ডন
তিহুঅন কে নহি জানে।
সীতা দেঈ পতি রামচরণ গতি
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥

(১৫২) তাত=পিতা। বেকলে=বল্কল পরিয়া। খেপল=ক্ষেপণ (যাপন) করিল। সীঅক=সীতার ('স্ত্রীয়ক' পাঠও আছে)। সোগে=শোকে। বিখিন=বিক্ষীণ, দুর্ব্বল। তন=তনু। মিরিগ=মৃগ। সেন=সেনা, সৈন্য। বটুরাঈ=সংগ্রহ করিল। লিঅ=লইল। নড়াঈ=ফেলিল। দশশির খণ্ডন=রাবণঘাতী। তিহুঅন=ত্রিভুবনে। দেঈ=দেবী।

(১৫৩)

ইন্দ্র আদি দেবগণ সুর নর দানব
ত্রিপুর জিনিল দশমাথে।
বীস বাহু পর বিজই ধনুর্ধর
নৃপতি নিশাচর নাথে ॥
মণিময় কুণ্ডল রত্ন আভরণ
শোভা করয়ে দশ মুণ্ডে।
দিগবিজয় করি বিক্রম বল ধরি
ছত্র ধরল নব খণ্ডে ॥
সেহ লঙ্কাপতি দৈবে হরল মতি
বিপদ সময় জব ভেলা।
রতন মুকুটো পর বনচর বানর
চরণ আঘাত কত দেলা ॥

হরি হরি দৈবক গতি নহি জান।
কবহু রাজপদ আপদ সম্পদ
কবহু গুরু আ অপমান ॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি সুন্ ইহ জগজন
বড় বলবন্ত গোসাঙ্গি।
সুখ দুখ সম্পদ দৈব নিয়োজিত
আপন হাথ কিছু নাঙ্গি ॥

(১৫৩) দশমাথে=রাবণ। বিজই=বিজয়ী। নব খণ্ডে=নূতন দেশে। ভেলা=হইল। কবহু=কখনও।

(১৫৪) উচিতী

শ্যামবরণ শ্রীরাম হে সখি দেখৈত মুখ অভিরাম।
আজু হমর বিহ রাম হে সখি মোহি তেজি পহু গেল গাম ॥
পঢ়ল পণ্ডিত ভান হে সখি পহুক নে করি অপমান।
ভনহিঁ বিদ্যাপতি ভান হে সখি সুপুরুষ গুণক নিধান ॥

(১৫৪) দেখৈত=দেখিতে। অভিরাম=সুন্দর। বিহ=বিধি। পহু=প্রভু। গাম=গ্রাম, স্বদেশ। পঢ়ল=বিদ্বান্। ভান=বাক্য। ইহা একটি উচিতী' গান।

(১৫৫) উচিতী

কুসুম রস অতি মুদিত মধুকর
কোকিল পঞ্চম গাব।
ঋতু বসন্ত বিদেশ বালভু
মানস দহো দিশি ধাব, সজনিআ ॥
তেজল তেল তমোল তাপন
সপন নিশি মুখ রঙ্গ।
হেমন্ত বিরহ অনন্ত পারিয়
সুমরি সুমরি পিয়া সঙ্গ, সজনিআ ॥

মোর দাত্তর সোর অহোনিসি
বরিস বুঁদ সবুন্দ।
বিষম বারিস বিনা রঘুবর
বিরহিনি জীবন অন্ত, সজনিআ॥
সুমুখি দৈরজ সকল সিধি মিল
সুনহ কত সুবানি।
শিশির শুভ দিন রাম রঘুবর
আওব তুঅ গুণ জানি, সজনিআ॥

(১৫৫) মুদিত=আমোদিত। বালভু=বল্লভ। তমোল=তাম্বুল। তাপন=অগ্নির তাপ। পাবিয়=পাই। সুমরি=স্মরণ করিয়া। মোর=ময়ূর। দাত্তর=ভেক। সোর=ডাকিতেছে। বুঁদ সবুন্দ=বিন্দু বিন্দু। সুমুখি=সুন্দরী। সিধি=সিদ্ধি।

(১৫৬)

খেত কএল রখবারে লুঠল ঠাকুর সেবা ভোর।
বনিজা কএল লাভ নহি পাওল অল্প নিকট ভেল থোর॥
রামধন বনিজহ বেজ অছ লাভ অনেক॥
মোতী মজীঠ কনক হমে বনিজল পাওল মনমথ চোর।
জোখি পরোখি মনহি নিরসল ধন্ধ লাগল মন মোর॥
ঈ সংসার হাট হাট কএ মানহ সবেও বনিক বনিজার।
জে জস বনিজএ লাভ তস পাবএ সুপুরুষ মরহি গমার॥
বিদ্যাপতি কহ সুনহ মহাজন রাম ভগতি অছ লাভ॥

(১৫৬) কএল=করিলাম। রখবার=রক্ষক, রাখাল। ভোর=ভুলিয়া। বনিজা=বাণিজ্য। অল্প নিকট=নিকটে যা অল্প ছিল। বেজ=সুদ। মজীঠ=মঞ্জিষ্ঠা। বনিজল=বাণিজ্য করিলাম। জোখি=হিসাব করিয়া। নিরসল=নিঃসন্দেহ হইলাম। বনিজার=পণ্যদ্রব্য। জস বনিজয়ে=যেমন বাণিজ্য করে। গমার=গ্রাম্য, মূর্খ। রাম·····লাভ=রামভক্তিতে লাভ আছে।

১৬। বৃদ্ধ বয়সের গান

(১৫৭) বিদ্যাপতির আত্মপরিচয়

জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মিথিলা দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপা করি লেউ নিজ পাস॥
বিসপি গ্রাম দান কয়ল মুঝে
রহতহু রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে কবিতা নিকশয়ে
বিদ্যাপতি ইহ ভান॥

(১৫৭) পঞ্চ গৌড়াধিপ=বঙ্গ, বরেন্দ্র, বাগড়ী, রাঢ়, মিথিলা—এই পাঁচ ভূখণ্ডকে পঞ্চ গৌড় বলে। ইহাদের অধিপতি হওয়াতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের 'পঞ্চ গৌড়াধিপ' উপাধি ছিল। পরে রাজা শিবসিংহও এই উপাধি ধারণ করিতেন। লছিমা=লক্ষ্মী অথবা শিবসিংহের রাণী লছিমা দেবী। নিকশয়ে=রচনা করিয়া।

(১৫৮)

বয়স কতয় তেজি গেলা।
তোঁহ সেবইতে জনম বহল
তইঅও ন অপন ভেলা॥
শৈশব দশা চাহি খোয়ওলা হে
মধুর মায়ক খীর।
তুই শিরীফল ছায় সোয়লও হে
কোমল কাচ শরীর॥
দাঁত ঝরি মুহ খোখড় ভই গেল
ঝড়ি গেল সবে দাপ।
তীনি ভুবন বইসল দেখিয়
জনি কচুমায়ল সাপ॥

আঁখি মলামলি দূর ন স্থঝয়
বনে ফুটি গেল কাসী।
ত্রুঅ ধরাধর ধরি নিরোধয়
তর উপ উকাসী॥

(১৫৮) কতয় = কোথায়। তইঅও = তথাপি। খোয়ওলা = খাওয়াইলে। খীর = ক্ষীর, দুধ। শিরীফল = শ্রীফল সদৃশ মাতৃস্তন। সোয়ালও = শোয়াইলে। খোথড় = ফোগলা। দাপ = দর্প। জনি = যেন। কচুমায়ল = খোলসছাড়া। মলামলি = জ্যোতিহীন। স্থঝয় = দেখা যায়। কাসী = কাশফুল। বনে···কাসী = মাথার চুল সাদা হইয়াছে। ত্রুঅ···নিরোধিয় = দুই হাতে মাটি ধরিয়া উঠি। উকাসী = কাস রোগ।

(১৫৯)

সপন দেখল হম শিবসিংহ ভূপ।
বতিস বরস পর সামর রূপ॥
বহুত দেখল গুরুজন প্রাচীন।
অব ভেলহুঁ হম আয়ু বিহীন॥
সমটু সমটু নিজ লোচন নীর।
ককরহু কাল ন রাখতি থির॥
বিদ্যাপতি স্থগতিক প্রস্তার।
ত্যাগকে করুণা রসক স্বভার॥

(১৫৯) বতিস = বত্রিশ (রাজা শিবসিংহের নিরুদ্দেশের পর)। সামর = শ্যামল। সমটু = সামলাও। ককরহু = কাহারও। প্রস্তার = উপায়, ভরসা। ত্যাগকে···স্বভার = করুণ রস কি তাহার স্বভাব ছাড়িতে পারে?

(১৬০)

দুল্লহি তোহর কতয় ছথি মায়।
কহন ও আবথূ এখন নহায়॥
বৃথা বুঝহু সংসার বিলাস।
পল পল নানা তরহক ত্রাস॥

মায় বাপ জৌ সদ গতি পাব।
সন্ততি কাঁ অনুপম সুখ আব॥
বিদ্যাপতি ক আয়ু অবসান।
কাতিক ধবল এয়োদশী জান॥

(১৬০) দুলহি=বিবাহিতা কন্যা। কেহ বলেন বিদ্যাপতির কন্যার নামই ছিল দুলহি। মায়=মাতা। আবথ্=আসুক। নহায়=স্নান করিয়া। মায়···আব=মা-বাপ যদি সদগতি পায়, সন্ততির অনুপম সুখ হয়। ধবল ত্রয়োদশী=শুক্লা ত্রয়োদশী। কথিত আছে মৃত্যু নিকট হইলে বিদ্যাপতি গঙ্গার দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথেই বাজিতপুর গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং গঙ্গা স্বয়ং বাজিতপুর পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় সাহায্য করেন। বাজিতপুর হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত একটা পুরাতন নালা আছে যাহাকে লোকে 'বিদ্যাপতির গঙ্গা' বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

বঙ্গানুবাদ

(১)

হে শঙ্কর, হে ত্রিপুরারি, তোমার জয় হউক। অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারী—তোমার জয় হউক। তোমার অর্দ্ধেক শরীর শ্বেতবর্ণ ও অর্দ্ধেক গৌরবর্ণ। তোমার অর্দ্ধভাগে সাধারণ কুচ ও অর্দ্ধভাগে বাটীর ন্যায়। তোমার অর্দ্ধভাগে হাড়ের মালা ও অর্দ্ধভাগে গজমতী (মালা)। তোমার অর্দ্ধভাগে চন্দন শোভা পায় ও অর্দ্ধভাগে বিভূতি (ভস্ম)। তোমার অর্দ্ধেক চেতনমতি ও অর্দ্ধেক বিভোর। তোমার অর্দ্ধভাগে পট্টবস্ত্র ও অর্দ্ধভাগে মুঞ্জঘাসের কটিবন্ধ। তোমার অর্দ্ধভাগে যোগ ও অর্দ্ধভাবে ভোগবিলাস। তোমার অর্দ্ধেক বস্ত্রাবৃত ও অর্দ্ধেক বিবস্ত্র। তোমার অর্দ্ধভাগে চন্দ্র শোভা পায় ও অর্দ্ধভাগে সিন্দুর। তোমার অর্দ্ধেক বিরূপ ও অর্দ্ধেক জগতের লোভনীয়। কবিরঞ্জন (বিদ্যাপতি) বলেন যে বিধাতা জানেন যে একই প্রাণ দুই শরীরে বিভক্ত হইয়াছে।

(২)

হে হরি, হে হর, ভাল ভাল, তোমার কলাকেও বলিহারি। তুমি কখনও পীতবসন ও কখনও বাঘছাল ধারণ কর। কখনও পাঁচমুখ ও কখনও চারিহাত। কখনও শঙ্কর ও কখনও মুরারি দেব। তিনি কখনও বৃন্দাবনে গরু চরান ও কখনও ডমরু বাজাইয়া ভিক্ষা মাগেন। কখনও তিনি যমুনাতীরে মহাদান গ্রহণ করেন ও কখনও ঝাড়ীখণ্ডে* ধ্যান ধরেন। একই শরীর দুই বাস গ্রহণ করিল—কখনও বৈকুণ্ঠ ও কখনও কৈলাস। বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী বলিতেছেন—যে নারায়ণ সেই শূলপাণি।

(৩)

হে ভৈরবী, অসুরদের ভীতিজনক, পশুপতিভাবিনী মায়া, তোমার জয় জয়। তোমার শরণই আমার গতি, এমন বর দাও যাহাতে স্বাভাবিক সুগতি

* ছোটনাগপুর অঞ্চলকে ঝাড়ীখণ্ড বলে এবং ঐজন্য বৈদ্যনাথকে ঝাড়ীখণ্ডনাথ বলে।

পাই। দিবারাত্রি শবাসনে শোভিত, চরণে চন্দ্রমণির চূড়া (শোভিত)। তিনি কত দৈত্য মারিয়া মুখে ফেলিলেন, কত শত উদ্গিরণ করিয়া জড় করিলেন। শ্যামলবর্ণ-অনুরঞ্জিত নয়ন—যেন মেঘে কমল ফুটিল। কট কট বিকট রবে ওষ্ঠপুট বিদীর্ণ হইয়া রক্তের ফেনায় বুদ্বুদ উঠিল। তোমার ঘুঙ্গুর ঘন ঘন শব্দে কতই না বাজিতেছে ও হন হন শব্দে তোমার খড়্গ চলিতেছে। বিদ্যাপতি কবি তোমার চরণ-সেবক ; হে মাতঃ, নিজ পুত্রকে ভুলিও না।

(৪)

হে ভগবতী, হে মহামায়া, তোমার জয় জয়। হে ত্রিপুরসুন্দরী দেবী, দয়া কর। ডালিম ফুলের সমান তোমার দেহচ্ছটা, যেন তখনই সূর্য্য উদিত হইল। তোমার হাতে ধনুর্ব্বাণ, পাশ ও শূল এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমার নিকট নতমস্তক। চন্দ্রমাও তোমার উপমা পায় না। তোমার রূপ কামপত্নী (রতি)কেও দাসীপদ দেয়।

(৫)

হে ভগবতী ভীমা ভবানী তোমার জয় হউক। হে ব্রহ্মবাদিনী, তুমি চারি বেদে অবতীর্ণ হইয়াছ। হরি, হর ও ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ান, কিন্তু কেহই তোমার আদি মর্ম্ম জানেন না। রায় মুকুটমণি বিদ্যাপতি বলেন—রূপ-নারায়ণ নৃপতির গৃহিণী চিরজীবী হউন।

(৬)

হে ঘনকেশে শোভমানা দেবী, তুমি প্রকাশিত হও। তুমি একাই অনেক, সহস্রে রধারিণী ও শত্রুগণের যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণকারিণী। তোমার কাজল রূপ (কৃষ্ণবর্ণ রূপ)কে কালী বলে ও শ্বেতবর্ণ রূপকে বাণী (সরস্বতী) বলে। তোমার প্রচণ্ড রূপকে সূর্য্যমণ্ডল বলে ও জলরূপকে গঙ্গা বলে। ব্রহ্মার ঘরে তোমাকে ব্রহ্মাণী বলে ও হরের ঘরে তোমাকে গৌরী বলে। নারায়ণের ঘরে তোমাকে কমলা (লক্ষ্মী) বলে—তোমার উৎপত্তি কে জানে? বিদ্যাপতি কবি ইহা গাহিলেন যে হাসিনী দেবীর পতি রাজা গরুড়নারায়ণ যাচকগণের গতি।

(৭)

হে আদি ভবানী, তোমার চরণ বন্দনা করি, তোমাকে স্মরণ করিলে শীঘ্রই সকল দুঃখ দূর হয়। বাঘছাল পরিয়া যোগিনীবেশে সিংহে চড়িয়া মা (যুদ্ধক্ষেত্রে) প্রবেশ করিলেন। যখন সিংহে আরোহণ করিয়া মা রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন তখনকার কাহিনী বর্ণনা করা যায় না। বামহস্তে খর্পর লইলেন, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ লইলেন এবং দিনরাত্রি অসুর বধ করিয়া চলিলেন। অসুর মারিয়া (তাহাদের মুণ্ডে) গলার হার গাঁথিলেন এবং বাছিয়া বাছিয়া রুদ্রমালা পরিলেন। মা রক্তে ভিজিয়া কত অসুর মারিলেন—তাঁহার জঙ্ঘায় (অসুরদের) জঙ্ঘা সকল পুঞ্জীকৃত ও সারা পায়ে নূপুর। চোঁ চোঁ শব্দে লক্ষ ধারায় শোণিত পান করিলেন—তাঁহার দাঁতের শব্দে অপার মহিমা। বস্ত্রাঞ্চল কাছিয়া তিনি যুদ্ধে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—তাঁহার অঙ্গুলির (তুড়ির) শব্দে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যাপতি কালীর লীলা বর্ণন করিতেছেন। হে মাতঃ, সর্ব্বদা কৃপালু হইয়া থাকিও।

(৮)

কোন্ ফুল হরিদ্বর্ণ ও কোন্ ফুল লাল? কোন্ ফুলে কালীর গলার হার গাঁথিব? বেলি ফুল হরিদ্বর্ণ ও চামেলী ফুল লাল। রক্তজবা ফুলে কালীর গলার হার গাঁথিব। কালিকা দেবী সেই হার পরুন ও সেবককে আশীর্ব্বাদ দিউন। পরিয়া পরিয়া মা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন ও (তাঁহার রূপে) সূর্য্যের জ্যোতি মলিন হইয়া গেল। বিদ্যাপতি কালীর লীলা বর্ণন করিতেছেন। হে মাতঃ, সর্ব্বদা কৃপালু হইয়া থাকিও।

(৯)

হে সুমেরু পর্ব্বতশিখরবাসিনি, চন্দ্রালোক তুল্য চারুহাসিনি, যিনি দন্তপংক্তির বঙ্কিম বিকাশ দ্বারা চন্দ্রকলার সঙ্গে তুলিত হন ; হে ক্রুদ্ধ অসুরদের বল খর্ব্বকারিণি, মহিষাসুর, শুম্ভ ও নিশুম্ভের সংহর্ত্রি, ভীত ভক্তজনের ভয়ভঞ্জনপটীয়সি ; হে দেবি, দুর্গে, দুর্গতিহারিণি, দুর্দ্ধর্ষ রিপুগণের ধর্ষণকারিণি, ভক্তি দ্বারা নম্র দেবরাজের মঙ্গলবিধায়িনি, তুমি জয়যুক্ত হও। হে গগনমণ্ডলের গর্ভে অবগাহনকারিণি, যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহবাহিনি, কুঠার, পাশ, কৃপাণ, শর, শঙ্খ

ও চক্র ধারিণি ; হে অষ্ট ভৈরবীর সঙ্গিনি, অনায়াসকর্ত্তিত মুণ্ডরূপ কদম্বের মালাধারিণি, অসুরদের রক্ত ও মাংস দ্বারা বর্দ্ধিত পারণাভিলাষিণি ; সংসার-বন্ধনের নিদানমোচিনি, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির সমান লোচনধারিণি, যোগিনী-গণের গীতমুখরিত নৃত্যভূমির অনুরাগিণি ; হে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশরূপ সহস্র কার্য্যের কারণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি কর্ত্তৃক যাঁহার পদ চুম্বিত হয়। হে সকল পাপ হইতে মুক্তিদাত্রি, সুকবি বিদ্যাপতি যাঁহার স্তুতি করেন, কামনাফলদায়িনি, শিবসিংহ ভূপতির সন্তোষদায়িনি (তুমি জয়যুক্ত হও)।

(১০)

তোমার তীরে কত সার সুখ পাইলাম, কাছ ছাড়িতে নয়নে জল বহে। হে বিমলতরঙ্গে, হে পুণ্যমতি গঙ্গে, আমি করজোড়ে এই প্রার্থনা করি যেন পুনরায় দর্শনলাভ হয়। হে মাতঃ, জ্ঞাতসারে আমার পা তোমার জল স্পর্শ করিয়াছে—আমার এই একটি অপরাধ ক্ষমা করিও। জপ, তপ, যোগ এবং ধ্যানে আমি কি করিব? এক স্নানেই আমার জন্ম কৃতার্থ হইয়াছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি—অন্তকালে যেন আমাকে বিস্মৃত হইও না।

(১১)

সুরসরিৎ (গঙ্গা)কে সেবা করিয়া আমার কিছুই হইল না, পবিত্র গঙ্গাকে ভগীরথ লইয়া গেল। যখন মহাদেব গঙ্গা দান করিলেন তখন (তাঁহার) জটা শূন্য হইল এবং চন্দ্র মলিন হইল। হে বণিকগণ, তোমাদের দোকান-পাট উঠাও, এই পথেই গঙ্গার ধারা আসিবে। ভগীরথ ছোটখাট মানুষ ও তাহার চেষ্টা মাথা, সে কিরূপে গঙ্গার ধারা লইয়া আসিবে? বিদ্যাপতি বলেন, হে বিমলতরঙ্গে, হে পুণ্যমতি গঙ্গে, অন্তকালে শরণ দিও।

(১২)

জয় জয় গঙ্গাজীর ধারা! পবিত্র গঙ্গাজীকে লইয়া ভগীরথ বিব্রত হইয়াছে। কেহ অগ্রভাগ লেপে, কেহ পশ্চাদ্ভাগ, ভগীরথ শিবের দ্বারদেশ

লেপিতেছে। কেহ অক্ষত-চন্দন জুটাইতেছে, কেহ বেলপাতা জুটাইতেছে, ভগীরথ শিবজীর চরণ জুটাইতেছে (শিবকে প্রসন্ন করিতেছে)। কোনও রকমে ভগীরথ গঙ্গা মাগিয়া লইল, হাসিয়া শিবজী জটা খুলিয়া দিলেন। হে বিমূঢ় বণিকগণ, তোমাদের সব জিনিস সামলাও গঙ্গার ধারা এই পথেই আসিবে। আগে আগে ভগীরথ দৌড়াইয়া যাইতেছে, পিছে পিছে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ, শুন একবার ফিরিয়া চাও তো সব ক্লেশ দূর হইবে।

(১৩)

হে গঙ্গে, ব্রহ্মার কমণ্ডলুর গন্ধে সুগন্ধিত, সাগররূপী নাগরের গৃহবাসে, পাতকরূপী মহিষের বিদারণ কারণ, তরঙ্গমালারূপ অসিধারিণি, শরণাগতের ভীতিনাশিনি, তোমার জয় জয়কার হউক। দেবতা, ঋষি ও মনুষ্য রচিত পূজার যোগ্য কুসুম দ্বারা সুশোভিত যাহার তীর ও ত্র্যম্বকের মস্তকস্থিত জটা-জাল-চুম্বিত ও বিভূতি-ভূষিত শুভ্র যাহার নীর। হে হরির চরণকমল হইতে উৎপন্ন নদি, যাহার পুণ্য দ্বারা দেবলোক পবিত্র হইয়াছে, যে বিলাসময় অমরপুরীর পদদান বিধান দ্বারা শোক নাশ করিয়া থাকে। হে স্বাভাবিক দয়া দ্বারা পাতকী জনের নরক বিনাশ করিতে নিপুণ রুদ্রসিংহ নরপতির বরদায়ক ও বিদ্যাপতি কবি দ্বারা যাহার গুণ বর্ণিত (এইরূপ গঙ্গে তুমি জয়যুক্ত হও)।

(১৪)

হে শিব, পার উত্তীর্ণ হইব কোন্ উপায়ে ? কুসুম চয়ন করিব, বিল্বপত্র ছিঁড়িব ও গৌরীর সঙ্গে সদাশিবের পূজা করিব। বৃষভে চড়িয়া শিব শ্মশানে ফিরেন, যাহার পেটে ভাঙ্গ সে দরদ কিছুই জানে না। জপ তপ ও দান কখনও করি নাই, অন্যকার্য্য করিতেই জীবনের তিন ভাগ অতিবাহিত হইল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ, নির্ধন জানিয়া আমার ক্লেশ হরণ কর।

(১৫)

হে শিবশঙ্কর ভোলা, আমার দুঃখ দূর কর, আমি তোমার নাম জপ করিব। অগুরু কাষ্ঠের উদূখল ও চন্দন কাষ্ঠের মুষলে গৌরী দেবী ভাঙ্গ-ধুতুরা

কোটেন। হে শিব, বড়ই যত্নে তোমার সেবা করিলাম, তুমি আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা কর। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে জগদম্বা, শুন, এই কলিযুগে তুমিই আমার অবলম্বন।

(১৬)

হে ভোলানাথ, তুমি কখন আমার দুঃখ হরণ করিবে? দুঃখেই জন্ম হইল, দুঃখেই কাটাইব, সুখ তো স্বপ্নেও হইল না। হে ভোলানাথ, অক্ষত, চন্দন, অগুরু, গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র তোমাকে দিব। যদিও ভবসাগরে কোথাও থই নাই, হে ভৈরব, আসিয়া আমার হাত ধর। বিদ্যাপতি বলেন, ভোলানাথ আমার গতি, হে ভোলানাথ, আমাকে অভয় বর দাও।

(১৭)

হে বৈদ্যনাথ, সিংহেশ্বরনাথ*, শীঘ্র করিয়া আমার প্রার্থনা গ্রহণ কর। দাতা দিগম্বর, বাঘের ছাল পরেন ও শীঘ্র করিয়া বলদের উপর চড়েন। উন্নত বিশাল সুন্দর মস্তকের উপর গঙ্গা লটপট করিয়া বহে। উন্মত্ত শিব ভূতগণের সঙ্গে ফিরেন, বিদ্যুৎ চটপট চমকে। ছাই মাখেন, জটা বাড়ান ও পটাপট ডমরু বাজান। পাথরের বাটী বাহির করিয়া বিল্বদণ্ড দ্বারা রগড়াইয়া ঘুঁটিয়া ঘট ঘট ভাঙ্গ পান করেন। যে জন তোমার নাম ধরিয়া ডাকেন শীঘ্রই তোমার ওখানে চলিয়া যান। ভক্তের উপর কৃপা কর ও খটাখট সঙ্কট কাটিয়া দাও। বিদ্যাপতি বলেন, হে শিবশঙ্কর শুন, একবার শীঘ্র করিয়া দেখ।

(১৮)

হে প্রভো, তুমি ত্রিভুবনের নাথ, আমি নিরুদ্দেশ অনাথ। আমি ধর্ম্ম-কর্ম্মহীন, পাপের অধীনে পড়িলাম। ভেলা মাঝ দরিয়ায় পড়িল, হে ভৈরব, হাল ধর। সাগরের সমান আমার দুঃখভার, এখনই তাহার প্রতিকার কর। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।

* 'ভেরবা' গ্রামস্থিত প্রাচীন শিবমন্দির সিংহেশ্বর নামে খ্যাত

(১৯)

হে শিবশঙ্কর, অনুগতির ভালই ফল হইল। ইহকালে তো এই সঙ্গতি, পরকালে গতি কি? মনোরথ মনেই রহিল। এই আশাতে জন্ম হইয়াছিল যে তুমি প্রসন্ন হইবে ও আমি অমূল্য ধন পাইব। শুন, যমের সঙ্কটে (মৃত্যুকালে) যেন উপেক্ষা করিয়া যাইও না, অনেক যত্ন-প্রয়াসে সেবা করিয়াছি। চক্ষুকর্ণ জীর্ণ হইয়া গেল, শরীর অবসন্ন হইল; যদি তুমি প্রসন্ন হও (এই আশায়)। (মৃত্যুকালে) যখন ব্যাকুল মনে শোক করিব তখন অশ্ব, গজ, মণি ও ধনে কি করিব? ইন্দ্র, চন্দ্র, গণপতি, হরি ও ব্রহ্মা সকল দেবতাকে পরিহার করিয়া প্রভু বাণ মহেশ্বরই ভক্তবৎসল ইহা জানিয়া তোমার সেবা করিলাম। বিদ্যাপতি বলেন, আমার মনোরথ পূর্ণ কর, যমের ত্রাস হইতে মুক্ত কর, আমার দুঃখ হরণ কর; ইহাতে তোমারও সুখ, তোমার প্রসাদে সকলই হইবে।

(২০)

হে হর গোসাঁই, তোমারই শরণ লইলাম। পূর্ব্বে যাহা সব করিয়াছি তাহা কিছু ধরিও না, সকলই বিস্মৃত হও। কপট মোহে পড়াতে আমার শরীর মদনরূপ কুম্ভীরে গিলিয়াছে। ভাল মন্দ সব কিছুই গ্রাহ্য করিলাম না, জীবন মোহভরে প্রবাহিত হইল। যাহা কিছু করিয়াছি তাহা উচিত বা অনুচিত হইয়াছে ভাবিয়া মনে মনে পশ্চাত্তাপ করিতেছি। ভবিষ্যতে কি করিব? (তোমার) পায়ে মাথা খুঁড়িব, কারণ অতীত দিন ফিরিয়া আসিবে না। অপথ রাস্তায় চরণ চালাইয়াছি; ভক্তিতে মন দেই নাই। পরস্ত্রী ও পরধনের প্রতি অভিলাষ বাড়িয়াছে ও জন্ম বিফলে চলিয়া গিয়াছে। চাতুর্য্যযুক্ত চেষ্টা চরিত্রে মন ব্যাকুল হইয়াছে। পুত্র, কলত্র, ভাই, বান্ধব সকলেই অন্তকালে ধাঁধা বলিয়া মনে হইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে শঙ্কর, শুন, আমি তোমার সেবা করিলাম, ইহকালে যাহা ভাল বুঝ করিও, কিন্তু পরকালে শরণ দিও।

(২১)

হে হর, আমার প্রতি মমতা বিস্মৃত হইও না। আমি অত্যন্ত অধম পতিত মানব। তোমার সমান অধমোদ্ধারী দ্বিতীয় নাই এবং আমার সমানও

জগতে পতিত মানব নাই। যমের দ্বারে যখন নিজগুণে খোঁজ করিয়া বুঝিবে তখন কি উত্তর দিব? যখন যমের কিঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া (দণ্ড) উঠাইবে তখন রক্ষক কে হইবে? সুকবি পুণ্যমতি বিদ্যাপতি শঙ্করকে বিপরীত বাণী কহিতেছেন, হে শূলপাণি, তোমার অশরণ-শরণ চরণে মাথা নোয়াইলাম, দয়া করিয়া (চরণ) দাও।

(২২)

হে হর, জানি না তোমার কি কঠিন দরবার হইয়াছে। আমি তোমাকে অশরণ-শরণ বলিয়া ধরিলাম, তাহাতে আমার দিন দিন দুর্গতি হইয়াছে। অবলা জানিয়া আমাকে বিস্মৃত হইলে, ভাঙ্গ খাইয়া বিভোর হইয়া শুইয়া রহিলে। সিংহেশ্বরনাথ আমার দাতা, তাঁহার সেবা করিয়া আমি অনাথ হইয়াছি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ শুন, নিজ সেবকের ক্লেশ হরণ কর।

(২৩)

সরস্বতী ভাল মাটি খুঁজিয়া আনিলেন* ও ভবানী শম্ভুর আরাধনায় চলিলেন। আমাকে আকন্দের ও ধুতুরার ফুল খুঁজিয়া আনিয়া দিল। জগতে জন্মিয়া ভয় আমাকে ছাড়িয়া গেল (আমি নির্ভয় হইলাম)। যমদূত আমার কি করিবে? আমি অপরাধী হইলেও বলী শিবের সঙ্গে থাকি। হে হর, আমি যাহা সব করিয়াছি সকলই আমার দোষ, সে সব তোমারই ভরসায় করিয়াছি। বিদ্যাপতি বলেন, হে শঙ্কর শুন, অন্তকালে আমাকে বিস্মৃত হইও না।

(২৪)

ভবানী অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন ও শম্ভুর আরাধনায় চলিলেন। জাতি, যূথী এবং বিল্বপত্র তুলিলেন। হে মহাদেব, ভোর হইয়াছে উঠ। যখন শিবকে তিন চক্ষুতে দেখিলেন, সেই অবসরে গৌরীকে মদন পীড়িত করিল। তাঁহার করতল কাঁপিয়া উঠিল, ফুলগুলি ছড়াইয়া পড়িল, বিপুল

* বোধ হয় শিবলিঙ্গ প্রস্তুতের জন্য।

পুলক হইল এবং তিনি বসনে শরীর ঢাকিলেন। হে হর, হে গৌরী, এ তোমাদের বেশ ভালই ব্যবহার, মদনবিকারে তোমাদের জপ তপ দূরে গেল। বিদ্যাপতি এই রস গাহিয়া বলিতেছেন যে হরের দর্শনে গৌরীকে মদন সন্তাপিত করিবে।

(২৫)

হে গৌরী, মালা গাঁথ, বম্ ভোলাকে পরাইবার জন্য মালা গাঁথ। আমার ঘরে চরখা নাই যে সুতা কাটিব, আমি দড়িও পাকাই নাই। ধার কর্জ কোথা হইতে আনিব? ঘরে কড়ি বা দাম (তাম্রমুদ্রা)ও নাই। এক শত আট রুদ্রাক্ষের মালা (আছে), সমস্ত সর্পের দড়ি (আছে)। নির্গুণ জপ দশটি গ্রন্থি বাঁধিলাম ও সর্পের ফণা ভুরি * হইল। মালা গাঁথিয়া প্রস্তুত করিলেন ও শিবের দ্বারে লইয়া গেলেন। পার্ব্বতীর পতি শিবশঙ্কর মালা দেখিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা, ইহাই নির্ব্বাণের পথ। ইহার জাতিপাঁতি কিছুই নাই, ইনি ত্রিভুবনের দাতা।

(২৬)

আজ অকস্মাৎ ভেখধারী সাধু আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমারী উপযুক্ত ভিক্ষা লইয়া চলিলেন। (সাধু) ভিক্ষা লয় না, শুধু ঈর্ষা বাড়ায়। ঈষৎ হাসিয়া বদন নিরীক্ষণ করে। এইস্থানে সখীদের সঙ্গে ভালই ছিল, ঐ যোগীকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অরে ভেখধারী, তোমার গুণপনা (জাদু) দূর কর, কেন রাজকুমারীকে দৃষ্টি দিতে আসিলে? কেহ বলে কাহাকেও দেখিতে দিও না, কেহ বলে ওঝা আনিয়া দেখাও। আবার কেহ বলে যোগীকে আনিয়া দেখাও, উঁহার অভয় বরেই ভবানী বাঁচিবেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, চণ্ডিকা দেবীর পতি বৈদ্যনাথের উচিত সেবা হইয়াছে।

(২৭)

মাগো, আজ আচম্বিতে ভেখধারী আসিয়া উপস্থিত হইল মাগো, যোগী ভিক্ষাও লয় না মুখেও কিছু বলে না, শুধু বার বার আসিয়া লক্ষ্য করিয়া

* মালার প্রধান গ্রন্থি যেখানে জপ শেষ হয়

দেখে। এখনই গৌরী হাসিতেছিল, যোগীর মুখ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কেহ বলে ওঝা গুণী আনিয়া দেখাও, কেহ বলে (কপট) যোগীকে বাঁধিয়া নাচাও। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা, এই যোগী ত্রিভুবনের দাতা।

(২৮)

হে যতি, এখানে কোথায় আসিলে? এখানে গৌরী তপস্যায় আছে। রাজার কুমারীকন্যা সাপ দেখিয়া ভীত হইবে। আমি তোমার জটাজুট ছিঁড়িয়া দিব ও ঝুলি কাড়িয়া দিব। হে যোগী, তুমি নিষেধ মানিতেছ না, তুমি অপমানিত হইবে। হে হর, তোমার তিন নয়নে বিষম জ্বালা জ্বলিতেছে, আমার উমা ছোট মেয়ে, তাহাকে দেখিও না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে জগন্মাতা, উনি উন্মত্ত নহেন, ত্রিভুবনের দাতা।

(২৯)

হে ভবানী, অতিথি আসিয়াছেন, বসিতে বাঘছাল আনিয়া দাও। বুড়া শিব বৃষে চড়িয়া আসিয়াছেন। ধুতুরা ও গাঁজাতেই উহার রুচি। উহার অঙ্গে ভস্ম বিলেপিত। মাথার জটাতে সুরসরিৎ গঙ্গা বাস করেন। শরীরে হাড়ের মালা ও সাপের মালা শোভা পায়। হর যুবতীর লোভে ডমরু বাজায়। বিদ্যাপতি কবি বলেন, উনি বৃদ্ধ নহেন, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা।

(৩০)

ব্যাকুল গৌরী দৌড়াইয়া ফিরিতেছে। এই পথেই যোগী দিগম্বর দেখা গেল। দেখিতেই বুড়ার সঙ্গে সকলের মন বসে, তিনি হাসিয়া হাসিয়া ডমরু বাজান। দেখিলাম, ওখানেই আমি কৈলাস দেখিলাম—হাতে ত্রিশূল ও গলায় রুদ্রমালা। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে গৌরী পার্ব্বতী শুন, শিবজী গৌরীর ধ্যানে প্রকট হইয়াছেন।

(৩১)

ওমা, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, বল। ঐ তপোবনে তপস্বীর সঙ্গে দেখা হইল যিনি ফুল ছিঁড়িয়া আমাকে দিলেন। যে যেখানে যত ফুল ছিল,

অঞ্জলি ভরিয়া তুলিলেন। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, তিন নয়নে ক্ষণেক আমাকে দেখিলেন। তাহার গলায় গরল, নয়নে অনল এবং শিরে শশী শোভা পায়। ডিমি ডিমি করিয়া ডমরু বাজান, এইরূপ তপস্বী আসিলেন। মাথায় গঙ্গা কপালে ভ্রমণ করে, হাতে এক কমণ্ডলু এইরূপ দিগম্বর বৃষভে চড়িয়া আসিলেন যিনি বিভূতির (ভস্মের) কৌটা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বলেন, হে গৌরী মাতা, স্বামীর নিন্দা করিও না ; তোমার স্বামী জগতের ঈশ্বর এবং ভোগ ও মুক্তির দাতা।

(৩২)

মা গো, এক যোগী আমি দেখিলাম। তাহার অদ্ভুত রূপ আমা দ্বারা কহা যায় না। তাঁহার পাঁচ বদন ও তিন বিশাল নয়ন। তাঁহার বসন নাই; বাঘছাল পরিধান। তাঁহার মাথায় গঙ্গা বহে, কপালে চন্দ্র শোভা পায়। তাঁহার স্বরূপ দেখিয়া দুঃখ দ্বন্দ্ব সব দূর হইল। যে যোগীর জন্য ভবানী লগ্ন রহিলেন, সেই বরকে কোন্ গুণ দেখিয়া আনিল ? তাঁহার কুল নাই, শীল নাই, মাতাপিতা নাই এবং তাঁহার বয়স চারি লক্ষ যুগ হইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, এই যোগী ত্রিভুবনের দাতা।

(৩৩)

হে মেনকা মাতা, যোগীকে মনে লাগিতেছে। বৃষভে চড়িয়া বিভূতি লাগাইয়া আসিলেন ও ডমরু বাজাইয়া আমার মন হরণ করিলেন। সেই দেবাদিদেব নাথের শরীর অতি সুন্দর, চিত্ত হইতে ছুটিতেছে না, সে কিছু জাদু জানে ? তাঁহার তিন নয়নের মধ্যে একে অগ্নির জ্বালা। চন্দ্রই তাঁহার কপালের তিলক এবং গলায় স্ফটিকের মালা। সিংহেশ্বরনাথ আমার পতি। বিদ্যাপতি কহেন হরগৌরী আমার গতি।

(৩৪)

রসিক যোগীর সঙ্গে ভবানীর মন বসিয়া গেল। আমার ছোট গৌরী নিষেধ মানে না, সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাসে খেলে। মাতা মেনকা কাঁদেন ও দুঃখ করেন যে ঐ তপস্বীর সঙ্গে কি যোগ (জাদু) লাগিল। অন্নও খায় না

নিদ্রাও যায় না, মেয়ের ভাগ্যে বিধাতা কি লিখিয়াছেন? বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, এই বুড়ার সঙ্গেই গৌরীর মন বসিয়াছে।

(৩৫)

মাগো, গঙ্গাতীরে এক যোগী বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার নাম মহেশ। তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ বার বার আসিতেছে এবং বলা হয় বরের বেশ অতি সুন্দর। হে প্রতিবেশিনী মাতারা, তোমরা এস, নারদকে ডাকিয়া আন। এখন উঁহার কুল মূল কি আছে সেই সব বুঝাইয়া বলুন। সম্পত্তির মধ্যে একটা বুড়া বলদ আছে এবং দুই নম্বর ভাঙ্গের ঝুলি আছে। ইহা কে না জানে যে ভূমণ্ডলে হরই আছেন, তাঁহার মাতাপিতা কেহই নাই। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, গায়িকাদের ডাকিয়া আন। 'শুভ শুভ' বলিয়া গৌরীর বিবাহ দাও, যাইয়া মঙ্গল গীত গাও।

(৩৬)

অদ্ভুত শিবশঙ্কর হর বিবাহ করিতে চলিলেন। হাতে ডমরু লইলেন এবং বিভূতি লাগাইয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধরিলেন। নগরের নিকটে হর আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া নৃপতিগণ দেখিতে চলিলেন ও তাঁহার রূপ দেখিয়া লুব্ধ হইলেন। মেনকা ও গায়িকাগণ বরণ করিতে চলিলেন। সাপ ফোঁস ফোঁস ডাক ছাড়িল তো সকলে দূরে পলাইয়া গেলেন। এমন উন্মত্ত বর যাহার বক্ষঃস্থলে বিষধর সাপ! গৌরী বরং কুমারীই থাকুক, আমরা অন্য বর করিব। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন ও গাহিয়া শুনাইলেন, সব কাজ শীঘ্র কর, হর বড়ই সুন্দর।

(৩৭)

জটাজুট চারিদিকে নামাইয়া (ঝুলাইয়া) দিলেন ও বৃষভে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে মেনকা সব তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন—কে বরযাত্রী ও কে জামাই। বাসুকি রাজা কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া আসিয়াছে—সেই বরযাত্রী আর ঈশ্বর জামাই। এমন ঠাকুর যাহার সামান্য সম্পত্তি—ভস্মের ঝুলি ভরিয়া আনিয়াছেন। কেহ বিধি* করে না তো হর পাশা খেলেন ও সাপের

* বিবাহের অনুষ্ঠান।

সঙ্গে হুটোপাটি আরম্ভ করিলেন। তিনি খীর (পায়স) খান না, গাঁজা পাইলেই হইল—এই বর উমার কিরূপ জুটিল? বিদ্যাপতি এই রসের কথা বলিতেছেন, উনি উন্মত্ত নহেন, জগতের সৃষ্টিকর্তা।

(৩৮)

দিগম্বর গুণনিধিকে দেখিয়া সর্ব্বপ্রকারে মনোরথ পূর্ণ হইল। বুড়া যোগী বৃষভে চড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কানে কুণ্ডল ও গলায় সাপ। বুড়া যোগী বেদীতে চড়িয়া বসিলেন, মণ্ডপে জটা ছড়াইয়া পড়িল। বিধি (বিবাহের অনুষ্ঠান) করিতে করিতে হর ঘুরিয়া পড়িলেন, সাপ পিছলাইয়া পড়িল ও গৌরী হাসিলেন। কেহ ইহাকে কিছু বলিও না—এ আমার পূর্ব্বেরই লিখা ছিল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(৩৯)

যখন গুণনিধি হরকে দেখিলেন সর্ব্বপ্রকারে মনোরথ পূর্ণ হইল। বুড়া যতি হর বৃষভে চড়িলেন, তাঁহার কানে কুণ্ডল ও গলায় গজমোতী শোভা পায়। মহাদেব চৌকিতে (বিবাহের বেদী) চড়িয়া বসিলেন ও মণ্ডপ ভরিয়া জটা ছড়াইয়া পড়িল। (পুরোহিত) বিধি (অনুষ্ঠান) করে না তাই হর 'বিধি কর', 'বিধি কর' বলিয়া জিদ করিতে লাগিলেন। বিধি না করাতে হর ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন, সাপ পিছলাইয়া পড়িল ও শ্রীগৌরী হাসিলেন। কেহ ইহাকে কিছু বলিও না, ইনি আমার প্রভু তাহা পূর্ব্বেই লিখা ছিল। কবি বিদ্যাপতি গাহিলেন যে গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(৪০)

চল সখি, দেখিতে যাই হেমন্ত ঋষি* (হিমালয়) কেমন জামাই আনিলেন। হস্তিগামিনীর সমান গৌরী সুকুমারী, তাহার জন্য তপস্বী ভিখারী আনিলেন? দশ পাঁচ সখী আগাইয়া গেল, কিন্তু তাহারা গহনা হারাইয়া সব জিজ্ঞাস্য কথা ভুলিয়া গেল। তাহাদের কিঙ্কিণীর ধ্বনি শুনিয়া সাপ ফোঁস ফোঁস করে ও সাপের ফোঁসফোঁসানিতে দীপ নিভিয়া গেল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু রাগিয়া গেলেন।

* একটি প্রাচীন মত আছে যে উমার পিতা হিমালয় নয়, হেমন্ত নামক ঋষি।

পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলেন পরে পরীক্ষা করেন। কোন সখী চন্দন লাগাইয়া দিলেন, কিন্তু উন্মত্ত মহাদেব ভস্ম লাগান। কোন সখী পান লাগাইয়া (সাজিয়া) দিল, কিন্তু উন্মত্ত মহাদেব ধুতুরা চাবান। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে কন্যার মাতা, শুন, এই বর ত্রিভুবনের রাজা (বা ঈশ্বর)।

(৪১)

শুনিয়াছিলাম হর বড়ই সুন্দর কিন্তু পরে দেখি বিভূতিযুক্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। শুনিয়াছিলাম হর রথের উপর আসিবেন কিন্তু পরে দেখি বুড়া বলদের উপর। শুনিয়াছিলাম পট্টবস্ত্র (রেশমী কাপড়) পরিয়া আসিবেন, কিন্তু পরে দেখি ছেঁড়া বাঘের ছাল। শুনিয়াছিলাম গলায় মোতীর মালা লইয়া আসিবেন, কিন্তু পরে দেখি রুদ্রাক্ষের মালা। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(৪২)

জটাতে আঁকসী* লাগাও। ধ্যানে মগ্ন যোগিরাজকে জাগাও। উমার প্রতি নিত্য প্রেমগীত স্নেহের সঙ্গে শুনাও। পার্ব্বতী ও মহেশকে অভেদে মিলাইয়া দাও। চন্দ্রমা-তিলকের উপর চন্দন লাগাও। বিধিপূর্ব্ব ব্রহ্মপুত্র (নারদ) কে ডাকাইয়া আন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সকলে মিলিত হইয়া গান কর এবং প্রথামত বিনোদ (রহস্য) করিয়া মহাদেবকে হাসাও।

(৪৩)

হে মেনকা, জামাই দেখ। শিবের মাথায় জটা জন্মিয়াছে, তাহার উপর সাপের ফণা। জটাতে আঁকসী লাগাইয়া দিল, কিন্তু ঝাঁকি দিতেই গঙ্গা বাহির হইয়া গেল। বেদীময় খই ছড়াইয়া (লাজবর্ষণ) দিল, তাহা ক্ষুধার্ত্ত বাসুকি বাছিয়া বাছিয়া খায়। থালী ভরিয়া স্নানীয় (হরিদ্রা) চূর্ণ ছড়াইয়া দিল, কিন্তু উন্মত্ত মহাদেব ভস্ম লাগান। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলেন, গৌরীর সহিত বর বাসরঘরে যান।

* বরের টিকিতে মৃন্ময় আঁকশী লাগাইয়া টানিবার প্রথা আছে।

(৪৪)

মা গো শিবকে দেখ। ডিমি ডিমি ডমরু বাজাইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা মাগিতেছেন। মেনকার সহিত সব সখীরা হরকে দেখিবার জন্য চলিলেন। নগ্ন বেশ, শরীরে ভস্ম লাগান ও সর্প গলায় ঝুলিতেছে। ঘরে ঘরে মেনকা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে আমি কি উপায় করিব। সখীরা সব বলিলেন, মেনকা শুন, এই হরকে তাড়াইয়া দাও। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, ইনি ত্রিভুবনের রাজা। এই যোগীর জন্যই গৌরী বেলের পাতা চাবাইয়া (প্রায় অনাহারে) এত তপস্যা করিয়াছেন।

(৪৫)

এমন উন্মত্ত যোগী এই ভাবে বিবাহ করিতে আসিয়াছে! টপাটপ করিয়া বৃষ আসিল, তাঁহার রুদ্রমালা খটাখট শব্দ করে। ভক ভক করিয়া শিব ভাঙ্গ গিলেন, হাতে ডমরু লইলেন। আলপনা লেপিয়া ফেলিলেন, মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও চৌমুখী দীপ ফেলিয়া দিলেন। মেয়েকে লইয়া মেনকা বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন—হে সখীগণ, গান করিও না। বিদ্যাপতি বলেন, হে মেনকা শুন, ইনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর।

(৪৬)

মাগো, হিমগিরি এহেন উন্মত্ত বর আনিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া রঙ্গ লাগিতেছে। এহেন উন্মত্ত বর ঘোড়ায়ও চড়েন না যে দেশে বহু রং বেরঙের ঘোড়া আছে। বাঘছাল দিয়া যে বৃষের জিন বানাইয়াছেন তাহাতে সাপের বন্ধনরজ্জু লাগিয়াছে। ডিমি ডিমি শব্দে ডমরু বাজাইতেছেন ও তাঁহার অঙ্গ খট খট করিতেছে। ভক্ ভক্ করিয়া ভাঙ্গ গিলিতেছেন ও তাহার পাঁজর ছটপট করিতেছে। চন্দনের প্রতি অনুরাগ নাই, অঙ্গে ভস্ম চড়ান (মাখেন)। ভূত পিশাচের অনেক দল সৃষ্টি করিলেন ও মস্তক হইতে গঙ্গা বহিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, এই দিগম্বর পাগল।

(৪৭)

বরের রঙ্গ দেখ। তাহার জটাজুটের মধ্যে গঙ্গা দেবীর তরঙ্গ। চিতার ভস্ম অঙ্গে লাগাইয়া লইয়াছেন। বিষ টিষ খান ও ভাঙ্গ ঘোটিয়া পান করেন।

ভূত, প্রেত, যোগী ও পিশাচগণের সঙ্গ। এই রীতির গান বা মৃদঙ্গ শুনিয়াছ কি? শিশুচন্দ্র (চন্দ্রকলা) কপালে তিলকের সুন্দর টিকা হইয়াছে। ভোলানাথ মহাদেব অনঙ্গকে জয় করিয়াছেন।

(৪৮)

সখি, শোভা দেখ। বরের পাঁচ বদন ও তিন আঁখি। অমৃতে রুচি নাই, বিষ চাখেন। গলায় সর্পরাজ, ভাঙ্গের ভাঙ্গড়। মাথায় জটাজুট ও ললাটে চন্দ্রমা অঙ্কিত। কপালের মধ্যভাগে চন্দ্রের তিলক বিকীর্ণ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সখীগণ শুন, শিবের সেবকগণ কোথাও দুঃখী নয়।

(৪৯)

কাহারও অদৃষ্ট খণ্ডান যায় না। বর দেখিয়া সকলেরই আশ্চর্য লাগিতেছে। কেহ বা মোটা-সোটা ও কেউ লিকলিকে—এরূপ ভূতপ্রেত সঙ্গে ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে। তিন নয়নে ও পাঁচ মুখে অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, ললাটে চন্দ্র শোভিতেছে ও গঙ্গা ঝর ঝর করিয়া বহিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মহাপণ্ডিত আসিয়াছেন। গৌরী বড়ই তপস্যা করিয়াছেন, তাই যোগ্য (পতি) পাইয়াছেন।

(৫০)

সিন্দুর, পিঠুলী প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজাইয়া সেই সব তোমাকে সমর্পণ করিলাম, কিন্তু তুমি ছাইয়ে সাজিলে। হে দিগম্বর, যাও ফিরিয়া যাও, আমার গোস্বামিনীর (গৌরীর) তুমি যোগ্য বর নও। হরের চেয়ে গৌরী গৌরবে অধিক, তোমার জপমালা দিয়া কি করিব? সম্ভ্রমের জন্য (শুভদৃষ্টি?) নয়নের প্রতি চাহিবে, হিমগিরির মেয়ে অগ্নি কিরূপে সহ্য করিবে? তোমার কপালে নয়নানলের রাশি বর্ষে, মুকুটে ঝাঁকি দিতেই পট্টবাস জ্বলিয়া যাইবে। বড় সুখে (আদরে) শাশুড়ী মস্তক চুম্বন করিবেন তো গঙ্গার স্রোতে তাঁহার ওষ্ঠ ডুবিয়া যাইবে। সখীগণ কেলি আলাপ করিবে কিন্তু নিকটে গেলেই সাপ ফোঁস ফোঁস করিবে। বিদ্যাপতি বলেন, এই যুক্তি বুঝহ, আমাতে শিব ও শক্তির মিলন করাইবে।

(৫১)

বামনা (নারদ) চেঁচাইতেছে। সখি চল হেমন্তের আঙ্গিনায় গিয়া দেখি। নারদ ব্রাহ্মণ বুড়া বর আনিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া আঙ্গিনা ভরিয়া তাড়না করিব। হেমন্ত বলিলেন, উন্মত্ত বর কিরূপে করিব? আমাকে নিষেধ করিয়াছে এই বর করিও না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ শুন, এমন সুবুদ্ধি (সুকুমারী) গৌরী কিরূপে ক্লেশ সহ্য করিবে?

(৫২)

উত্তর দেশ হইতে এক যোগী আসিলেন ও রাজদ্বারে বসিয়া গেলেন। ওহে শিব, তুমি কি দেখিয়া বৃষ খাড়া করিলে এবং কি দেখিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে? ওহে শিব, তুমি যদি গৌরীকে বিবাহ করিবে তো অনেক বাজনা লইয়া আইস। আমার রাজ্যে বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয় না, ডমরু বাজাইয়াই বিবাহ হইবে। ওহে শিব, তুমি যদি গৌরীকে বিবাহ করিবে তো অনেক সিন্দুর লইয়া আইস। আমার রাজ্যে সিন্দুর প্রস্তুত হয় না, ভস্ম লাগাইয়াই বিবাহ হইবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, মেনকা শুন, ইনি ত্রিভুবননাথ।

(৫৩)

হে মা, আজ দেখ কি অদ্ভুত, হেমন্ত অবধূত (সন্ন্যাসী) বর জুটাইয়া আনিয়াছেন। হাত দিয়া ধরিয়া মাথা নোয়াই কিন্তু তবু মুকুট ছুঁইতে পাই না। নাক ধরিয়া বেদীর চারিদিকে ঘুরাই।* 'শুভ শুভ' বলিয়া মণ্ডপে বসাই। বিধির (অনুষ্ঠানের) সময় যখন হইল তখন মস্তক হইতে সাপ পিছলাইয়া পড়িল। হর একাই মুষল ধরিলেন, কারণ সঙ্গে কে 'ওঠঙ্গর'† কুটিবে? সঙ্গী সহোদর কেহই নাই, সঙ্গে কে 'ওঠঙ্গর' কুটিবে? বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন।

* মিথিলাতে এরূপ প্রথা আছে।

† ধান্যাদি অষ্ট শস্যের মিশ্রণ। বরের সঙ্গে আট জন ভাই বান্ধব মিলিয়া উদূখলে ওঠঙ্গর কুটিবার প্রথা আছে।

(৫৪)

যখন শঙ্কর গৌরীর করে ধরিয়া মণ্ডপের মধ্যে আনিলেন, মনে হইল যেন শারদীয় পূর্ণচন্দ্র সন্ধ্যায় উদিত হইল। চতুর্দ্দশ ভুবনের শোভা শিবকে এবং রাজকুমারী গৌরীকে দেখিয়া মাতা মেনকা হর্ষিত হইলেন, মনে হইল যেন ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 'আমার জন্ম সফল হইল' ভাবিয়া হেমন্তের শরীর পুলকে পূর্ণ হইল। হরি ও ব্রহ্মা দুইজনই বসিলেন (ও বলিলেন) 'আমি হরকে গৌরী দিলাম'। নারদ তানপুরা যোগে এবং আরও কত নারী মঙ্গল গীত গাহিতেছেন। বাসর ঘরে কামিনীরা নানা কৌশলে সকলে সকলকে গালি দেয়। বিদ্যাপতি বলেন, গৌরীপরিণয়ের কৌতুক মুখে বলা যায় না। সাপের ফোঁস-ফোঁসানিতে স্ত্রীলোকেরা সেইস্থানে বসন ফেলিয়া পলাইল।

(৫৫)

যখন 'গোত্রাধ্যায়কের' (একপ্রকার বিধি) সময় হইল তখন দ্বারে দ্বারে নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিল। জাজিম ঝাড়িয়া বিছাইয়া দিল ও নিজ নিজ দ্বার হইতে নৃপতিগণ আসিয়া গেলেন। ঘর হইতে নৃপতিরা সকলে আসুন এবং সকলে জাজিমে চড়িয়া বসুন। ধূপ দীপ জ্বালিয়া আনিল ও আবীর গোলাপজল ছিটাইল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিলেন যে গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(৫৬)

হরগৌরী মণ্ডপে চড়িয়া বসিলেন ও ঋষি তিল কুশ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা বেদ উচ্চারণ করিয়া দিলেন ও শিবশঙ্কর তাহা পড়েন। ঋষি জিজ্ঞাসা করেন, হর তোমার গোত্র বল, বিবাহ কর। হর কহেন, ঋষি, এই আমার গোত্র, বিবাহ করাও। উভয় পুরোহিতই বেদ উচ্চারণ করিলেন, কোন পুরোহিতই হারিলেন না। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন যে ঋষির পুরোহিত জিতিলেন।

(৫৭)

রাজা হেমন্তের ঘরে গৌরী জন্ম লইলেন, শিব তাঁহার অঙ্গুলি ধরিয়া লইলেন। শিব বৃষভের পিঠে দড়ি নিক্ষেপ করিলেন ও তাহাতে বাঘছাল

ঢাকিয়া দিলেন। মাতা মেনকা দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে অনেক রূপ চিন্তা করিতেছেন—ইনি হন তপস্বী ভিখারী। হে সখীগণ, আমি গৌরীকে বিদায় করিব না, বরং গৌরী কুমারীই থাকুক। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, ইনি ত্রিভুবননাথ। 'শুভ শুভ' বলিয়া গৌরীকে বিদায় কর, এই বরই ললাটে লিখিয়াছে।

(৫৮)

উমার পাগল বর দেখিয়া নারী (মেনকা) চিন্তা করিতেছেন। মাথার চূড়ায় সাপের ফণা বিরাজিত, মাথায় গঙ্গার ধারা বহে। ত্রিপুরারির কপালে বিশাল সুধাকর (চন্দ্র) ও হাতে ত্রিশূল। দিগম্বরের বাহন বৃষভ ও ভূত-বেতালগণ সঙ্গী। আকন্দ ও ধুতুরা তাঁহার ভোজন এবং ভাঙ্গ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। ঋষি-রাণী (মেনকা) রাজাকে বলেন, কন্যা বড়ই সুকুমারী, কন্যার উপযুক্ত বর নয় সুতরাং কন্যা কুমারীই থাকুক। জগজ্জননী (উমা) জননীকে বলেন, "আমার চিন্তা ছাড়িয়া দাও ; আমি যেখানেই যাইব সেখানেই সুখ-দুঃখ পাইব, কারণ যাহা লেখা আছে তাহা মোছা যায় না। শিবশঙ্কর ঈশ্বরই আমার বর, তাঁহার চরণে চিত্ত নত হয়।" বিদ্যাপতি কবি গাহেন যে গিরিজা মনে মনে খুবই আনন্দিত।

(৫৯)

জন্মাবধি নিত্য ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া যে বাঁচে, তাহার বিবাহ কিরূপ ? তাহাকে এখন গৌরীর বর করিব, ইহা কোথায় (কিরূপে) নির্ব্বাহ হয় ? ঘর কোথায়, আঙ্গিনা কোথায়, বাপ কোথায়, মা-ই বা কোথায় ? কোথাও থাকিবার স্থান নাই কাহার এমন জামাই হয় ? কোন্ দুর্জ্জন এমন করিল ? ইহার পরিবার কেহ নাই। যে ঘটক ইহার সম্বন্ধ করিল তাহাকে শত ধিক্। যাহার কুল পরিবার একজনও নাই, পরিজনের মধ্যে ভূত ও বেতাল। দেখিয়া দেখিয়া শরীর অবসন্ন হয়, এই হৃদয়ের কাঁটা কে সহিতে পারে ? বিদ্যাপতি বলেন, হে সুন্দরী ধৈর্য্য দ্বারা মন দৃঢ় কর, যে যাহার বিবাহিতা বধূ হয় তাহাকে সে নাথ রূপে পায়।

(৬০)

সখি, বড়ই দুঃখ হইল—গৌরী মেয়ের বর দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইল, বর একে তো উন্মত্ত, তাহার উপর বোকা। সে ভাঙ্গ ধুতুরা খাইয়া বিভোর থাকে। না ভাই আছে, না বাপ—একা থাকে ও দিনরাত্রি ভূতপ্রেতের সঙ্গে খেলা করে। আমার গৌরী তো পাগল বা বোকা নয়, তাহার জন্য এহেন বর কেন আনিয়া দিল? নারদ বামনই এই সব চক্রান্ত রচিয়াছে, মেয়ের যে বাপ আছে সেও শত্রু হইয়া গিয়াছে। মেনকা বলেন, আমার মাথায় আগুন লাগিয়া গিয়াছে, এমন জামাই তো কাহারও হয় নাই। বিদ্যাপতি গীত গাহিয়া বলিতেছেন, ইনি বোকা নহেন, ত্রিভুবনের নাথ।

(৬১)

এই নির্মোহী (উদাসীন) হরকে বর করিব না। তাহার শরীরে বিঘৎ পরিমাণ বসন নাই, শুধু বাঘছাল কাঁধে রাখেন। বনে বনে ফিরিয়া শ্মশান জাগান, তিনি ঘর আঙ্গন বানাইলেন কবে? শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, জা কিছুই নাই, বাছা (মেয়ে) কাহার কাছে গিয়া বসিবে? এক জীর্ণশীর্ণ বুড়া বলদ আছে এবং ভাঙ্গের ঝুলি সম্পত্তি আছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, শিবের সমান দানী জগতে কে আছেন?

(৬২)

যদ্যপি গিরির (হিমালয়ের) এরূপ বিচার হয় তবু আমি শিবের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ দিব না। ভাঙ্গ খান, নিত্য ভাঙ্গ ছাকেন ও ভাঙ্গেরই চাষ-বাস করেন। বিঘৎ পরিমাণ বস্ত্রও তাহার জোটে না। তাহার আপন কুটুম্ব কেহ নাই। তাহার ঘর নাই, সহোদর ভাই নাই, জাতির কি বিচার আছে? তাহার ঘরে উমা গৃহিণী হইয়া থাকিবে, ইহা আমার পক্ষে ধিক্কার (লজ্জাকর)। সাপ ও বাঘ তাহার ভূষণ ও বাহন দেখি, (গৌরী) কি প্রকারে বাঁচিবে? ঘরে ফিরিয়া যাউক এবং ঘরে গিয়া প্রেতদের সঙ্গে দরবার লাগাক্। বিদ্যাপতি কহেন, সকল সংসারে ইহা বিদিত যে শিব অনাদি, বিশ্বম্ভর ও দানী, তিনি ত্রিভুবনের পালক সুতরাং শীঘ্র গৌরীর বিবাহ দাও।

(৬৩)

যদি এই বুড়া জামাই হয় তো আমি এই আঙ্গিনায় (ঘরে) থাকিব না। এক তো শত্রু হইলেন বিধি বিধাতা, দ্বিতীয় মেয়ের বাবা, তৃতীয় শত্রু হইলেন নারদ ব্রাহ্মণ যে এই বুড়া জামাই আনিয়াছে। প্রথমেই ডমরু বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গিব, দ্বিতীয়তঃ রুদ্রাক্ষের মালা। বলদ হাঁকাইয়া বরযাত্রী তাড়াইব ও বাছাকে (মেয়ে) লইয়া পলাইয়া যাইব। ধুতী, লোটা পুঁথীপত্র এসকলও ছিনাইয়া লইব। নারদ বামনা যদি কিছু বলেন তো দাড়ী ধরিয়া তাড়না করিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, আপন মতি স্থির কর। 'শুভ শুভ' বলিয়া শ্রীগৌরীর বিবাহ দাও, গৌরী ও হর এক সমান।

(৬৪)

এমন পাগলের সঙ্গে কেমন করিয়া বিবাহ করাই? দাঁত ভাঙ্গিয়াছে, চুল পাকিয়াছে, পা ফাটিয়া পায়ে ফাট রোগ হইয়াছে। এমন বরের সঙ্গে কনে কোন্ সুখ পাইবে। লাল জরির শাড়ী ও কুসুম রঙ্গের বুটাদার শাড়ী কনে পরেন আর বর পশুচর্ম্ম পরে। সাপ তাহার ভূষণ ও সে বলদের উপর সওয়ার। তাহার হাতে ত্রিশূল ও ডমরু ও ললাটে চন্দ্র। মেনকা কহেন, এ কেমন মহাদেব আসিয়াছেন জানি না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, ইনি জগতের নাথ।

(৬৫)

এত জপ তপ আমি কিসের জন্য করিলাম, নিত্য দান কেন করিলাম? আমার দুলালীর এই বর হইবে, এবার তো প্রাণ থাকিবে না। হরের মা-বাপ নাই, সহোদর ভাইও নাই। আমার মেয়ে যে শ্বশুরবাড়ী যাইবে তো কাহার নিকট গিয়া বসিবে? ঘাস কাটিয়া আনিবে, বৃষ চরাইবে, ভাঙ্গ ধুতরা কুটিবে। এক পলও গৌরী বসিতে পারিবে না, সর্ব্বদা হুকুমের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। বিদ্যাপতি বলেন, হে মেনকা শুন, নিজের মতি স্থির কর। ইনিই ত্রিলোকের ঠাকুর, তাহা গৌরী দেবী জানেন।

(৬৬)

গৌরী দুঃখ ভুগিবে, ভাঙ্গখোরের সঙ্গে গৌরী দুঃখ ভুগিবে। নিত্য প্রতিদিন ভাঙ্গখোরের জন্য ভাঙ্গ পিষিবে, ক্ষণকালের জন্যও অবসর নাই যে

কখন শুইবে। ভিক্ষা মাগিয়া আনা ধান কুটিবে; মাড়ের সঙ্গে গলিত ভাত কিরূপে খাইবে? দড়ি-ছাড়া বুষের দড়ি ধরিবে; একা ঘরে কিরূপে থাকিবে? শ্বশুর-শাশুড়ীর সুখ কখনও জানিবে না, গঞ্জনা শুনিয়া শুনিয়া সর্ব্বদা কাঁদিবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে সতি শুন, শিবশঙ্কর বিনা গতি কি?

(৬৭)

মনে মনোরথ (সাধ) ছিল যে প্রথম বর করিব, পণ্ডিত জামাই করিব। দেবতারা আমার মনোরথ বুঝিলেন না, বুড়া আসিয়া হাজির হইয়াছে। যে এই ঘটকালী করিয়া বর জুটাইয়া আনিয়াছে তাহাকেও দেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। গৌরী কেন এত কঠিন ব্রত করিল, এক বনবাসীর সেবা করিল? গৌরীর ইহাই লেখা ছিল যে বুড়া বর হইবে—ইহাতে ঘটকের কোন্ অপরাধ? বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, নিজের মতি স্থির কর। 'শুভ শুভ' বলিয়া গৌরীর বিবাহ কর, এই বরই কপালে লিখিয়াছে।

(৬৮)

যখন হইতে মেয়ে জন্ম লইয়াছে, নারদ বুঝাইয়া কহিল যে মেয়ের জন্য জগতের প্রথম (শ্রেষ্ঠ) বর খুঁজিব ও পণ্ডিত জামাই করিব। সেই সব কথা নারদ একটাও গণ্য করিল না—এক বুড়া ভিখারী লইয়া আসিল। হে বিধাতা, আমি কি অপরাধ করিয়াছি এবং বিধাতা আমার কপালে কি লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, লেখা (অদৃষ্ট) মোছা যায় না। আমার তপস্বী ভিখারীই লেখা ছিল, ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইবে?

(৬৯)

গৌরী প্রেম কাহার সহিত করিবে—তপস্বী ভিখারী তাহার বর হইল। হিমাবৃত শৃঙ্গের উপর একটি ঘরে বাস করে, তাহার আপন কুটুম্ব কেহ নাই। এইরূপ শ্বশুরালয়ে গৌরী কিরূপে যাইবে, সেখানে কে তাহার মুখ ধরিয়া আদর করিবে? তৈল পুষ্পসারাদি দিয়া চুল বাঁধায়, নিত্যদিন অঙ্গে গন্ধদ্রব্য মাখায়, সেই গৌরী কিরূপে ভস্ম মাখিবে ও রোজ উঠিয়া ভাঙ্গ কুটিবে। রাজদুলালী অতি সুকুমারী, নৃপতির প্রাণ-আধার—সেই গৌরী কিরূপে

(শ্বশুরালয়ে) দিন কাটাইবে, বিধাতা কি ললাটে লিখিলেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, ইনি ত্রিভুবনের নাথ যাঁহার জন্য গৌরী কঠিন ব্রত ধারণ করিয়াছেন ও এই বুড়াই তাঁহাকে সনাথ করিবেন।

(৭০)

আমি নারদ মুনির কি ক্ষতি করিয়াছি যে জানিয়া শুনিয়া বুড়া জামাই আনিল ? (ইহা বলিয়া) মাতা মেনকা হাতে স্বর্ণ থাল লইয়া বরণ করিতে চলিলেন। জানালার আড়াল হইতে গৌরী অনুরোধ করিতেছেন যে শিবজীর নিকট আমার মিনতি যে হে নাথ, একবার রূপ বদলাও যাহাতে পিত্রালয়ের লোকেরা প্রত্যয় করে (যে তুমি সুন্দর)। শিবজী এক হাতে ভস্ম মোছেন ও দ্বিতীয় হাতে তিলক ঘষেন। মা মেনকা কোথায় গেলেন, তাহার কি হইল ? আমার রূপ দেখিয়া লও। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, ইনি ত্রিভুবনের নাথ। ইনিই সেই যোগী যাঁহার জন্য গৌরী তপস্যা করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারাই সনাথ হইবেন।

(৭১)

বাবা, আমি জানিতামই যে পরের ঘরে পাঠাইবে, কেন বাবা, এত আদর করিলে।......যদি আমি জানিতাম যে কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবে তো আমি গোটা পঞ্চাশেক মরিচ খাইয়া লইতাম। মরিচের তেজে গর্ভ নষ্ট হইত, এই মেয়ের সন্তাপ (শোক) দূর হইত। তিনি বিকল বিক্ষীণ হইয়া ফিরিতেছেন—মেয়ের বাপ হেমন্ত ঋষিও কাঁদিতেছেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, বাবাকে বুঝাইয়া বল, মাতা জন্ম দিলেন, কিন্তু নিজের কর্ম্মেরই ফল ফলিল—লেখা (অদৃষ্ট) মোছা যায় না।

(৭২)

গৌরী কেন আমার কুক্ষিতে জন্মিল ও কেনই বা তাহার বিবাহ হইল। দুধ খাওয়াইয়া গৌরী মেয়েকে পালন-পোষণ করিলাম এবং বহু আশা লাগাইয়া রহিলাম। আমার গৌরী কমলের ফুলের সমান ও (গৃহের) সকলের প্রাণ-আধার। সেই গৌরী কিরূপে তপোবনে যাইবে ? আমি গরল বিষ খাইয়া মরিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, নিজের মতি দৃঢ় কর। জগৎ ভরিয়া কে জানে না যে পার্ব্বতীর এই পতিই হইবেন ?

(৭৩)

বাছা গৌরী এহেন রত্ন—ইহাকে তপস্বী কোথায় লইয়া যায়? মাতা মেনকা শোকতাপ করেন, হেমন্ত ঋষি পিতাও চিন্তা করেন। বাছার কর্ম্মফলে এই বরই হইল—বিধি ললাটে কি লিখিয়াছেন! গৌরী বিভূতি দেখিয়া স্তব্ধ হইল ও ডমরু দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল। সতীন (গঙ্গা) দেখিয়া গৌরী দূরে পলাইল (ও ভাবিল) কি লইয়া রাজ্য ভুগিব? অগুরু-চন্দন-স্থলে আমার বিভূতি ও ডমরুই প্রসাধন। হে সখি, আমার সতীন হইবে ইহা আমার সহ্য হইল না, আমি (একা) শিবকে লইয়া রাজ্যভোগ করিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, নিজের মতি দৃঢ় কর। জগৎ ভরিয়া কে জানে না যে এই বরই ত্রিভুবনের দানী?

(৭৪)

লেখাপড়া জানা পুরুষ মূর্খ হইল, গায়িকাদের সহিত বাসরঘরে গেল। ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পাটী বিছাইয়া দিল, তাহার উপর দুইজনকে বসাইয়া দিল। পাকা (বা সাজা) পান খাওয়াইয়া দিল, বিনা বিধিতে বিধি করাইয়া দিল (কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অনুষ্ঠান হইল না)। সুন্দর বস্ত্র পরাইয়া দিল, বিনা বিধিতে বিধি করাইয়া দিল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(৭৫)

লাল ডুলী সাজাইয়া দিল ও তাহাতে গৌরীকে বসাইয়া দিল। গৌরীকে দিয়া পান ছড়াইয়া দিল ও হরকে দিয়া পান গুছাইয়া দিল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(৭৬)

সুবর্ণ ডালী সাজাইয়া দিল, 'নয়না যোগ'* ভাড়া করিয়া আনিল। নয়না কিরূপে আসিল ও সমস্ত যোগ (জাদু) সঙ্গে করিয়া আনিল? হেমন্ত

* কথিত আছে 'নয়না' আদি চারি (বা সাত) সখী (যোগিনী) গান গাহিয়া হর-গৌরীর প্রেমবর্দ্ধন করিত। বাসর শয্যার চারিদিকে তাহাদের অনুকরণে কয়েকজন সখী ডালী লইয়া দাঁড়ায়।

পশুপতিকে আনিয়াছেন, কিন্তু কেহই দৃঢ়মতি হইয়া বলিতেছেন না (সমর্থন করিতেছেন না)। 'শুভ শুভ' করিয়া সকলে বলুন, গৌরী হরকে বশ করিয়া রাখুন। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, যোগিনীর অন্ত পাইল না।

(৭৭)

সুবর্ণ ডালী সাজাইয়া দিল ও নয়না যোগিনীকে ভাড়া করিয়া আনিল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হেমন্তের বর, তোমার ঘর কোথায়, পরিচয় বল। আমার নাম নারদ—তাহা শুনিয়া বর থর থর কাঁপেন (কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা না থাকাতে)। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(৭৮)

আমার এক মেয়ে গৌরী, কতজনের ভালবাসা মাগিব ? সিকি ঘাসের ডুলী সাজাইল, তাহাতে চড়িয়া কামরূপ যাইব। কামরূপ হইতে যোগ (জাদু) আনিল এবং বর-কনেকে লাগাইল। পীপলের (অশ্বত্থ) পাতায় দুধ আনিল তো তখনই যোগিনী বলিয়া উক্ত হইল। হাতের তালুতে দধি জমাইল তো তখনই যোগিনী বলিয়া উক্ত হইল। আঙ্গিনাতে (মুহূর্ত্তে) কুয়া খোঁড়াইল ও রেশমের দড়ি পাকাইল। তাহাতেই অগ্নি জ্বালাইল তো তখনই যোগিনী বলিয়া উক্ত হইল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, যোগিনীর অন্ত পাইলাম না।

(৭৯)

আমাকে জগতের যোগ (জাদুকর) বলিয়া জান ও আমাকে মাগিয়া আন। হাতে ধরিয়া চাঁদ আনে ও তাই জগতের যোগিনী বলিয়া উক্ত হয়। গঙ্গাতে পথ সঞ্চারিত করে ও জল দিয়া আগুন জ্বালে। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, সকলেই 'শুভ শুভ' মানাইল (কামনা করিল)।

(৮০)

আমরা সাত ভগিনী যোগিনী, (তন্মধ্যে) নয়না জ্যেষ্ঠা ভগিনী। তাহার নিকটই যোগ (জাদুবিদ্যা) শিখিয়াছি ও চতুর্দ্দশ ভুবন জয় করিয়াছি। ইন্দ্র আমার ডর মানেন ও বিনা মেঘে জল বর্ষান। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, যোগিনীর অন্ত পাইলাম না।

(৮১)

আমি ত্রিহুতের (মিথিলার) যোগিনী, যোগ লাগাইয়া দিব। নয়না আমাকে (যোগ) শিখাইয়াছে, আমার নাম জগন্মোহিনী। আরশীতে কাজল পাড়িয়া চক্ষুর অঞ্জন প্রস্তত করিব। সেই অঞ্জন জামাই তুই চক্ষুতে স্বীকার করিল (পরিল)। কনে রুনুঝুনু করিয়া চলিতেছে, জামাই দেখিতেছে ও পাগড়ীর পেঁচ খুলিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিতেছে। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, আমার যোগ বড় উঁচা, শয্যা ধরিয়া থাকিবে (বিছানা ছাড়িয়া যাইবে না)।

(৮২)

কোথা হইতে চলিয়া আসিলে ও স্নেহ আনিলে? সাতখণ্ড নবদ্বীপ, তাহাও জয় করিয়া আসিলাম। কামরূপ হইতে চলিয়া আসিলাম ও যোগ আনিলাম। সাতখণ্ড নবদ্বীপ, তাহাও জয় করিয়া আসিলাম। রুনুঝুনু করিয়া ধ্বনি চলিতেছে ও প্রভু দেখিতেছে। নাগর অধীন হইবে (বশে থাকিবে), হৃদয়ের মধ্যে রাখিতেছে। প্রভু পায়ে পড়িয়া আছে ও কিছু কহিতেছে। নাগর অধীন হইবে ও মধুর বুলী শুনিতেছে। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, যোগ লাগিল, যুবতীরা বাসর ঘরে যোগের যোগ (বশীকরণ গীত) গাহিল।

(৮৩)

শুকপক্ষী (জামাই) কোথা হইতে আসিল ও স্নেহ আনিল? কোন্ গ্রামে বাস লইল, অমৃতফল ভোজন (এর গান)। অমুক গ্রাম হইতে শুক আসিল ও স্নেহ আনিল অমুক গ্রামে বাস লইল, অমৃতফল ভোজন। কে এই পিঞ্জর গড়াইল ও শুক পুষিল? কে তাহাকে আহার দিবে অমৃতফল ভোজন? অমুক বাবা পিঞ্জর গড়াইল ও শুক পুষিল। অমুক শাশুড়ী আহার দেন, অমৃতফল ভোজন। এমন শুক পুষিও না, স্নেহ লাগাইও না। শুক হয়ত উড়িয়া যাইবে, নিজের ঘরে যাইবে। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, যোগ লাগিল, যোগিনী বড় উঁচা ছিল, তাহার অন্ত পাইলাম না।

(৮৪)

সুন্দর সুচিত্রিত পীড়িতে ভাইরা সবে বসাইলে স্বর্ণময় থালীতে নরম লুচি ও বিবিধ মিঠাই পরিবেশিত হইল। রাজপুত্র নিজ রুচি অনুরূপ খাইবেন ও শাশুড়ী পবন (পাখা) দুলাইবেন। আমার শালী অত্যন্ত ব্যবহারী, নিত্য উঠিয়া পান লাগাইবেন (সাজিবেন)। আমার শালাজ অত্যন্ত ব্যবহারী, নিত্য উঠিয়া পালঙ্ক বিছাইবেন। বিদ্যাপতি 'ডহকন'* গাহিয়া বলিতেছেন, তাহারা সুন্দর ফুল ছড়াইবেন।

(৮৫)

আমাকে যদি ত্যাগ করিবে তো (আমার) গুণ বুঝিবে, যোগবলে কয়েদ করিব ও অধীন করিয়া রাখিব। এক পলকের (নিমেষের) জন্যও যদি ত্যাগ কর তো গুণ বুঝিবে। আমার গুণ এত তীব্র যে শয্যা ছাড়িবে না। আরসীতে কাজল পাড়িব ও রাত্রি কাটাইব। নয়নে নয়ন লাগাইব ও প্রেম মিলাইব। কখনও কি ত্যাগ করিবে? না, হৃদয়ে রাখিব। (তোমাকে) আমার গলার হার করিব ও হৃদয়মধ্যে রাখিব। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, যোগ লাগিল, বিবাহান্তে বর-কনে পরস্পরকে অধীন করিয়া রাখিবে।

(৮৬)

হে সখি, আজ আমার বিধি বাম, প্রভু আমাকে ছাড়িয়া গ্রাম (স্বদেশ) গেলেন। প্রভু কঠোর-হৃদয় হইয়া গেলেন, ফিরিয়াও আমার মুখ দেখিলেন না। যে বনে সিকি (একপ্রকার ঘাস)ও দোলে না (অর্থাৎ নির্জ্জন, নির্ব্বাত), সেই বনে প্রিয় হাসিয়া কথা বলেন। হে সখি, আমি যোগিনীর বেশ ধারণ করিয়া প্রভুর খোঁজ করিব। বিদ্যাপতি এই কথা বলেন যে পুরুষকে বিশ্বাস নাই।

(৮৭)

দক্ষিণ পবন মৃদু মৃদু বহে, প্রভুর সহিত মিলন কবে হইবে? আমের মঞ্জরীতে মধু শেষ হইয়া গেল, তবু প্রভু ফিরিয়া আসিল না। দীপ জ্বলিয়া

* জামাইকে পরিহাস করিয়া যে গান করা হয় তাহাকে ডহকন বলে

বাতি (শলতে) জ্বলিয়া গেল, তবু প্রভু আসিল না। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন যে যোগিনীর অন্ত পাইলাম না।

(৮৮)

আমি অবলা একাকিনী—গুণ জানিয়া শশীর সেবা করিলাম। আমাদ্বারা কত অপরাধ হইয়াছে, কিন্তু সুপুরুষ প্রীতি ত্যাগ করে না। মাঝ নদীতে ডিঙ্গী ডুবিল, জাহাজ লইয়া পার কর। বিদ্যাপতি এই কথা বলেন, সুপুরুষ সুস্থানে থাকেন।

(৮৯)

হে প্রভো, তুমি গঙ্গার ধারা, পতিতকে উদ্ধার কর। দূর হইতেই গঙ্গা দেখিলাম, আর অঙ্গে কোন পাপ রহিল না। গঙ্গাকে জানিয়া তাহা স্পর্শলাভের জন্য সেবা করিলাম। বিদ্যাপতি এই কথা বলেন, সুপুরুষ গুণের নিধান।

(৯০)

হে সুজন, প্রার্থনা পুরণের আর কত দেরী? অবসর নষ্ট করিও না। সুজনের রীতি এই যে কখনও প্রীতি ছাড়ে না। নারীর যদি দোষ থাকে তো লোকে পতিকে উপহাস করে। আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি কোন কথাই বলি নাই। সাতখণ্ডে খণ্ডিত ইক্ষুদণ্ড সব রস দিয়া শুষ্ক খড়ে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন—জলধর জলনিধি পায়।

(৯১)

হে সুজন, প্রার্থনা পূরণের আর দেরী কত? অবসর নষ্ট করিও না। সাত খণ্ডে খণ্ডিত আখ যাহা প্রেম নিষ্কাসিত হওয়াতে শুষ্ক খড়ে পরিণত হইয়াছে। নূতন কামিনীর নূতন প্রেম, আমার সেই প্রেম ত্যাগ করিলেন। ওখানেই দৃষ্টি ফিরাইয়া থাকুন, কিন্তু একবার দর্শন দিউন। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষ গুণের নিধান।

(৯২)

এতদিন নূতন প্রেম ছিল, জলের সঙ্গে মীনের যেমন প্রেম হইয়া থাকে। একই শয়ন ছিল আমার জন্য দূরদেশে গেল। উভয়ের মধ্যে একটি মাত্র কথা

(বিবাদ) হইল, আর প্রভু হাসিয়া উত্তরও দিল না। ওখানে গিয়া লুব্ধ হইয়া রহিল, কেহই তাহাকে বুঝাইয়া বলিল না। যে বনে সিকিও দোলে না, সেই বনে প্রিয় হাসিয়া কথা বলেন। স্বর্ণ ও হরিদ্রার মধ্যে কত ব্যবধান (?), সুপুরুষ উচ্চ-নীচ চিনিল। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষকে বিশ্বাস নাই।

(৯৩)

মহেশ (শিব) কোন্ বনে বাস করেন, কেহই তাঁহার ঠিকানা বলে না। মহেশ তপোবনে বাস করেন, সেখানেই ভৈরব ক্লেশ (তপস্যা) করেন। কানে কুণ্ডল ও হাতে চক্র, সেই বনে প্রিয় মিষ্ট কথা বলে। যেই বনে সিকিও দোলে না, সেই বনে প্রিয় হাসিয়া কথা বলে। উভয়ের মধ্যে একটি মাত্র কথা হইল আর প্রভু উঠিয়া বিদেশে চলিয়া গেল। বিদ্যাপতি হাসিয়া বলিতেছেন যে ইহা রাধাকৃষ্ণের লীলা।

(৯৪)

ভগবান মধুপুর (মথুরা) গেলেন, তাঁহার বিরহে প্রাণ ত্যাগ করিব। যাইতেই তিনটি ফল আনিলেন—মধু, মিছরী ও গুড় (?)। ওকে ছাড়া অন্য কে আছে, নিজেই তিনি চতুর সমান। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষ সুস্থানে থাকেন।

(৯৫)

মোহন মধুপুরে তাঁহার বাস, আমিও তাঁহার নিকট যাইব। কুব্জাকে তিনি স্নেহ করিলেন, আমার পিরীতি ছাড়িয়া দিলেন। অলির পক্ষে তো কুসুম অনেক, কিন্তু কুসুমের পক্ষে তো অলি একই আছে। ওখানেই মুখ ফিরাইয়া থাকুন, (কিন্তু) একবার দর্শন দিউন। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষ সুস্থানে থাকেন।

(৯৬)

তুমি জলধর স্বভাবতঃই জলরাজ ও আমি চাতক, আমার একবিন্দু জলের কাজ। হে জলদ, জল দিয়া আমার জীবন রাখ। সময়মত দিলে সহস্রই

লাখ হইয়া যায়। চাঁদ নিজ তনু দিয়া রাহু পান করে তো তাহার কলা কখনও ম্লান হয় না। বৈভব গেলেও বিবেক রহিয়া যায়, এমন পুরুষ লক্ষে একজন হয়। বিদ্যাপতি দূতীকে বলিতেছেন, তুই মনকে একত্র মিলাও।

(৯৭)

আজ আমার কোন্ অপরাধ পড়িল (হইয়া গেল), কেন হরি লোচনার্দ্ধেও দেখিতেছেন না। অন্যদিন গ্রীবা গ্রহণ করিয়া নিকটে আনিয়া বহুবিধ বচনে প্রেমবর্দ্ধন করিতেন। মনে মনে রাগ করিয়া প্রভু শুইয়া রহিলেন, পুরুষের হৃদয় এমন হয় না। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষ গুণের নিধান।

(৯৮)

যখন মহাদেব বাসর ঘর হইতে চলিলেন তো সখিগণ দ্বার রোধ করিল। খিড়কীর আড়াল হইতে গৌরী দিদি বলিতেছেন, স্বামীজীর নিকট আমার এই প্রার্থনা। ওহে স্বামিন্, একবার রূপ বদলাইয়া লও যাহাতে নৈহরের (পিত্রালয়ের) লোকেরা প্রত্যয় করে। তখন নাগ পিছলাইয়া গেল, বাঘ চলিয়া গেল ও শালাজেরা পলাইয়া গেল। তিনি জটা সংবরণ করিলেন, বিভূতি নামাইলেন (মুছিলেন) ও গিয়া স্নান করিলেন। অষ্টাঙ্গ (সর্ব্বাঙ্গ) হইতে বিভূতি ঘষিলেন ও দেখিতে সুন্দর শ্যামবর্ণ (হইলেন)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, ইনি ত্রিভুবনের নাথ। ইনিই সেই যোগী যাহার জন্য গৌরী তপস্যা করিয়াছেন ও ইহার দ্বারাই সনাথ হইবেন।

(৯৯)

মাগো, গৌরী ও মহাদেব 'মহুঅক'* বিধিতে বসিলেন ও গ্রামের গায়িকারা গীত গাহিতে লাগিলেন। প্রথমেই আমি এক অদ্ভুত জিনিস দেখিলাম যে শিব গৌরীর পা ধুইল। দ্বিতীয় অদ্ভুত জিনিস আমি আরও দেখিলাম যে গৌরীর সম্মুখে বরের থাল। শিব অদল-বদল করিয়া নিজেরটা গ্রহণ করিল ও গৌরী নিরাশ হইয়া বসিল। তৃতীয় অদ্ভুত জিনিস আমি আরও দেখিলাম যে গৌরী শিবকে চাঁটি মারিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন,

---

* বিবাহের পরবর্তী এক বিধি। ইহাতে কনে পায়স রাঁধিয়া বরকে খাওয়ায়।

হে মেনকা শুন, ইনি ত্রিভুবনের রাজা। পার্ব্বতীর এই বরই লেখা ছিল, লেখা অদৃষ্ট মোছা যায় না।

(১০০)

প্রথমেই যখন শঙ্কর শ্বশুরালয়ে গেলেন তো বিনা পরিচয়ে উপহাসে পড়িলেন। কে এখানে বসিলেন তাহা কেহ পুছিয়াও পুছিল না (জিজ্ঞাসাও করিল না)। নির্ধনকে কে কোথায় আদর করে? হেমগিরির (হিমালয়ের) মণ্ডপে কৌতুকে বসিয়া বুড়া তপস্বী দেখিয়া (সকলে) হাস্য করিল। তাহা শুনিয়া গৌরী মস্তক নত করিয়া রহিলেন। মাকে কে কহিবে যে এই তোমার জামাই? শরীরে সর্প ও কাঁধে ঝুলি, ইহার প্রকৃত ঔষধ কে জানে? বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সহজ কথা বলিতেছি, ধনী ব্যক্তির প্রতিই সর্ব্বত্র আদর হয়।

(১০১)

হে হর, হে শিব, জটা বাঁধ, পাগড়ী পর ও শরীরে চাদর জড়াও। হে শিব, নিজের মনে তুমি এখানে কেন চলিতেছ, শীঘ্র বাসরের চালে (রীতিতে) চল। দশ পাঁচ সখী মিলিয়া বাসর ঘর হইতে আমাকে বলিল, শিব একটা কাজ কর। হে হঠ বর শীঘ্র ভাঙ্গের ঝুলি ছাড়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন।

(১০২)

হে ভোলা শিব, এস বাসরের রীতিতে চাদর পর। সমস্ত নগর ভরে নিমন্ত্রণ আছে, এটা ভাল মানুষের (ভদ্রলোকের) পাড়া। পাগড়ী যদি না পর তো মর্য্যাদাহানি হইবে। ভালমানুষ জানিয়াই আমি বুড়া জামাই করিয়াছি। যত আজ সতী অঙ্গনারা আসিয়াছে সকলেই শিবের হার দেখিয়া ও বাঘছাল দেখিয়া বসিয়া হাসিতেছে। তুমি ভূধররাজের জামাই, এই ছাই ত্যাগ কর। বহুবিধ আতর সুগন্ধে তোমার অনুরাগ হইবে। বিদ্যাপতি প্রণাম করিয়া কহেন, হে ভোলা শম্ভু, 'শুভ শুভ' করিয়া এই জগজ্জনের শুভলীলার (বিবাহের) গুণগান কর।

(১০৩)

মেনকা। কোথায় জটাধর আর কোথায় গৌরীর সুগঠিত দেহ! সুশোভিনীর ভাল বরই মিলিল। নারীর (গঙ্গার ?) অর্দ্ধাঙ্গ ধারণ করিয়াছ তবু গুরু গৌরীর গুণলোভে নিজকুলের নিন্দা কিছু গণনা করিলে না। ওহে শিব শম্ভু, তুমি যে পঞ্চবাণ মদনকে বধ করিয়াছ (তবে কেন আবার বিবাহ করিলে ?)।

শিব। গঙ্গার জন্য গিরিজাকে মানাইয়াছি (সতীনরূপে স্বীকার করাইয়াছি)। কেন দেবি আমাকে মন্দ বল ? সর্প চরণে নত হইয়াছে, মণিময় ভূষণ (ধরিয়াছি) ও চন্দ্র রাগ করিয়া ঘরে গিয়াছে।

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে ত্রিলোচন শুন, তোমার পদপঙ্কজে আমার সেবা। চণ্ডিকা দেবীর পতি, বৈদ্যনাথ হর দেব আমার গতি।

(১০৪)

উন্মত্ত নিজের চাল ছাড়ে না। শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কত বিপরীত ব্যবহার করেন। গঙ্গাজলে রঙ্গভূমি সেচন করেন আবার হর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিছলাইয়া পড়িলেন। গৌরী ত্বরিতে অবলম্বনের (ধরিবার) জন্য যান তো হাতের কঙ্কণের শব্দে সাপ ফোঁস করিয়া উঠে। সকলে সর্ব্বত্র বলে যে (এ ব্যক্তি) গিরির জামাই তো হর বৃষভে চড়িয়া রাগ করিয়া যান। জামাইয়ের পরিধানে বাঘছাল, চরণে ঘুঙ্গুর ও (গলায়) মুণ্ডমালা বাজে। বিদ্যাপতি এই শিববিলাস বলিতেছেন, গৌরীর সহিত হর আমার আশা পুর্ণ করুন।

(১০৫)

ভোলা ডমরু বাজাইয়া কোন্ দিকে গেল, কোন্ দিকে গেল ? তাহার অঙ্গে বিভূতি, গলায় রুদ্রমালা ও তিনি একেলা বনে বনে ফিরেন। শাশুড়ী মেনকা খুঁজিতে চলিলেন ও সমস্ত পাড়া খুঁজিয়া আসিলেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, ভোলা বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছেন।

(১০৬)

উত্তর দেশ হইতে মহাদেব আসিলেন ও রাজদ্বারে বসিয়া গেলেন। গৌরী মাচা বা খাটিয়ায় বসিয়া পথিককে দেখিলেন ও বলিলেন, হে আমার

তপস্বী, তুমি কখন আসিয়াছ? হে ঈশ্বর মহাদেব, জল নাও, পা ধোও। হে মুনি (নারদ*) কুশল সংবাদ বল।

নারদ। প্রথমও কুশল দ্বিতীয়ও কুশল আমার সমস্ত পরিবারের কুশল। কিন্তু হে গৌরী এক কুশলের কথা বলা যায় না—শিব অপর বিবাহ করিয়াছেন।

গৌরী। ও হে শিব, আমি ভাঙ্গের অপহারিণী নই এবং কুক্ষীবিহীনা (নিঃসন্তানও) নই। ওহে শিব, আমি সেবাতেও ত্রুটি করি নাই তো কেন দ্বিতীয় বিবাহ করিলে?

নারদ। হে গৌরী, সে তোমার মত কৃশকায়া ও তোমার মতই সুকুমারী। তাহার বত্রিশটি দাঁত বিজলীর সমান চমকিত হয়—তাহার নাম সন্ধ্যা।

গৌরী। তোমার বড় কুটুম সন্ধ্যা মরিয়া গিয়া থাকিবে—তাহার সমস্ত পরিবার মরিয়া গিয়া থাকিবে। তিন ভুবনে কোথাও আর বর মিলিল না—আমার সতীন হইতে আসিল।

গৌরী সতীন সতীন করিও না, আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব। কার্ত্তিক ও গণপতিকে কোলে লইয়া খেলাইব ও বৃষের ঘাস কাটিব।

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ্বর শুন, আমার কথা (খোঙ্গ†) তুমি ভুলিয়া গিয়াছ।

(১০৭)

হে নন্দী, আজ ভবানী অতিথি আসিয়াছে। মাগো, বসিতে বাঘের ছাল আনিয়া দিল। ঘরে কোন সম্পত্তি নাই, না ঘৃত আছে, না দুধ। মাগো, কোন্ ভরসায় অতিথি আনিল। হর মালা লইয়া (নিশ্চিন্তে) ধ্যান ধরেন, মাগো অতিথি সন্ধ্যার পূর্ব্বভাগে আহার করেন। মেগে চিন্তে হর তামাক দুই ধান আনিলেন। হরের আচরণ দেখিয়া পড়শীরা হাসে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে ভবানী শুন, এহেন অতিথি যেন নিত্য প্রতিদিন আনিতে পারি।

* যিনি সঙ্গে আসিয়াছিলেন।
† শস্য মাপিবার কাঠের পাত্র।

(১০৮)

ভাঙ্গাচুরা কুঁড়ে মাচা দেখিতে সুন্দর, তাহার নীচে গৌরী দিদি দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন। মেগে চিন্তে সদাশিব তামা দুই ধান আনিয়াছিলেন। বাঘছালে তাহা মেলিয়া (শুখাইতে) দিয়াছিলেন, তাহাও বৃষ খুঁজিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। ভাতের জল চড়াইয়া দিলেন ও (চাউল) ধার করিতে গেলেন, কিন্তু কেমন নগরের লোক যে কেহই ধার দিল না। ভাতের জল নামাইয়া দিয়া তিনি মন ভারী করিয়া বসিলেন। সন্ধ্যাকালে যখন সদাশিব আসিবেন তখন তাঁহাকে কি দিয়া বুঝাইবেন। মা বাপ কিরূপ নির্দ্দয় হইলেন, কি দেখিয়া ভুলিলেন? তপস্বী ভিখারীকে (বর) করিয়া দিলেন, তাহারই ফল মিলিতেছে। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গাহিয়া শুনাইলেন, এই যোগী দানী জগৎকে ভুলাইয়াছেন।

(১০৯)

ওহে শিব, আমি বারে বারে তোমাকে বলি যে মন দিয়া কৃষি কর। লজ্জাহীন হইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা কর, গুণ-গৌরব সব দূর হইয়া যায়। নির্ধন জন বলিয়া সকলে উপহাস করে, (কোথাও) আদর অনুকম্পা নাই। শিব, তুমি অর্ক ও ধুতুরা ফুল পাইলে আর হরি চাঁপা ফুল পাইল। হে হর, তুমি খট্টাঙ্গ কাটিয়া হল (লাঙ্গল) বানাও ও ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া ফাল (বানাও)। হে হর, ধুরন্ধর (ভারবাহী) বৃষ লইয়া জোত এবং গঙ্গার জল সেচ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ্বর শুন, ইহার জন্যই তোমার সেবা করিয়াছি। ইহকালে তো যেমন ভালমন্দ হইল, কিন্তু পরকালে যেন শরণ দিও।

(১১০)

নিত্য উঠিয়া গৌরী শিবকে বুঝান, বিঘা দুই ক্ষেত কর। শিব ত্রিশূল ভাঙ্গিয়া ফাল বানাইলেন ও ভাঙ্গ-ঘোঁটা বিষদণ্ডকে হলকাষ্ঠ বানাইলেন। জটা ছিঁড়িয়া শিব বন্ধনরজ্জু করিলেন ও দুইদিক সমতল করিলেন। একদিকে শিব বৃষভ বলদ ও একদিকে বাঘকে জুতিলেন। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম হলরেখা অঙ্কিত করিয়া ক্ষেতের চাষ আরম্ভ করিলেন। এক অংশে শিব অর্ক ও ধুতুরা বুনিলেন ও এক অংশে ভাঙ্গ বুনিলেন। একদিন গৌরী মনে চিন্তা করিতেছেন,

এ শিবের কিরূপ বুদ্ধি হইল ? বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে ভবানি শুন, ইনি ত্রিভুবনের নাথ। এই ত্রিপুরারি ভোলানাথ তিন ভুবনেরই দাতা।

(১১১)

বৃদ্ধ বয়সেও ব্যসন (নেশা) ছাড়িলে না, বৃষের পিছে দৌড়াইয়া কি ফল ? হে শিব, ভাগ্য ছিল যে চোট লাগে নাই, নতুবা আজ কি হইত কে জানে ? বৃষ পলাইল, কে জানে কোথায় গেল, হাড়মালা কোথায় গেল (কে জানে ?)। ডমরু ভাঙ্গিয়া গেল, ভস্ম ছড়াইয়া গেল—সব সম্পত্তি অপথে নষ্ট হইল। হে শিব, তুমি নিজের হঠ ব্যবহারে আমার নিষেধ মান না। সকল জগতে সকলের কাছে শুন যে কেহ গৃহিণীর কথা টালে না (অগ্রাহ্য করে না)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ্বর শুন, ইহা জানিয়া তোমার কাছে আসিলাম। তোমার নিকট সব বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, অন্যকে কি ভয় ?

(১১২)

বুড়া বড় রসিক, যেখানেই গৌরীকে দেখে সেখানেই বেহুঁস। বৃদ্ধ বয়সে হরের ছেলে হইল, (এ দিকে) ঘরে স্নানীয় চূর্ণ নাই, তৈল নাই। ভিক্ষা মাগা শাড়ী বিছাইয়া দিল চন্দ্র সূর্য্যকে (রক্ষকরূপে) দ্বারে বসাইয়া দিল। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ শুন, হরের চরিত্র দেখিয়া প্রতিবেশীরা হাসে।

(১১৩)

সবটা ভাঙ্গ খাইয়া গেল, দড়িছাড়া বৃষ সব ভাঙ্গ চাবাইয়া গেল। পূজা করিলেন, পাঠ করিলেন আর কত দান করিলেন ; সময়ে যখন দেখা গেল তো একটাও ভাঙ্গ নাই। কার্ত্তিক ও গণেশ দুইজন বালক উভয়েই অল্পবয়স্ক, তাহারা বৃষের নিকট ভাঙ্গ কিরূপে বাঁচায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে গৌরী শুন, ভোলানাথের বৃষের ভাঙ্গেতেই পরাণ (অর্থাৎ ভাঙ্গই তাহার প্রাণের সমান প্রিয়)।

(১১৪)

বলদকে বাঁধ হে ভোলা। বাড়ী বাড়ী শুষ্ক শস্য খাইয়া বেড়ায়, সমস্ত পাড়ার লোকে গঞ্জনা দেয়। দানা ঘাস একটাও জুটে না, সুতলীর দড়িও জোটে না। শরীরে ছাই মাখে, জটা বাড়ায় এবং সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া আসে। গলা সহিত সমস্ত শরীরে অজগর জড়াইয়া বা ঝুলিয়া থাকে, দেখিয়া ভয় লাগে। আমার ভোলাজী মত্ত (মাতাল), তিনি ভাঙ্গের গোলা খান। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে শিবশঙ্কর শুন, যে বর মাগে (তাহার তাহা) মিলে।

(১১৫)

গৌরি, তোর ভাঙ্গিয়া (ভাঙ্গখোর) বলদও বাঁধে না। বাড়ী বাড়ী শুষ্ক শস্য খাইয়া বেড়ায়, বারণ করিতে গেলাম তো মাথা নীচু করিয়া মারিতে আসে। ভাবিলাম এক সঙ্গে যাইয়া শিবকে গঞ্জনা দিয়া আসি কিন্তু (দেখি) দুয়ারে বাসুকি নাগ বসিয়া আছে। কার্ত্তিক ও গণেশ দুইজন রাখাল আছে, কিন্তু উভয়েই বালক এবং বলদও বদমাশ। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে সমাজ শুন, এই দুই ব্যক্তির (শিব-গৌরী) একজনেরও লজ্জা নাই।

(১১৬)

গৌরি, তোর আঙ্গিনায় বড় অদ্ভুত জিনিস দেখিলাম। একদিকে বাঘ সিংহ ছটোপাটি করে, অন্যদিকে বলদ আছে, সেও খর্ব্বকায়। কার্ত্তিক ও গণেশ দুই ছেংড়া (ছোঁড়া) আছে, তাহাদের একজন ময়ূরের উপর চড়ে ও একজন ইঁদুরে চড়ে। ধার কর্জ মাগিতে তোর আঙ্গিনায় গেলাম, কিন্তু সম্পত্তির মধ্যে দেখিলাম একটি ভাঙ্গ ঘুঁটিবার বিষদণ্ড। শিবের চাষবাস নাই, তাহার গুজর (সংস্থান) কিরূপে হয়? সারা বৎসর ভিক্ষার উপরই নির্ভর। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে উগনা (উন্মত্ত) শুন, আমি তোমার শরণ লইলাম, আমার দারিদ্র্য হরণ কর।

(১১৭)

মা, যাহার এত অনটন সে কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবে? কৃষি করেন না ভিক্ষাও মাগেন না, ছেলেরা ভোজন চায়। গৌরী দিদি সেরখানেক

কোদো (এক প্রকার শস্য) আনিয়া বাঘছালে বিছাইয়া দিয়াছিলেন। হে মেনকা, গৌরী জল আনিতে গেল তো দড়িছাড়া বৃষ তাহা খাইয়া ফেলিল। পাঁচ মুখ লইয়া শিব আপনি খান, ছয় মুখ লইয়া ছেলে* খায়, সহস্র ফণা লইয়া বাসুকি খায় কিন্তু কেহই বলে না যে পেট ভরিয়াছে। ঘরে বস্ত্র নাই, ন্যাকড়া নাই, আমার ধার-কর্জ নাই (পাওয়া যায় না)। এক দিনের দুঃখই সহা যায় না, মাসের পর মাস উপবাস (থাকি)। বাসুকি যে বায়ু পান করে তাহাতেই জীবিত থাকে, শিব গরল বিষ খান। প্রভু ভৃত্য তো এই উপায়েই কালক্ষেপ করে, কিন্তু মা, আমার কি উপায়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে গৌরী পার্ব্বতী শুন, তুমি যে বড় তপস্যা করিয়াছ। ইহলোকে তো যেমন তেমন কাটিল, পরলোকে মা, শরণ দিও।

(১১৮)

হরের পঞ্চ বদন ভস্মে ধবল বর্ণ। তাঁহার তিন নয়নের একে অনল বর্ষে। দুঃখে ভবানী বলেন, জগতের দীনতম ভিখারী আমার স্বামিরূপে মিলিল। বিষধর (সাপ) তাহার ভূষণ ও দিক্ তাহার পরিধান (দিগম্বর)। বিত্ত (ধন) বিনাই তিনি ঈশ্বর এবং তাহার নাম উগনা (উন্মত্ত)। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে ভবানি শুন, হর নির্ধন নহেন, জগতের স্বামী।

(১১৯)

বিকট জটা বাঁধ। তাহার উপর আবার চাঁদের ফোঁটা (কলা) আছে। কত সহস্র যুগ বয়স অতীত হইয়া গেল কিন্তু উন্মত্ত মহাদেবের সুমতি হইল না। মাথায় ছাই লাগিয়া গিয়াছে তাহা সহজে ছাড়ান যায় না। সুকবি বিদ্যাপতি গাহেন, হে শিবসিংহ রাজা, তুমি জীবিত থাক।

(১২০)

হে ত্রৈলোক্যনাথ, তুমি উন্মত্ত কেন? কেন তুমি নিত্য ভস্মের সঙ্গে (শরীর) মর্দ্দন কর? সুন্দর পট্টবস্ত্র খুলিয়া রাখ এবং নিত্য বাঘছাল ঝাড়িয়া

* ষড়ানন কার্ত্তিক।

পর। তুরগ (অশ্ব) ছাড়িয়া বৃষের পিঠে চড়। যখন চোখে দেখি, লাজে মরিয়া যাই। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে গৌরি শুন, হর উন্মত্ত নহেন, তুমিই বিহ্বলা।

(১২১)

হে উন্মত্ত, তোমাকে এই বুদ্ধি কে দিল যে ললিতধাম ত্যাগ করিয়া শ্মশানে বাস কর? অমৃত পান না করিয়া বিষ পান কর। চন্দন হিতকর (মনে) হয় না, বিভূতিই ভূষণ। মণি ধারণ কর না, ফণী কিরূপ ভূষণ? অশ্ব, গজ, রথ ত্যাগ করিয়া বৃষই বাহন। পালঙ্কে শোও না, ভূমিতেই শয়ন। বিদ্যাপতি বলেন, তোমার বিপরীত কাজ। নিজেই ভিখারী, সেবককে রাজ্য দাও।

(১২২)

হে উমা, আজ তো পূর্ব্বাপর ভালই শুনিলাম। ইন্দুর আমার ঝুলি কাটিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া (লাফ ঝাঁপ করিয়া) ফিরে। ঝুলি কাটিয়া ইন্দুর (আমার) জটা কাটিয়া জীবন ধারণ করে। মাথার কাছে বসিয়া গঙ্গার জল পান করে। বেটা কার্ত্তিক এক ময়ূর পুষিল। তাহা দেখিয়া আমার ফণিপতি (বাসুকি) অবসন্ন হয়। তুমিও গৌরী যে একটা বড় মোটা সিংহ পুষিয়াছ তাহা দেখিয়া আমার বৃষ বেচারী ভীত হয়। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, বাঁশের শিঙ্গা (বাজাইয়া) (শিব) তপোবনে ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন।

(১২৩)

গৌরী বলেন, অন্যে বলিবে কুল নীচ আছে, তাই (কার্ত্তিক) এতদিন কুমার ছিল। হে শিব, তোমার ও আমার বয়স অনেক হইল, এখনও বিবাহের উপায় চিন্তা কর না। হে শিব, ভাল ভাল, তোমার ভালই ব্যবহার। তোমার চিত্তে এই চিন্তা নাই যে পুত্র কুমার আছে। হর হাসিয়া বলেন, হে ভবানি শুন, কেন দেবি জানিয়া শুনিয়া অজ্ঞানী হও। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া আমি কুমারী কন্যা খুঁজি, কিন্তু উহার সদৃশ (যোগ্য) স্ত্রী আমার মিলে না। ইহা শুনিয়া কার্ত্তিকের মনে লজ্জা হইল। কার্ত্তিক বলেন, হে মা, আমার বিবাহের কাজ নাই। আমি বিবাহ করিব না, কুমার থাকিব।

ওমা, আমার শপথ, তোমরা কোন্দল (ঝগড়া) করিও না। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, এই ভাল হইল যে কার্ত্তিকের বচনে কোন্দল দূরে গেল। হে হর, জগতে ঘুরিয়া অভয় বর দাও। জগতে যেন মহত্তর মহেশ্বর জীবিত (জাগ্রত, প্রকট) থাকেন।

(১২৪)

শিব। নিত্য আমি যাই ও ভিক্ষা মাগিয়া আনি। (গণেশ) কখনও আমার সঙ্গ লইয়া গেল না। ঝুলি উঠাইয়া লওয়ার তাহার উৎসাহ নাই। পরের আশাতে থাকিয়া উপবাসী (থাকিতে) হইবে। হে গৌরি, ইহাতে আমার কোন্ দোষ ? গণেশ খাইতে বসিলে (উঠিবার) কোন্ ভরসা ?

গৌরী। (গণেশের) স্থূল পেট, ভূমিতে নড়িতে পারে না। হে শিব, তুমি আমার বালককে দেখিতে পার না। বরং খেদাইয়া দাও সে বাহির হইয়া যাউক ও আমার নামে ভিক্ষা মাগিয়া খাউক। হে সংসারের লোক, খুঁজিয়া দেখ তো পুরুষের উপর কিরূপে স্ত্রী হয়। নিজের পুত্রের কাজ (শক্তি) জান না, নিষ্ঠুর হইয়া আমার সঙ্গে কত বাদ-বিবাদ কর।

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে দেবাদিদেব, এমন কর্ম্ম কর যাহাতে কেহ না হাসে। গণপতিকে দেখিলে সব কাজ (সিদ্ধ) হয়। রাজা শিবসিংহ একচ্ছত্র রাজা।

(১২৫)

কবি। ভবানী মহেশকে ত্যাগ করিয়া রুষ্ট হইয়া চলিলেন—কার্ত্তিকের হাত ধরিয়া ও গণেশকে কোলে করিয়া।

শিব। গৌরি, তুমি পিত্রালয় যাইও না, ত্রিশূল ও বাঘাম্বর (বাঘের ছাল) বেচিয়া খাও।

গৌরী। তোমার ত্রিশূল ও বাঘাম্বর সুরক্ষিত থাকুক। আমি পিত্রালয়ে গিয়া দুঃখেই কাটাইব।

শিব। তোমার পিত্রালয় দেখিয়া আসিয়াছি, (সেখানে) সকলের পরনে বল্কলের ডোরী।

গৌরী। হে শিব, আমার পিত্রালয়ের নিন্দা করিও না, লেঙ্গটের চেয়ে বল্কল ঢের ভাল।

কবি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মহেশ শুন, নীলকণ্ঠ হইয়া ক্লেশ হরণ কর।

(১২৬)

আমার প্রতি মহেশ রুষ্ট হইলেন। গৌরী ব্যাকুল মনে উদ্দেশ (খোঁজ) করিতেছেন। তনু ও বসন ভারস্বরূপ হইয়া গেল। নির্ম্মল ধারে নয়নে জল বহিতেছে। হে পথিক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই পথে কোন বুড়া পথচারীকে দেখিয়াছ কি ? অঙ্গে অনুপম বিভূতি। সেই প্রভুর সুন্দর রূপের কথা কি বলিব ? তাই বিদ্যাপতি বলিতেছেন, গৌরী হর বিনা একেবারে পাগল হইয়াছেন।

(১২৭)

আমার পাগলকে কেহ কোথাও যাইতে দেখিয়াছ ? তিনি বৃষে আরোহী ও বিষভাঙ্গ খান। তাঁহার চক্ষুতে নিশ্চল দৃষ্টি, মুখে লালা বহে। পাগল বিশ্বম্ভরকে পথে চলিতে (দেখিয়াছ ?)। পথে যাইতে যাইতে কেহ ঠেলিয়া দিয়া থাকিবে। এখন ঐ পাগল বিনা আমি একা। হাতে ডমরু ও সঙ্গে চিমটা। যুগব্যাপী কৃমিকীটে মাথা ভরা। অজগর সর্ব্বাঙ্গ চাটিতেছে। মাথায় সুরসরিৎ গঙ্গা জটার মধ্যে ঘুরিতেছে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে শম্ভুদেব, অবসরকালে অবশ্য আমার খোঁজ লইও।

(১২৮)

নেংটাকে কেহ দেখিয়াছ ? ভিক্ষা মাগিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরে। উন্মত্ত পাগল বিধাতাকে কেহ দেখিয়াছ। তিনি গৌরীর নাথ ও অভয়বরদাতা। বিভূতি তাঁহার ভূষণ, তিনি বিষ আহার করেন। ভূতগণের সঙ্গে কেলি (খেলা) করেন ও শ্মশানে বাস করেন। ত্রৈলোক্য-ঈশ্বর হরকে কে জানে না ?

(১২৯)

বিকট জটাচয়, কিছুমাত্র লোকভয় নাই, বুকে ফণিপতি, দিগ্‌বসন (দিগম্বর)। মাগো * কোন্ পথে আমার উন্মত্তকে আসিতে দেখা যাইবে ?

* পথে কোন স্ত্রীলোককে দেখিয়া।

ত্রিপুর দহন করিয়া ছাইয়ে ঝোলা ভরিয়া সুন্দর বৃদ্ধ বৃষে চড়িয়াছেন। হর তিন নেত্রের একে অনল ভরিয়াছেন ও মাথায় গঙ্গার ধার। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, সেই পাগলের উদ্দেশে (খোঁজে) গৌরী বিকলমতি হইয়াছেন।

(১৩০)

পেষা (পিষ্ট) ভাঙ্গ এই মতই পড়িয়া রহিল, কি লইয়া উন্মত্ত যতিকে মানাইব (খুশী করিব) ? অন্যদিন আমার পতি ভালই ছিলেন, আজ কোন পাগলামী বাড়াইয়া দিল ? অন্যের ভাল হয় আর নিজের ক্ষতি হয় (এমনই করেন)। কোন স্থানে পড়িয়া যাইবেন ও আমার উপর বিপত্তি পড়িবে। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে সতি, এই বাতুল ত্রিভুবনের পতি।

(১৩১)

আমার উগনা (উন্মত্ত) কোথায় গেল ? শিব কোথায় গেলেন ও তাহার কি হইল ? বটুয়ায় (থলিতে) ভাঙ্গ নাই দেখিয়া রুষিয়া বসিলেন, খুঁজিয়া আনিয়া দিল তো হাসিয়া উঠিলেন। যে আমাকে উগনার উদ্দেশ বলিবে তাহাকে আমি কঙ্কন ভূষণ দিব। নন্দনবনে মহেশের সঙ্গে দেখা হইল। গৌরীর মন হর্ষিত হইল ও ক্লেশ মিটিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলেন, উগনার সঙ্গেই আমার কাজ, ত্রিভুবনের রাজত্ব আমার হিতকর নয়।

(১৩২)

হে নাথ, আজ এক ব্রত আছে, আমার বড়ই সুখ বা সাধ হইতেছে। হে শিব, তুমি নর্ত্তক-বেশ ধারণ কর, আমি ডমরু বাজাইব। শিব। গৌরি, তুমি তো ভালই নাচিতে বলিতেছ, কিন্তু আমি কিরূপে নাচিব ? চারিটি চিন্তা বা শঙ্কা আমার হইতেছে, তাহা হইতে কোন্ উপায়ে বাঁচিব ? (ললাটস্থ) চন্দ্রের অমৃত চুয়াইয়া ভূমিতে পড়িবে ও বাঘাম্বর জাগিবে। বাঘাম্বর বাঘ হইবে ও বৃষকে খাইবে। মাথা হইতে সাপ পিছলাইয়া পড়িবে ও চারিদিকে দৌড়িবে। কার্ত্তিক ময়ূর পুষিয়াছে, সেই ধরিয়া খাইবে। জটা হইতে গঙ্গা উছলিয়া পড়িবে ও রঙ্গভূমিতে পাট করিবে, তাহা সহস্রমুখ ধারা হইবে এবং তাহাকে সামলান যাইবে না। মুণ্ডমালা ছিঁড়িয়া পড়িবে ও শ্মশান-

দেবী জাগিবেন। গৌরী, তুমিই পলাইয়া যাইবে, নাচ কে দেখিবে? বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, (শিব) নাচিয়া দেখাইলেন, গৌরীর মান রাখিলেন ও চারিটি শঙ্কা হইতেই বাঁচাইলেন।

(১৩৩)

গৌরীর করে ধরিয়া মহেশ হোলীর রঙ্গ খেলিতেছেন। তাঁহার বৃষভ বাহন, (গলায়) রুদ্রমালা বিরাজিত ও তাহার উপর শেষ নাগ। শিবজী গৌরীকে রং দিয়াছেন ও গৌরী শিবকে রং দিয়াছেন। ভূতগণের উপর আবীর উড়িতেছে ও সকলেই হোলী খেলিতেছে। পিচকারীর ধারা বহিতেছে, ঘনঘটার বর্ষণ হইতেছে; ডমরু, করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিতেছে এবং প্রেতগণ তাথৈ তাথৈ নাচিতেছে। অনুক্ষণ কত কুকর্ম করিলাম, পাপ নিকুঞ্জ ভরিয়া গেল। বিদ্যাপতি বলেন, লক্ষ অপরাধে দোষী আমি কি উপায়ে তরিব?

(১৩৪)

কাঞ্চনের ঝুলিতে সিন্দুর (আবীর) ভরিলেন, ভস্মে থলি ভরিলেন। বৃষ, সিংহ, ময়ূর ও ইঁদুর সকলেরই পিঠে জিন লাগান হইল। ডিমি ডিমি রবে ডমরু বাজে, ঈশ্বর ফাগুয়া (আবীর অথবা হোলী উৎসব) খেলেন। ভস্মে ও সিন্দূরে উভয়ের খেলা একই দিবসে লাগিল। সন্ধ্যাকালে সরস্বতী (ব্রহ্মা-পত্নী) সিন্দূর ভরিলেন, লক্ষ্মী এবং গৌরীও ভরিলেন। ঈশ্বর (শিব) ভস্মে ভরিলেন ও নারায়ণ পীতবসনে (সিন্দূর) ভরিলেন। একে তো নেংটা তার উপর আবার উন্মত্ত ঈশ্বর ধুতুরা খান। আরও কতজন উন্মত্ত হইয়া খেলা খেলেন তাহা কিছু বলা যায় না।

(১৩৫)

কবি। লক্ষ্মী ও ভবানী বসন্ত ঋতু (হোলী) খেলেন। দেবী ভ্রূকুটি করিয়া গৌরীকে অবিরাম বিদ্রূপ করিতেছেন।

লক্ষ্মী। কোন্ অজ্ঞান ঈশ্বর নাম ধরিলেন? ঘোড়া ছাড়িয়া বৃষভ যাহার বাহন। অঙ্গে জটা ও ভুজঙ্গম চাহেন, এমন উন্মত্ত তোমার নাথ।

গৌরী। মাছ, কচ্ছপ, বরাহ ও বামন রূপ তোমার নাথ। বলির স্থানে (কাছে) দক্ষিণা যাচেন কিন্তু তবু আপন কানাইকে বর্জন করিলে না।

লক্ষ্মী। কুলবিহীন তপস্বীর বেশ, তাহার সঙ্গ-লাভের জন্য হে গৌরি তুমি দেশে দেশে ফির। সুরমুনি কাহারও নিকট তোমার লজ্জা নাই। কি কাজে তুমি স্বামীকে নাচাইতেছ ?

গৌরী। হে সাগরকন্যে,* তোমার জ্ঞান হারাইয়াছে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া তুমি গোয়ালা কানাইকে বিবাহ করিয়াছ। তিনি সর্ব্বদা যমুনার তীরে বাস করেন ও পরনারীর বস্ত্রহরণ করেন।

কবি। শিবশঙ্কর ও মুরারি এই বলিয়া হাসেন যে দুইজনের বেশ ভালই গালি হইতেছে†। হরিহরের দাস জয়দেব (বিদ্যাপতি) কহেন, হরি ও নীলকণ্ঠ আমার আশা পূর্ণ করুন।

(১৩৬)

হে সদাশিব, আমি নৈহর (পিত্রালয়) যাইব। আমি প্রতিপদ্ তিথিতে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয়াতে গমন করিব। তৃতীয়া তিথি আমি পথেই কাটাইব ও চতুর্থীতে কাজল লাগাইব। পঞ্চমীতে অঙ্গে কাজল লাগাইব ও ষষ্ঠীতে বেলগাছের কাছে যাইব। সপ্তমীর প্রাতঃকালে আমি নবপত্রীর সঙ্গে ভক্তের ঘরে আসিব। অষ্টমী দিন মহাপূজার নিশি, আমি বলি লইয়া ভক্তদের জাগাইব। নবমীতে ত্রিশূলের পূজা—বহুবিধ বলি দেওয়াইব। নববিধা ভক্তি সেবককে দিয়া আমি দশমীতে কলস উঠাইব। বিদ্যাপতি বলেন, জগজ্জননী শিবকে বলিলেন, আমি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিব।

(১৩৭)

আমার যোগী জগতের সুখদায়ক, তিনি কাহাকেও দুঃখ দেন নাই। এহেন যোগীকে ভাঙ্গ ভুলাইয়াছে, ধুতুরা খাওয়াইয়া (লোকে) ধন লইয়াছে। অন্যের সন্তানের সোনারূপা আভরণ, নিজের রুদ্রাক্ষের মালা। নিজের

---

* উত্তর ভারতে লক্ষ্মী হরগৌরীর কন্যা নন, সাগরকন্যা।

† হোলী উপলক্ষে পরস্পর বিদ্রূপ ও গালাগালির প্রথা আছে।

পুত্রের জন্য কিছুই জুটে না, অন্যের জন্য জঞ্জাল (মাথাব্যথা)। জগৎ ভরিয়া কে না জানে যে কার্ত্তিক ও গণপতি তাহার দুইজন বালক। তাহাদের আভরণ কিছুই নাই, রতিভর সোনাও কানে নাই। ক্ষণকালের জন্য দেখেন আর কোটি কোটি ধন বিতরণ করেন, তাহাতে দেবতা কম নন। বিদ্যাপতি বলেন, হে মেনকা শুন, ইনি বিঘোর দিগম্বর।

(১৩৮)

ভোলা পাগলা যোগী ভাঙ্গ খাইয়াই রঙ্গীন (প্রসন্ন) হইয়া গেলেন। সকলকে ভোলা সাত সাত দোশালা পরাইবেন, কিন্তু নিজে পরেন পশুচর্ম্ম। সকলকে পঞ্চ ব্যঞ্জন বানাইয়া খাওয়াইবেন, কিন্তু নিজে খান ভাঙ্গ ধুতুরা। কেহ ভোলাকে অক্ষত চন্দন চড়াইবে (সমর্পণ করিবে), কেহ চড়াইবে বিল্বপত্র। যোগিনী ও ভূতিনীরাই শিবের সাথী, ভৈরব মৃদঙ্গ বাজাইবেন। বিদ্যাপতি বলেন, জয় জয় শঙ্কর, পার্ব্বতী তোমার সঙ্গিনী।

(১৩৯)

আমার নির্ধন ভোলা নিজে ভিখারী, কিন্তু বিতরণ করেন কম নয়। কৌপীন ধারণ করিয়া হর ঈশ্বর বলান (বলিয়া অভিহিত হন) কিন্তু ভক্ত জন সকলকে কোটি কোটি দান করেন। সকলেই বলে ঐ হর জগতের পালক, কিন্তু তিনি বুড়া বলদের পিঠে চড়েন ও তাঁহার কাঁধে ঝুলি। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, উহাকে তো জিজ্ঞাসা কর, কি লইয়া পরিজন ও পুত্রবধূ প্রতিপালন করিব।

(১৪০)

রাবণ। মাগো, যদি আমি জানিতাম যে ভোলা আমাকে ঠকাইবেন তবে রামেরই গোলাম হইতাম। ভাই বিভীষণ বড়ই তপস্যা করিয়াছে ও রামের নাম জপিয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিম একদিকেও গেলেন না, এখানেই অচল হইয়া রহিলেন। বিশ হাতে ও দশ মাথায় চড়াইয়াছি (পুজিয়াছি), মুখ ভরিয়া ভাঙ্গ খাওয়াইলাম। শিব উচ্চ নীচ কিছুই গণনা করিলেন না, হৃষ্ট হইয়া রুদ্রমালা প্রদান করিলেন। আমার এক লাখ পুত্র, সওয়া লাখ

নাতি ও কোটি সুবর্ণের দান প্রভৃতি গুণ ও অবগুণ শিব একটাও বুঝিলেন না, রাবণের নাম রাখিলেন না। সুকবি পুণ্যমতি বিদ্যাপতি করজোড়ে মহেশকে বিনয় করিয়া বলেন, হর গুণ ও অবগুণ মনে আনেন না, সেবকের ক্লেশ হরণ করেন।

(১৪১)

আমার সতী পিত্রালয় গেল, একবার জিজ্ঞাসাও করিল না। থাম (খুঁটী) ধরিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন। শিবের বচন টালিয়া (না মানিয়া) এইবার আসিলাম। ঘরের ছক্কা ধরিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন। দক্ষ যজ্ঞ করিতেছেন, শিব প্রত্যক্ষ (আবির্ভূত) হইলেন, ত্রিশূল ঘুরাইয়া মারিলেন, তিন লোক দুলিয়া উঠিল। শিবের মন বিকল হইল, তিনি বেহাল হইয়া সতীকে লইয়া বনে বনে ফিরিতে লাগিলেন যাহাতে তিন লোক ডরাইয়া গেল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গাহিয়া শুনাইলেন, ইনি ত্রিভুবনের নাথ ও অনাথের স্বামী।

(১৪২)

রুষ্ট বম্ভোলাকে কিরূপে মানাইব (সন্তুষ্ট করিব)? অর্ক ও ধুতুরা পিষিয়া গুলি বানাইব ও তোমাকে খাওয়াইব। হে ভোলা, অক্ষত, চন্দন আর বেলপাতা তোমাকে চড়াইব। গঙ্গাজল ভরিয়া ভরিয়া শিবকে চড়াইব। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন যে শিবকে প্রসন্ন করিলাম।

(১৪৩)

হে সখি, দানী শঙ্কর কৈলাসে বিরাজ করেন। তাঁহার অঙ্গে বিভূতি, গলায় রুদ্রমালা ও জটায় গঙ্গা বিরাজে। বৃষভে চড়িয়া শিব ডমরু বাজান, শিব নাচিয়া আসেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে মেনকা শুন, শিবকে শীঘ্র ডাকিয়া আন (?)।

(১৪৪)

হে শিবজী, দরজা খোল, আমি দর্শন করিব। ভক্তকে যে আতুর (ব্যাকুল) করিবে, আমি দাস বনিব (হইব)। তোমাকে অক্ষত, চন্দন,

ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য চড়াইব। সুন্দর দ্বার খুলিলে তোমার দর্শন পাইব। জটা ও গঙ্গাজীর ধারা দেখিয়া নয়ন জুড়াইব। জয়দেব (বিদ্যাপতি) গাহিয়া বলেন, করজোড়ে এইরূপে থাকিব।

(১৪৫)

হে শিব, সুখের জন্য সেবা করিতে আসিলাম। নয়নে অনুক্ষণ বিষম অগ্নি বর্ষে। সম্মুখে বৃষ পলাইয়া গেল, নাগ পাতালে প্রবেশ করিয়া লুকাইল। শশী উঠিয়া আকাশে চলিল। গৌরী গিরিরাজের নিকট চলিলেন। উচিত কথা বলা যায় না। উন্মত্তকে কোন্ উপায়ে বুঝাইব। বিদ্যাপতি দাস বলেন, গৌরী এবং শঙ্কর আমার আশা পূর্ণ করুন।

(১৪৬)

ডমরু ববং বং বাজে, আদিগুরু সদাশিব নাচেন। এখনও ভাঙ্গ ধুতুরা খান নাই, যোগিনীদের সঙ্গে নগ্ন যোগী নাচেন। যখন ভোলা গৌরীর সঙ্গে আসিবেন তখন সদাশিব নাচিয়া গাহিবেন। সেবক ব্রহ্মাদির যশ গাহিবেন তখন বিদ্যাপতি চতুর্ব্বর্গ ফল বলিবেন।

(১৪৭)

এমন সময় (আশা) ছিল না যে নয়ন ভরিয়া দেখিব অযোধ্যাতে শ্রীরাম আসিবেন। কোন্ ফুলে কালী গোস্বামীকে পুজা করিব এবং কোন্ ফুলে শ্রীরাম ও সীতাকে পুজা করিব ? জবা ফুলে কালী গোস্বামীকে পুজা করিব এবং চাঁপা ফুলে শ্রীরাম ও সীতাকে পুজা করিব। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে জগদীশ্বরি, সেবককে বরদান দাও।

(১৪৮)

হে রাজন্, সতত তাঁহাকে (সীতাকে) ভজনা কর যাঁহার জনক-জননী নাই। যিনি পিত্রালয়ে (পৃথিবীর উপর) শ্বশুরের নামে বাস করেন এবং যিনি জননীর মাথায় চড়িয়া সেই দেশে চলিয়া গেলেন। শাশুড়ীর (পৃথিবীর) কোলে জামাই (রাম) শুইলেন। যিনি সম্বন্ধ বিতরণ করেন, তাঁহার সহিতই

সম্বন্ধ হয়। যেই উদর হইতে বাহির হইলেন ফিরিয়া আবার সেখানেই চলিয়া গেলেন। বিদ্যাপতি কবি সুকবির উচিত বচন বলেন, কবিকে কবি বলাই কবির পরিচয়।

(১৪৯)

পৃথিবীতে যেমন রঘুপতি (বিবাহ করিতে) জনকপুর গিয়াছিলেন, তাহারই সমান (হর-গৌরীর) বিবাহ ভালমতই হইবে। চাদর গলায় জড়াইয়া দিল, শিবের মাথায় মুকুট দিল, কলার পাতা আনিয়া দেখাইয়া দিল এবং বিধিপূর্ব্বক থালী (মাথায়) ছোঁয়াইয়া দিল। 'ঠক বক'* দেখিয়া বর হাসিলেন ও সাপ পিছলিয়া মাটিতে পড়িল। বিদ্যাপতি গাহিয়া বলিতেছেন, গৌরী উচিত বর পাইলেন।

(১৫০)

রাজবাড়ী হইতে (রাম) বিবাহ করিয়া আসিলেন, ছেলের মা অতি হৃষ্ট হইলেন। কৌশল্যা ঘরের আঙ্গিনায় চন্দন লেপেন ও গজমোতীর দ্বারা চৌকীর সজ্জা পূর্ণ করিলেন। সোনার কলস লইয়া মঙ্গলঘট বসাইলেন ও সানন্দে মণিময় দীপ জ্বালাইলেন। দশজন এয়োস্ত্রী মিলিয়া ছেলেকে বরণ করিলেন, দাহিনে ছোট ভাইকে (লক্ষ্মণকে) বসাইলেন। অঞ্চলে (বাঁধিয়া) কামিনীকে সেখানেই ছাড়িয়া দিলেন ও 'শুভ শুভ' বলিয়া ধানদূর্ব্বা দিলেন (ও বলিলেন), 'বাবা, তুমি যুগ যুগ বাঁচ ও যুগে যুগে (তোমাদের) প্রেম বাড়ুক।' বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে উমাপতি†, ঘুরিয়া ঘুরিয়া (বারবার) শ্বশুরালয় যাও।

(১৫১)

যখন রঘুনন্দন অযোধ্যা হইতে (বনে) চলিলেন, সঙ্গে আছেন লক্ষ্মণ ভাই। মাতা কৌশল্যা কাঁদেন, শোক করেন ও দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন। একতো বৈরী হইলেন বিধি বিধাতা, দ্বিতীয় কৈকেয়ী মাতা। তৃতীয় বৈরী

* থালীতে বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজান থাকে। তন্মধ্যে ঠক ও বক নামে দুইটি অদ্ভুত মৃন্ময় মূর্ত্তি থাকে।

† উমাপতি ও রমাপতি বিদ্যাপতির সমসাময়িক দুই কবির নাম।

হইলেন পিতা দশরথ যিনি আমাকে (বা আমার ছেলেকে) বনবাস দিলেন। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, হে রমাপতি* শুন, লেখা (অদৃষ্ট) মোছা যায় না।

(১৫২)

পিতার বচনে বল্কল পরিয়া বনে সময় কাটাইলেন, জন্ম দুঃখেই গেল। সীতার শোকে স্বামী সন্তপ্ত হইলেন, বিরহে তনু ক্ষীণ হইল। মনে রাঘব জাগে, রামের চরণে চিত্ত লাগে। স্বর্ণমৃগ মারিয়া বিরাধ ও বালিকে বধ করিলেন, বানর সেনা সংগ্রহ করিলেন। সেতুবন্ধ করিয়া রাম লঙ্কা জয় করিলেন, রাবণকে মারিয়া ফেলিলেন। দশরথ-নন্দন, দশানন-সংহারককে (রামকে) ত্রিভুবনে কে না জানে? কবি বিদ্যাপতি বলেন, সীতা দেবীর পতি রামের চরণই আমার গতি।

(১৫৩)

দশানন (রাবণ) ইন্দ্র আদি দেবগণ, সুর, নর, দানব ও তিন ভুবন জয় করিলেন। বিশ বাহুর বলে সেই ধনুর্দ্ধর নৃপতি নিশাচরনাথ (সর্ব্বত্র) বিজয়ী হন। তাহার দশ মুণ্ডে মণিময় কুণ্ডল ও রত্ন আভরণ শোভা পায়। তিনি বিক্রম বল ধরিয়া দিগ্বিজয় করিয়া নূতন নূতন দেশে রাজছত্র ধারণ করিলেন। কিন্তু যখন বিপদের সময় হইল দৈব প্রকোপ সেই লঙ্কাপতির মতি হরণ করিল। বনচর বানরেরা (তাঁহার) রত্নমুকুটের উপর কত না চরণাঘাত দিল। হরি হরি, দৈবের গতি জানা যায় না। কখনও রাজপদ, কখনও সম্পদ্-বিপদ্ ও কখনও গুরু অপমান। বিদ্যাপতি বলিতেছেন, জগজ্জন ইহা শুন, গোসাঁই (ঈশ্বর) বড়ই বলবান্। সুখ, দুঃখ, সম্পদ্ সবই দৈব নিয়োজিত, নিজের হাতে কিছুই নাই।

(১৫৪)

হে সখি, শ্যামবর্ণ শ্রীরাম, তাঁহার মুখ দেখিতে অতি সুন্দর। হে সখি, আজ আমার বিধি বাম, আমাকে ত্যাগ করিয়া প্রভু গ্রামে (স্বদেশে) গেলেন। লেখাপড়া জানা পণ্ডিত বলেন যে প্রভুকে (পতিকে) অপমান করিও না। বিদ্যাপতি এই কথা বলিতেছেন, সুপুরুষ গুণের নিধান।

* উমাপতি ও রমাপতি বিদ্যাপতির সমসাময়িক দুই কবির নাম।

(১৫৫)

কুসুমরসের দ্বারা অতি আমোদিত মধুকর, কোকিল পঞ্চমে গায়। বসন্ত ঋতু, বল্লভ বিদেশে, আমার মন দশ দিকে ধায়, গো সজনী। তৈল, তাম্বুল ও অগ্নির তাপ ত্যাগ করিলাম, মুখের লালিমা নিশার স্বপ্ন হইয়াছে। হেমন্ত ঋতুতে প্রিয়ের সঙ্গ স্মরণ করিয়া করিয়া অনন্ত বিরহ বেদনা পাই। ময়ূর ও ভেক দিনরাত্রি ডাকে, বিন্দু বিন্দু জল বর্ষে। এই বিষম বর্ষা ঋতুতে রঘুবর বিনা এই বিরহিণীর জীবনান্ত হইতেছে। হে সুন্দরি, ধৈর্য্য ধর, সকল সিদ্ধি মিলিবে এইরূপ কত সুবাণী শুন। শীত ঋতুতে শুভ দিনে তোমার গুণ জানিয়া রাম রঘুবর আসিবেন।

(১৫৬)

ঠাকুরসেবা ভুলিয়া ক্ষেত (কৃষি) করিলাম, কিন্তু রাখালে (শস্য) লুঠ করিল। বাণিজ্য করিলাম, লাভ পাইলাম না, নিকটে অল্প যাহা ছিল তাহা আরও কম, রামধন বাণিজ্যের সুদে অনেক লাভ আছে। আমি মোতী, মঞ্জিষ্ঠা ও কনকের ব্যবসা করিয়া শুধু মন্মথরূপী চোরকে পুষিলাম। মাপ-জোখ ও নিরীক্ষণ (হিসাব) করিয়া মনে মনে নিরাশ হইলাম, আমার মনে ধাঁধা লাগিল। এই সংসারকে হাট বলিয়া মান এবং সবকে বণিক্ ও পণ্যদ্রব্য (মান)। যে যেরূপ বাণিজ্য করে সেইরূপ লাভ পায়, সুপুরুষ মুর্খ মারা যায়। বিদ্যাপতি কহেন, হে মহাজন শুন, রামভক্তিতে লাভ আছে।

(১৫৭)

গণপতি ঠাকুর আমার জন্মদাতা, আমি মিথিলাদেশে বাস করি। পঞ্চ-গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ কৃপা করিয়া আমাকে নিজের কাছে রাখিলেন। তিনি আমাকে বিসপী গ্রাম দান করিলেন। আমি সর্ব্বদা রাজার সন্নিধানে থাকি। লক্ষ্মীর (অথবা লছিমা দেবীর) চরণ ধ্যান করিয়া কবিতা রচিয়া বিদ্যাপতি এই কথা বলেন।

(১৫৮)

বয়স (যৌবন) কোথায় ত্যাগ করিয়া গেল ? তোমার সেবা করিতেই জন্ম বহিয়া গেল, তথাপি আপন হইলে না। শৈশব অবস্থাতে মধুর মায়ের

দুধ খাইওয়াইল। দুই শ্রীফলের (মাতৃস্তনের) ছায়ায় কোমল কাঁচা শরীর শোয়াইল। (এখন) দাঁত ঝরিয়া পড়িয়া মুখ ফোগলা হইয়া গেল, সকল দর্প চূর্ণ হইল ; তিন ভুবন বসিয়া দেখ যেন খোলসমুক্ত সাপের মত (হইয়াছি)। চক্ষু জ্যোতিহীন হইয়াছে, দূরের বস্তু দেখা যায় না, বনে কাশ ফুল ফুটিয়া গিয়াছে (কেশ শ্বেতবর্ণ হইয়াছে)। দুই হাতে মাটি ধরিয়া উঠি, তাহার উপর কাসরোগ ধরিয়াছে।

(১৫৯)

আমি বত্রিশ বৎসর পরে* স্বপ্নে শিবশিংহ ভূপের শ্যামল রূপ দেখিলাম। আমি অনেক প্রাচীন গুরুজন দেখিয়াছি, এখন আমি আয়ুহীন (মরণাপন্ন) হইয়াছি। নিজের নয়নজল সংবরণ কর, কাল কাহাকেও স্থির (চিরস্থায়ী) রাখে না। বিদ্যাপতি সুগতির প্রস্তাব (বলিতেছেন), করুণা রস কি আপন স্বভাব ছাড়িতে পারে ?

(১৬০)

দুল্লহি (বিদ্যাপতির কন্যা) তোমার মা কোথায় ? কহ, সে এখন স্নান করিয়া অসুক। এই সংসার বিলাস বৃথা বলিয়াই বুঝিলাম। এখানে প্রতি পলে নানা রকমের ত্রাস আছে। মাতা পিতা যদি সদ্‌গতি পান তো সন্তানের অনুপম সুখ হয়। কার্ত্তিক শুক্লা ত্রয়োদশীতে বিদ্যাপতির আয়ু অবসান হইল জানিও।

---

* রাজা শিবসিংহের নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে।

পরিশিষ্ট

১। মৈথিলী ভাষা

বর্ত্তমান সময়ে বিহারের সর্ব্বত্র হিন্দীভাষা বোধ্য ও শহরাঞ্চলে হিন্দী কথিত হইলেও এবং মুসলমানেরা উর্দু ভাষা ব্যবহার করিলেও বিহারের স্বাভাবিক ভাষা তিনটি—পশ্চিমে ভোজপুরী, দক্ষিণে মগহী এবং উত্তর ও পূর্ব্বে মৈথিলী। ইহার মধ্যে মৈথিলী ভাষাই অধিক ব্যাপক। ইহা মালদহ, পুর্ণিয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দরভঙ্গা এবং মুজঃফরপুর ও নেপাল তরাইয়ের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জনসংখ্যার হিসাবে অসমিয়া, উড়িয়া আদি ভাষার চেয়ে ইহা বেশী লোক ব্যবহার করে। এক সময় মৈথিলীভাষা সাহিত্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। জ্যোতিরীশ্বর, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, উমাপতি, রমাপতি, মনবোধ, হর্ষনাথ, জীবন ঝা, লাল দাস, চন্দা ঝা, সীতারাম প্রভৃতি কবি ও লেখক দ্বারা ইহা যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া গণ্য। কিন্তু বাঙ্গালা তাহার প্রারম্ভে নিজ ভাষা, লিপি ও ভাবের জন্য মৈথিলীর নিকটই ঋণী ছিল। ই ঈ হ র ভিন্ন মৈথিলীর (তিরহুতা) যাবতীয় অক্ষর বাঙ্গলার সহিত অভিন্ন অথবা প্রায় অভিন্ন। বাঙ্গালার সহিত মৈথিলীর সম্বন্ধ যত নিকট মগহী বা ভোজপুরীর সহিত তত নহে। বাঙ্গালার চেয়ে যাহার উত্তম প্রারম্ভ (better start) ছিল সেই আজ সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষণের অভাবে এবং হিন্দীর দ্বারা বেদখলীর (usurpation) ফলে প্রাদেশিক বুলী (dialect)তে পরিণত হইয়াছে। সুখের বিষয় আজকাল এই ভাষার পুনঃপ্রচারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

মৈথিলী ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল। বাঙ্গালা একই রূপের স্থানে মৈথিলীতে ৩।৪টি রূপ পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ক্রিয়াপদগুলি শুধু কর্ত্তার পুরুষ অনুসারে পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু মৈথিলীতে ক্রিয়াপদগুলি কর্ত্তার পুরুষ, বচন, লিঙ্গ এবং সকর্ম্মক ক্রিয়াগুলি কর্ম্মের পুরুষ অনুসারেও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সকল পরিবর্তনের বিস্তৃত নিয়ম না দিয়া শুধু কতকগুলি বাঙ্গালা বিভক্ত্যন্ত পদের মৈথিলী প্রতিরূপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

আমি—মৌঁ, মৌয়, মোএে, হম। আমাকে—মোয়, মোহে, মৌঁহি, হমরা। আমার—মোর, মঝু, হমর।

তুমি—তোঁ, তোঁহ, তুহুঁ, তুম। তোমাকে—তোয়, তোহে, তোঁহি, তোহরা। তোমার—তুঅ, তোর, তোহর, তুম্হর।

শিবকে—শিব কেঁ, শিবহি। শিব দ্বারা বা হইতে—শিব সঁ, শিব সৌঁ।

শিবের—শিবক, শিবকের। শিবে—শিব মেঁ, শিবমহ, শিবহিঁ।

আছে—অছ, অছি, থীক। আছেন—ছথি, থিকাহ, থিকৈহ্ন।

হয়—হোয়। হইল—ভেল। হইবে—হোয়ত।

ছিল—ছল। ছিলেন—ছলা (হ)। ছিলেন (স্ত্রী)—ছলি, ছলী (হ)।

করে—কর, করৈ, করই, করহিঁ। করেন—করথি।

করিল—করল, করলৈ (ক)। করিলেন—করলা (হ)। ঐ (স্ত্রী)—করলি, করলী (হ)।

করিবে—করত। করিবেন—করতা (হ)। ঐ (স্ত্রী)—করতী (হ)।

করি—করু। করিব—করব। করিলাম—কয়ল, কয়ল হুঁ।

করুন—করু। করিবেন—করব। করিলেন—কয়লহুঁ।

কর—করহ। করুক—করথু।

করিয়া—কর, করি। করিতে—করৈত, করইত, করবাক।

২। স্বরলিপি

বিদ্যাপতির শিবগীতগুলির স্বর-লয় মিথিলার বাহিরে অপরিচিত হইবে। অতএব নীচে কিছু এরূপ গীতের স্বরলিপি প্রদত্ত হইল যাহার সুর ঐ সকল গানে বেশী ব্যবহৃত হয়। এই স্বরলিপিগুলিতে সঙ্গীতাচার্য্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা প্রবর্ত্তিত "আকার-মাত্রিক" সংকেত (notation) ব্যবহার করা হইল। ইহাতে সাতটি সুর যথাক্রমে স র গ ম প ধ ন দ্বারা সূচিত করা হয়। কিন্তু যেরূপ স্বরবর্ণ ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না সেইরূপ মাত্রা ছাড়া কোন সুরের উচ্চারণ হয় না। এই সংকেতে প্রত্যেক পুরা মাত্রা একটি আকার (া) দ্বারা সূচিত করা হয়। অতএব এক এক মাত্রা যুক্ত সপ্তক যথাক্রমে সা রা গা মা পা ধা না দ্বারা সূচিত হইবে। সা া লিখিলে ষড়জে দুই মাত্রা বুঝিতে হইবে। অর্দ্ধমাত্রার জন্য বিসর্গ (:) এবং সিকি-

মাত্রার জন্য এক বিন্দু (') ব্যবহার করারও রীতি আছে। যথা—স' র' গঃ মা। এক সঙ্গে **সরগমা** লিখিলে বুঝিতে হইবে যে চারিটি স্বরেই একই মাত্রা সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

উদারা সপ্তকের জন্য হসন্ত (স্া) এবং তারা সপ্তকের জন্য রেফ (র্সা) ব্যবহৃত হয়। কড়ী ও কোমল স্বরের জন্য এক এক যুক্তাক্ষর ব্যবহৃত হয়। যথা, কড়ী মা'র জন্য ক্ষা এবং কোমল রা গা ধা না'র জন্য যথাক্রমে হ্রা জ্ঞা দ্ধা হ্না।*

---

* প্রয়োজনবোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রীতিতে একটু পরিবর্তন করা হইল। ক্ষ-তে আকার দিলে (ক্ষা) তাহা মুখে উচ্চারণ করা যায় না।

(৩) নচারী

রাগিণী—গারা, তাল—কহারবা।

		০				+				
(সা সরা)	I	ন্‌া	ন্‌ন্‌া	ন্‌া	সসা	রা	।	রগা	সরা	I
গৌ রা		তো	র	অং	গ	না	০	০	০	
		০				+				
	II	মা	মমা	মা	মমা	পা	মগা	রা	রা	
		ব	ড়	অ	জ	গু	ত	দে	খল্	
		০				+				
		মা	মমা	গা	রা	সা	।	সা	সরা	II
		তো	র	অং	গ	না	০	গৌ	রা	
		০				+				
	III{	রা	ররা	গা	সসা	সা	সা	সা	রা	
		এ	ক	দি	শ	বা	ঘ	সিং	হ	
		০				+			রমা	
		ন্‌া	ন্‌ন্‌া	ন্‌া	সা	রা	।	।	।	}III
		ক	রে	হু	ল	না	০	০	০	
		০				+				
	IV	মা	মমা	মা	মমা	পা	মগা	রা	রা	
		দো	স	র	ব	ড়	দ	ছ	হি	

মা	মমা	গা	রা	সা	।	সা	সরা	IV
সে	হো	ব	উ	না	০	গৌ	রা	

অন্যান্য চরণ পূর্ব্ববৎ।

(৪) মহেশবাণী

রাগিণী—মারু, তাল—জত।

	+			৩				০			১				
I	মা	মা	মা	মা	পা	ধা	পা	মা	গা	।	ধা	।	।	।	
	আ	জু	না	থ	এ	০	ক	ব	র	০	ত	০	০	০	
	ধা	পা	ধা	হ্না	ধা	।	।	পা	।	।	মা	মা	মা	মা	I
	ম	হা	সু	খ	লা	০	০	০	০	০	গ	ত	হে	০	
II	র্সা	সা	র্সা	র্রর্গর্রা র্স		ধা	পা	র্সা	হ্নধা	পা	ধা	হ্না	ধপা	মা	
	তো	হে	শি	০	ব	ধ	রু	ন	ট	বে	০	০	০	শ	
	ধা	পা	ধা	হ্না	ধা	।	।	পা	।	।	মা	মা	মা	মা	II
	ড	ম	রু	ব	জা	০	০	০	০	০	য়	ব	হে	০	

অন্যান্য চরণে পূর্ব্ববৎ।